গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অধিশাখা-১
www.fid.gov.bd

মুজিববর্ষের প্রতিশ্রুতি
আর্থিক খাতের অগ্রগতি

নং-৫৩.০০.০০০০.৪৩১.১৪.০৬৫.২১-৪৪৫

তারিখঃ ২৫ আগস্ট ২০২১

প্রজ্ঞাপন

দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সেবার অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত 'জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশলপত্র' সর্বসাধারণের অবগতির জন্য এতদ্বারা প্রকাশ করা হ'ল।

০২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত
২৫/০৮/২০২১
(কামরুল হক মারুফ)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৬৭০৯
ds.project@fid.gov.bd

নং-৫৩.০০.০০০০.৪৩১.১৪.০৬৫.২১-৪৪৫

তারিখঃ ২৫ আগস্ট ২০২১

সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
০২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা।
০৩। চেয়ারম্যান, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, দিলকুশা, বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
০৪। এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়্যারম্যান মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ), মগবাজার, ঢাকা।
০৫। অর্থমন্ত্রীর একান্ত সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
০৬। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ঢাকা (মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
০৭। উপসচিব, আইটি সেল, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
০৮। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
০৯। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা (গেজেটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১০। অতিরিক্ত সচিব (প্রকল্প) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১১। যুগ্মসচিব (প্রকল্প) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

২৫.০৮.২০২১
(কামরুল হক মারুফ)
উপসচিব

জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল

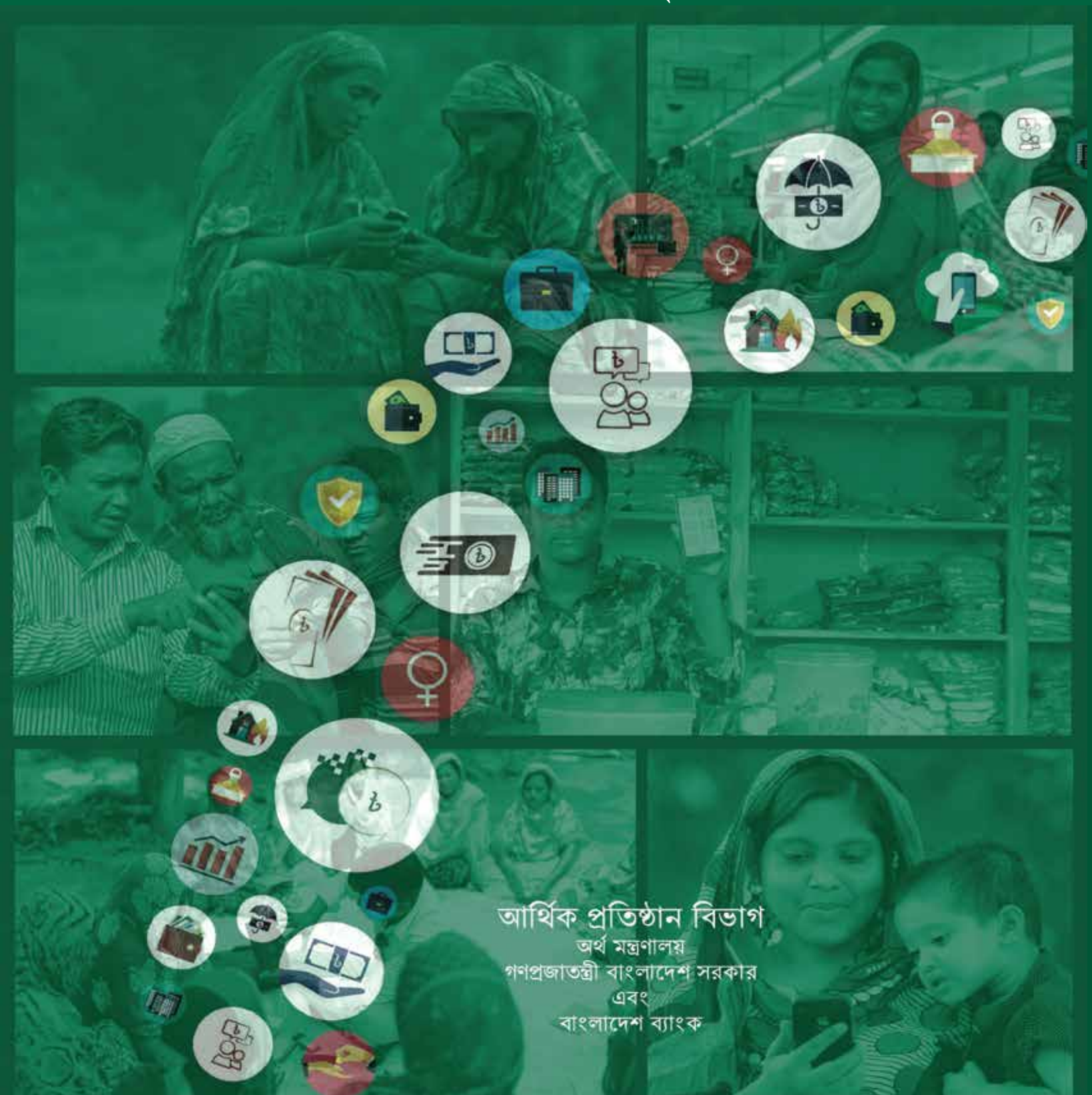

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
এবং
বাংলাদেশ ব্যাংক

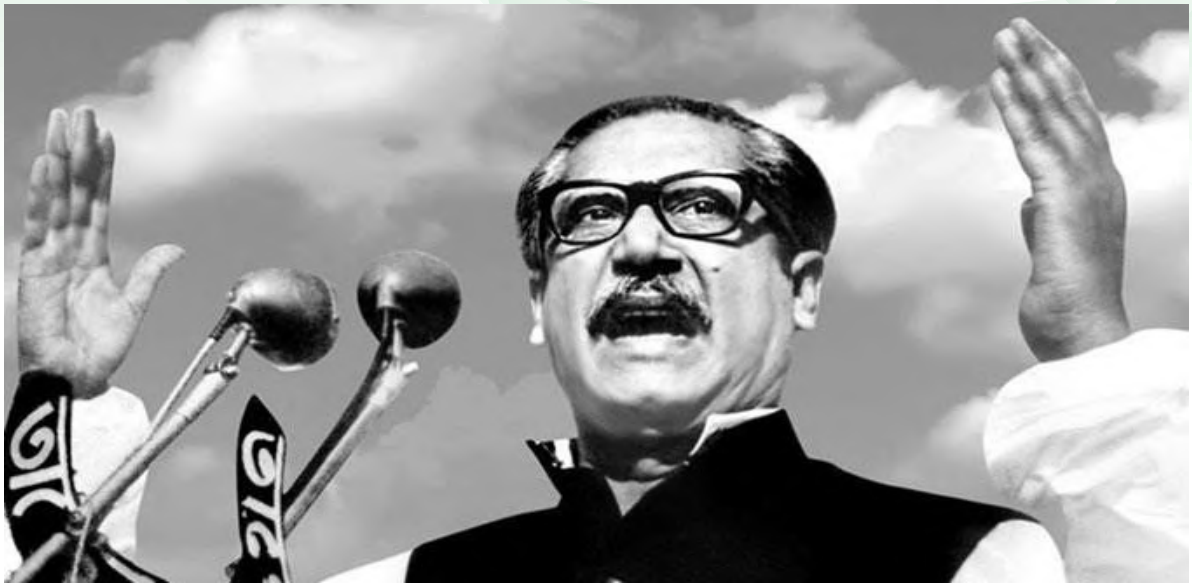

"...দেশের জনগণের পক্ষ থেকে কঠোর পরিশ্রম ও প্রয়োজনে যে কোনও ত্যাগের জন্য সর্বাত্মক অঙ্গীকার ছাড়া কোন পরিকল্পনারই, তা যতই সুলিখিত হোক না কেন, সঠিক বাস্তবায়ন হতে পারে না। আমাদের সবাইকে তাই অবিচল সংকল্প নিয়ে জাতি গঠনের কাজে নিজেদের উৎসর্গ করতে হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের জনগণ যে সাহস ও শৌর্য দেখিয়েছিল, এরই ধারা সমুন্নত রেখে এই দায়িত্ব সম্পাদনেও তারা পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করবে।" [১]

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

[১] ১৯৭৩ সালে প্রণীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মুখবন্ধ থেকে উদ্ধৃত।

জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল

ডিজিটাইজেশন এবং উদ্ভাবনের মাধ্যমে টেকসই ও ফলপ্রসূ আর্থিক অন্তর্ভুক্তির পথে অভিযাত্রা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচিপত্র

নির্বাহী সারসংক্ষেপ ৭

কৃতজ্ঞতা ১৫

শব্দ সংক্ষেপসমূহ ১৭

জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল ২১

১। প্রেক্ষাপট ২১

২। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি- বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত ২৪

৩। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি - বাংলাদেশের অবস্থান ২৫

৪। এক নজরে জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল (এনএফআইএস) ৩১

৫। জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল (এনএফআইএস)-এর যৌক্তিকতা ৩২

৬। জাতীয় পরিকল্পনাসমূহ এবং জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল (এনএফআইএস) ৩৩

৭। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে এনএফআইএস-এর প্রভাব ৩৪

৮। বাংলাদেশে আর্থিক পরিষেবা প্রদানের সার্বিক চিত্র ৩৫

৯। কৌশলপত্র বাস্তবায়নের সময়সীমা ৫৩

১০। জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল-এর মৌলিক ভিত্তিসমূহ ৫৩

১১। আর্থিক অন্তর্ভুক্তির জাতীয় সংজ্ঞা ৫৪

১২। জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল-এর কৌশলগত রূপকল্প ৫৪

১৩। জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল এর মূল বিষয় ও বিবেচ্যসমূহ ৫৬

১৪। জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল-এর উদ্দেশ্যসমূহ ৫৭

১৫। জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল-এর কৌশলগত অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা ৫৭

১৬। জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল বাস্তবায়নে আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা ৬৩

১৭। জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ৬৪

১৮। জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল-এর সমন্বয় কাঠামো ৬৫

১৯। জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল-এর বাস্তবায়ন কাঠামো ৭১

২০। জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল-এর বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো ৭১

২১। উপসংহার ৭২

পরিশিষ্ট-১: জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল-এর প্রণয়ন প্রক্রিয়া ৭৩

১. জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল প্রণয়ন প্রক্রিয়ার মাইলফলকসমূহ ৭৩

২. জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল এর প্রণয়ন প্রক্রিয়া ৭৫

৩. জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল প্রণয়ন প্রক্রিয়ার মূল প্রেক্ষিতসমূহ ৭৫

পরিশিষ্ট-২: আর্থিক অন্তর্ভুক্তি-বৈশ্বিক অনুশীলন এবং দেশীয় প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ.....৭৭
১. জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল-বৈশ্বিক অনুশীলন.....৭৭
২. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ.....৭৭
শব্দকোষ ৮২
তথ্যসূত্র ৮৩

সারণি তালিকা

	পৃষ্ঠা
সারণি -১: বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ এফএএস নির্দেশকগুলোর অগ্রগতি	২৮
সারণি-২: দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর গুরুত্বপূর্ণ এফএএস নির্দেশকসমূহের তুলনামূলক চিত্র	২৯
সারণি -৩: বাংলাদেশের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি পরিসংখ্যান	২৯
সারণি -৪: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে এনএফআইএস এর প্রভাব	৩৪
সারণি -৫: বাংলাদেশে আর্থিক পরিষেবা প্রদানের চিত্র	৩৭
সারণি -৬: জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল এর কৌশলগত অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা	৫৮
সারণি -৭: ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের রেগুলেটরি ল্যান্ডস্কেপ	৭৯
সারণি -৮: বাংলাদেশে আর্থিক পরিষেবা প্রদান পয়েন্ট এর চিত্র	৮০
সারণি -৯: ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (EFT) সংক্রান্ত মাসভিত্তিক তথ্য	৮০

চিত্রের তালিকা

	পৃষ্ঠা
চিত্র -১: ২১০০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের উন্নয়নযাত্রা	২১
চিত্র -২: জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল এর সমন্বয় কাঠামো	৬৫
চিত্র -৩: ১৯৭১ সালে নিম্ন আয়ের কৃষি ভিত্তিক দেশ হিসেবে স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশ এখন ১৭ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ যা সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে	৭৮

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে 'রূপকল্প ২০২১' ও 'রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবায়নকল্পে জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল (এনএফআইএস) প্রণীত হয়েছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সন্ধিক্ষণে সর্বসাধারণের জন্য মানসম্পন্ন আর্থিক পরিষেবা প্রাপ্তি ও ব্যবহারের সুযোগ নিশ্চিতকরণ এবং এর মাধ্যমে সামাজিক সহযোগিতা ও স্থিতিশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে এ কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কৌশলপত্রে 5C '(Commitment-অঙ্গীকার, Cooperation-সহযোগিতা, Co-ordination-সমন্বয়, Co-existence-সহাবস্থান, Comprehensive-পূর্ণাঙ্গ)' নীতি অনুসৃত হয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনে জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল এর মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'ডিজিটাইজেশন এবং উদ্ভাবনের মাধ্যমে টেকসই ও ফলপ্রসূ আর্থিক অন্তর্ভুক্তির পথে অভিযাত্রা'।

একটি দেশের উন্নয়নের অন্যতম প্রধান শর্ত হচ্ছে অনানুষ্ঠানিক খাতকে আনুষ্ঠানিক কাঠামোয় রূপান্তরকরণ। এক্ষেত্রে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্য বিমোচনে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য আর্থিক পরিষেবার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা আবশ্যক। আর্থিক পরিষেবা প্রদান এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে অর্থনীতিতে অর্থায়নের প্রসারণ ঘটে। একটি অগ্রসরমান ও অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক কাঠামো সম্পদের সঞ্চারণ ও এর ব্যবহারকে গতিশীল করে এবং তা প্রয়োজনীয় আর্থিক পরিষেবাসমূহ সবার কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। এ অগ্রসরমান ও অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক কাঠামোর মাধ্যমে একদিকে যেমন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়, তেমনি অন্যদিকে ঝুঁকি প্রশমন ও দারিদ্র্য বিমোচন হওয়ায় আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হয়। সামগ্রিক কল্যাণ বিশেষত আর্থিক পরিষেবা বঞ্চিত দরিদ্র ও প্রান্তিক গোষ্ঠীসহ কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (সিএমএসএমই), ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারসমূহ, বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক খাতের অংশীজন, দরিদ্র পরিবারের যুব ও নারী সদস্যরা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহ, প্রতিবন্ধী এবং অন্যান্য অনগ্রসর গোষ্ঠীসমূহের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে নীতি ও কর্মপন্থা হিসেবে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির তাৎপর্য স্বীকৃত।

এ বাস্তবতায়, কোভিড-১৯ অতিমারী সত্ত্বেও ডিজিটাল আর্থিক পরিষেবার বিকাশ বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। মোবাইল মানি, ফিনটেক পরিষেবা ও অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে নিম্ন আয়ের পরিবার ও ক্ষুদ্র ব্যবসা ব্যাপকভাবে উপকৃত হচ্ছে এবং ডিজিটাল আর্থিক অন্তর্ভুক্তি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে তরান্বিত করছে। কোভিড-১৯ অতিমারী-পূর্ব সময়েই ডিজিটাল আর্থিক পরিষেবার মাধ্যমে সমাজে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রসার ঘটেছে এবং প্রথাগতভাবে বঞ্চিত নিম্ন আয়ের পরিবার ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মধ্যে আর্থিক পরিষেবার বিস্তার লাভ করেছে। পরবর্তীতে কোভিড-১৯ অতিমারীকালীন ডিজিটাল আর্থিক পরিষেবার ব্যবহার ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। কোভিড-১৯ অতিমারীর কারণে সরকার ঘোষিত লকডাউন চলাকালেও ডিজিটাল আর্থিক পরিষেবার মাধ্যমে দ্রুত

ও নিরাপদে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আর্থিক সহায়তা পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়েছে। এ অতিমারীর কারণে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে সমন্বিত জাতীয় পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা আরো বেশি অনুভূত হয়েছে।

বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গড়ে ৬ শতাংশের চেয়ে বেশি প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। দেশের আর্থিক খাতে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নের লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে যে উচ্চ ও স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে তার অন্যতম চালিকা শক্তি হলো বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কৌশল। বাংলাদেশ বর্তমানে এক ধরনের 'দ্বৈত উত্তরণ' পর্বের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন দেশের আয়ভিত্তিক শ্রেণিবিভাজন অনুযায়ী বাংলাদেশ ২০১৫ সালে 'নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ' (এলএমআইসি গ্রুপ) এর তালিকায় প্রবেশ করেছে। জাতিসংঘের উন্নয়ন সূচক অনুসারে ২০২৬ সালে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি গ্রুপ) হতে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উন্নীত হবে। ফেব্রুয়ারি ২০২১-এ জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (সিডিপি) কর্তৃক স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা হতে বাংলাদেশের উত্তরণের জন্য সুপারিশ করা হয়। অর্থনীতিতে কোভিড-১৯ অতিমারীর প্রভাবের প্রেক্ষাপটে সিডিপি-এর সুপারিশ বিবেচনায় উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তরের প্রস্তুতির জন্য বাংলাদেশ ২০২৬ সাল পর্যন্ত ৫ বছর সময় পাবে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি প্রসারের লক্ষ্যে বাংলাদেশের গৃহীত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গঠনের যুগান্তকারী পদক্ষেপসমূহ, আর্থিক খাতের দ্রুত অগ্রগতি, বৈশ্বিকভাবে স্বীকৃত ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম, ডিজিটাল অর্থায়নে দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী উদ্যোগ ও মোবাইল আর্থিক পরিষেবার ক্রমবর্ধমান বিস্তার বিবেচনায় বাংলাদেশ একটি প্রথম সারির দেশ। সরকার আর্থিক পরিষেবাকে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি এবং সমন্বিত সমৃদ্ধির একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে বিবেচনা করে থাকে। দেশের উন্নয়ন কৌশল অনুযায়ী, সর্বসাধারণের আর্থিক পরিষেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা গেলে টেকসই জাতীয় উন্নয়ন অর্জন সম্ভব হবে। দেশের মূল লক্ষ্য হলো অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক পরিষেবা প্রাপ্তির মাধ্যমে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বৈষম্য, নিরক্ষরতা ও দুর্নীতিমুক্ত একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও আলোকিত দেশ গঠন এবং নাগরিকদের জন্য সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিতকরণ[২]। প্রযুক্তির পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং কোভিড-১৯ অতিমারীর কারণে সৃষ্ট অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহে পেশা ও ব্যবসার ধরনের ক্রমাগত পরিবর্তনসহ নতুন আর্থিক অবকাঠামো ও পরিষেবার চাহিদা তৈরি হয়। দেশের যুব, প্রযুক্তি সচেতন এবং ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত জনগোষ্ঠী নতুন ধরনের আর্থিক পরিষেবার ক্রেতা হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবর্তিত আর্থিক লেনদেনের বদৌলতে ই-কমার্স, ফিনটেক, ডিজিটাল ক্রেডিটের নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে এবং ফলশ্রুতিতে ব্লকচেইন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মেশিন লার্নিং, ইন্টারনেট অব থিংস, বিগ ডাটা এনালিটিক্স ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে আর্থিক খাতের উন্নয়নের ধাপগুলোর দ্রুত অর্জন সম্ভব হচ্ছে।

[২] ন্যাশনাল সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট স্ট্র্যাটেজি

এসব অগ্রগতি সত্ত্বেও বাংলাদেশে সকল নাগরিকের কাছে আর্থিক পরিষেবা না পৌঁছানোর কারণ হিসেবে প্রধানত নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়কে চিহ্নিত করা যায়ঃ

(১) দূরবর্তী পাহাড়ী ও বিক্ষিপ্ত জনবসতি অঞ্চল; হাওর, চর এবং অনুরূপ দুর্গম অঞ্চল; অপেক্ষাকৃত দুর্বল অবকাঠামোর দরিদ্র অঞ্চল;

(২) চাহিদা কেন্দ্রিক প্রতিবন্ধকতাসম্পন্ন নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠী, আর্থিক শিক্ষার অভাব, সামাজিক বিচ্যুতি এবং অর্থনৈতিক সুযোগ প্রাপ্তির বাধাসমূহ; এবং

(৩) সরবরাহ কেন্দ্রিক প্রতিবন্ধকতাসম্পন্ন ব্যাংক শাখাসমূহের দূরবর্তী অবস্থান, অস্বাচ্ছন্দ্যদায়ক ব্যাংকিং সময়সীমা, অতিরিক্ত নথি-পত্রের প্রয়োজনীয়তা, গ্রাহকের চাহিদা পূরণে অনুপযুক্ত আর্থিক পণ্য ও পরিষেবা, অসুবিধাজনক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কারণ যা নির্দিষ্ট কোন গোষ্ঠীকে পরিষেবা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করে।

গত কয়েক দশকব্যাপী আর্থিক সম্পদের দ্রুত প্রবৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের আর্থিক খাত তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী এবং স্থিতিশীল অবস্থানে রয়েছে। মূলধারার অর্থনীতির চলমান রূপান্তর এবং কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থারও দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে। ২০২০ সালে প্রকাশিত 'ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাক্সেস সার্ভে' অনুযায়ী বাংলাদেশের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অধিকাংশ সূচক বৈশ্বিক মানের না হলেও দক্ষিণ এশিয়ার গড় মানে অতি সহজেই পৌঁছানো সম্ভব হবে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির সূচক কাঙ্খিত পর্যায়ে নেয়ার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পাঁচটি বিষয় নিশ্চিত করা প্রয়োজনঃ

- ঋণ, সঞ্চয়, বীমা এবং আর্থিক লেনদেনসহ সার্বজনীন ও মানসম্মত আর্থিক পরিষেবা লাভের সুযোগ বিস্তৃতকরণ;
- সাশ্রয়ী ও গ্রাহক চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রেখে মানসম্পন্ন আর্থিক পরিষেবা প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি এবং গ্রাহকদের মর্যাদা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ;
- তথ্য ভিত্তিক ও উৎকৃষ্ট আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে গ্রাহকের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
- সবার জন্য আর্থিক পরিষেবা সহজলভ্যকরণ ; এবং
- একটি শক্তিশালী আর্থিক অবকাঠামোর আওতায় আইনি কাঠামোর অধীনে বৈচিত্র্যময় ও প্রতিযোগিতামূলক আর্থিক বাজারে পর্যাপ্ত সংখ্যক সরবরাহকারীদের মাধ্যমে গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী আর্থিক পরিষেবা বিতরণ।

বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির বিস্তৃতিতে চালিকাশক্তির ভূমিকা পালনকারী প্রধান নিয়ামকগুলোর মধ্যে রয়েছে ব্যাংকিং খাতের উদ্যোগসমূহ[৩], ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ, বীমা খাত, পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ, সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহ, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, 'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্প, জিটুপি ডিজিটাইজেশন প্রকল্প এবং ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আইসিটি ডিভিশনের আওতাধীন এটুআই প্রকল্পের ডিএফএস ল্যাব ও স্টার্টআপ বাংলাদেশ।

২০২০ সালে কোভিড-১৯ বৈশ্বিক অতিমারীর কারণে দেশের চলমান দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির বিস্তার বিঘ্নিত হয়েছে। এ দুর্যোগকালে বৈশ্বিক লকডাউন আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ ব্যবসা বাণিজ্যকে বিপর্যস্ত করেছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র, মাঝারি (সিএমএসএমই) ও বৃহৎ শিল্প এবং শহর ও গ্রামীণ উভয় অর্থনীতিতে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক অবস্থার উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এ পরিস্থিতি হতে সংশ্লিষ্ট খাতসমূহের উত্তরণের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকার নানা প্রণোদনা ও সহায়ক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মূলত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সরকারের উক্ত প্রণোদনা ও সহায়ক উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। অর্থনীতির এ পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টায় জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল (এনএফআইএস) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিদ্যমান কাঠামোতে কোভিড-১৯ অতিমারী বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। এ ধরনের অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি মোকাবেলায় একটি সমন্বিত দেশজ মডেলের কোন বিকল্প নেই।

জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল প্রণয়ন ও এর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নিজস্ব মডেল প্রস্তুতকরণই পরবর্তী চ্যালেঞ্জ। এ কৌশল সকল অংশীজনের অংশগ্রহণ এবং সহযোগিতার মাধ্যমে অগ্রাধিকার ও সমন্বয় সাধন করে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি প্রসারের একটি পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর কাঠামো প্রদান করবে।

জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল (এনএফআইএস) জাতীয় বা আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রণীত ও অনুমোদিত কর্মপন্থা, যা তথ্য-উপাত্ত নির্ভর, অগ্রাধিকারভিত্তিক, সমৃদ্ধ ও সার্বজনীন। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি প্রসারের লক্ষ্য অর্জনে অংশীজন কর্তৃক এ কৌশল অনুসৃত হয়ে থাকে। সমাজের আর্থিক পরিষেবা বঞ্চিত জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত অধিকতর তথ্য-উপাত্ত প্রাপ্তি এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যসমূহ অর্জনে নীতিনির্ধারকদের আগ্রহ বৃদ্ধি ও নীতি প্রণয়নে এ কৌশলপত্র ভূমিকা রেখে চলেছে। সাম্প্রতিক সময়ে অনেক দেশই জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল প্রণয়ন করেছে।

---

[৩] অন্তর্ভুক্তিমূলক মুদ্রানীতি, বিভিন্ন অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন উদ্যোগ যেমন কৃষি, কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অর্থায়ন, পরিবেশবান্ধব খাতে অর্থায়ন, বিভিন্ন উদ্ভাবনী আর্থিক পণ্য/সেবাসমূহ, ডিজিটাল আর্থিক সেবাসমূহ (ডিএফএস), ভোক্তা সুরক্ষাএবং গ্রাহকের আর্থিক স্বাক্ষরতা, এএমএল/সিএফটি কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ, ঝুঁকিব্যবস্থাপনা।

বিশ্বব্যাংকের জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল রিসোর্স সেন্টার-এর তথ্যানুযায়ী জাতীয় পর্যায়ে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণকালে বিশ্বব্যাপী তিনটি বিকল্প পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে থাকেঃ

- জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল প্রণয়ন - ৩৮টি দেশ
- জাতীয় আর্থিক খাতের কৌশলে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে অঙ্গীভূত করা- ১২টি দেশ
- আর্থিক অন্তর্ভুক্তি আইন প্রণয়ন- ২টি দেশ

ডিজিটাল আর্থিক পরিষেবার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ের সমন্বয় আবশ্যক—

- ডিজিটাল অবকাঠামোয় (বিদ্যুৎ সুবিধা, মোবাইল ও ইন্টারনেট সুবিধা, ডিজিটাল পরিচয়পত্র ইত্যাদি) সর্বসাধারণের সমান অভিগম্যতা,
- অধিকতর আর্থিক ও ডিজিটাল শিক্ষা, এবং
- তথ্যের অসামঞ্জস্য দূরীকরণ।

কোভিড-১৯ অতিমারীকালে আর্থিক পরিষেবার ডিজিটাইজেশনকে অধিকতর গতিশীল করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে। এক্ষেত্রে আর্থিক উদ্ভাবন ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষায় কিছু বিষয়ে অধিক তদারকি আবশ্যক। এ বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে - ভোক্তা সুরক্ষা, আর্থিক ও ডিজিটাল শিক্ষা, ডিজিটাল অবকাঠামোয় সমরূপ অভিগম্যতা, তথ্যের পক্ষপাত দূরীকরণ, আন্তর্জাতিক সমঝোতা ও তথ্য অংশীদারিত্বের মাধ্যমে মানি লন্ডারিং ও সাইবার ঝুঁকি কমানো এবং প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন। এ কৌশলপত্র প্রণয়নে উল্লিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির উপর বিস্তারিত বিশ্লেষণী গবেষণা ও বিভিন্ন পর্যায়ের (খাতভিত্তিক, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের) ১৫টি সংলাপের ফলাফলের ভিত্তিতে এ অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমন্বিত জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে।

জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল-এর বাস্তবায়ন সময়সীমা জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২৬ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১), প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১), সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক জাতীয় পরিকল্পনাসমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এ কৌশলপত্র তৈরি করা হয়েছে। কোভিড-১৯ অতিমারীর কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক অভিঘাত কাটিয়ে ২০২৬ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি গ্রুপ) থেকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উত্তরণ ও ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি বাস্তবায়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখা বিবেচনায় এ কৌশল-এর বাস্তবায়ন সময়সীমা হিসেবে নির্ধারিত ৫ বছর বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ কৌশলপত্র টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর অন্তর্ভুক্ত ১৭টি অভীষ্টের

মধ্যে ১৪টি অভীষ্টের আওতাধীন মোট ৪৬টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হবে। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এবং 'উদ্ভাবনী বাংলাদেশ'-এর দর্শনকে অনুসরণ করে 'অর্থনীতির ডিজিটাল রূপান্তর এবং উদ্ভাবন'-কে জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল এর মূল ভিত্তি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির সংজ্ঞা নিম্নরূপঃ

"আর্থিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত ও সীমিত পরিষেবাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীসহ সকল ব্যক্তি ও ব্যবসায়িক উদ্যোগসমূহের জন্য একটি সুনিয়ন্ত্রিত, স্বচ্ছ, দক্ষ এবং প্রতিযোগিতামূলক আর্থিক বাজারের মাধ্যমে সাধ্যের মধ্যে সাশ্রয়ীমূল্যে মানসম্মত, সহজপ্রাপ্য ও ঝুঁকি নিরসনের সুযোগ সম্বলিত প্রযুক্তিভিত্তিক আর্থিক পরিষেবা প্রাপ্তির অভিগম্যতা ও ব্যবহারের সক্ষমতা।"

জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশলপত্রে এর কৌশলগত রূপকল্প নিম্নোক্তভাবে বিধৃত রয়েছে –

'একটি সমন্বিত আর্থিক ব্যবস্থা যা দেশের জনগণের জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার মাধ্যমে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও ব্যবসায়িক প্রয়োজনে সহজলভ্য আর্থিক পরিষেবার প্রসারসহ সম্ভাবনাময় খাতগুলোর দ্রুত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে সহায়ক হবে এবং অর্থনৈতিক বিরূপ প্রভাব প্রশমিতকরণ ও ঝুঁকি হ্রাসে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।'

এছাড়াও এ কৌশলপত্রে তিনটি বিষয়কে বিবেচনা করা হয়েছেঃ

ক) সকল প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ব্যক্তিগত, নিরাপদ ও সুরক্ষিত প্রযুক্তিনির্ভর আর্থিক পরিষেবা সংক্রান্ত হিসাব থাকবে।

খ) প্রত্যেক হিসাবধারী যেন সুবিধাজনক দূরত্বে অবস্থিত ডিজিটাল আর্থিক পরিষেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে নিরাপদ পরিবেশে ও গ্রহণযোগ্য খরচে আমানত জমা, অর্থ উত্তোলন এবং অর্থ স্থানান্তর করার সুবিধা পান তা নিশ্চিত করা হবে।

গ) সকল পরিবার এবং ব্যবসা উদ্যোগসমূহ (প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারবর্গ এবং অনিবাসী বাংলাদেশি নাগরিকবৃন্দসহ) সহজে ও যৌক্তিক মূল্যে নিম্নোক্ত সুবিধাসহ বিভিন্ন আর্থিক পরিষেবা গ্রহণ করতে পারবে: (১) বিভিন্ন ধরনের অনুমোদিত ঋণ সুবিধা এবং অন্যান্য আর্থিক পণ্য; (২) উপযুক্ত আমানত এবং বিনিয়োগ সুবিধা; (৩) বিভিন্ন বীমা পরিষেবা (ক্ষুদ্রবীমাসহ) এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পণ্য; ও (৪) উপযুক্ত আর্থিক পণ্য। এছাড়া, এ সকল পরিষেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে আর্থিক পরিষেবা প্রাপ্তির আইনগত সুরক্ষার পাশাপাশি সচেতন

ও তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারও আর্থিক পরিষেবা গ্রহণকারীদের থাকবে। এ সকল আর্থিক পরিষেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ যথাযথভাবে সুনিয়ন্ত্রিত থাকবে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তির পরিধি বিস্তারের নিমিত্ত ৭টি উদ্দেশ্য, ১২টি কৌশলগত অভীষ্ট ও ৬৫টি লক্ষ্যমাত্রার সমন্বয়ে এ কৌশলপত্রটি প্রণীত হয়েছে। 'জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল' বাস্তবায়নের জন্যে আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং উন্নয়ন অংশীজনদের ভূমিকা বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে। জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল বাস্তবায়নে মাননীয় অর্থমন্ত্রী'র নেতৃত্বে তিন স্তরবিশিষ্ট সমন্বয় কাঠামো প্রস্তাবনা করা হয়েছে। জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংককে চিহ্নিতকরত এ কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশাসনিক ইউনিট প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির পরিধি বিস্তারের নিমিত্ত এ কৌশলপত্র প্রস্তুতকালে প্রযুক্তিগত বিবর্তন এবং আর্থিক খাতের গতিশীলতাকে বিবেচনায় নিয়ে এ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

কৃতজ্ঞতা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় প্রত্যয় ও সাহসী নেতৃত্ব এবং সময়োপযোগী ও সঠিক নির্দেশনার ফলে জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল (এনএফআইএস) প্রণয়ন করা সম্ভব হয়েছে। এক দশক আগে তাঁর নেতৃত্বে শুরু হওয়া 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'-এর যাত্রার মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল, যা জাতীয় উন্নয়নের সকল বাধা অপসারণে প্রযুক্তিগত সমাধানের পথ দেখিয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় সরকারি, বেসরকারি ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলোর যথাযথ সমন্বয়ের মাধ্যমে দেশব্যাপী চলমান আর্থিক অন্তর্ভুক্তি উদ্যোগসমূহ বেগবান হয়েছে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ব্যাপ্তি প্রসারণের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের এই যাত্রাকে আরো পরিশীলিত ও সুসংহত করতে জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল প্রণীত হয়েছে।

এ কৌশলপত্র প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় 'বিজনেস ফাইন্যান্স ফর দ্য পুওর - বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে যুক্তরাজ্য সরকারের ডিএফআইডি হতে অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রসারে গৃহীত কার্যক্রমসমূহের প্রতি জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ অ্যাডভোকেট (ইউএনএসজিএসএ) এবং নেদারল্যান্ডের মহামান্য রানী ম্যাক্সিমার গভীর আগ্রহ ও সমর্থন জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল (এনএফআইএস) প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। উল্লেখ্য, জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল (এনএফআইএস)-এর খসড়া প্রস্তুতি কাজে ইউএনসিডিএফ বাংলাদেশও বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদান করেছে।

শব্দ সংক্ষেপসমূহ

এটুআই	- এসপায়ার টু ইনোভেট
এএফআই	- অ্যালায়েন্স ফর ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন
এটিএম	- অটোমেটেড টেলার মেশিন
এএমএল	- অ্যান্টি মানিলন্ডারিং
এআইএফ	- অল্টারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড
এপিআই	- অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস
বিবি	- বাংলাদেশ ব্যাংক
বিএফপি-বি	- বিজনেস ফাইন্যান্স ফর দ্য পুওর ইন বাংলাদেশ
বিএইচবিএফসি	- বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন
বিএমডিএফ	- বাংলাদেশ মিউনিসিপাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড
বিপিও	- বাংলাদেশ পোস্ট অফিস
বিএসইসি	- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
বিটিআরসি	- বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন
সিআইবি	- ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো
সিএমএসএমই	- কটেজ, মাইক্রো, স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ
সিএফটি	- কমব্যাটিং টেরোরিস্ট ফাইন্যান্সিং
ডিএফএস	- ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস
ডিএলটি	- ডিস্ট্রিবিউটেড লেজার টেকনোলজি
ই-কেওয়াইসি	- ইলেকট্রনিক নো ইয়োর কাস্টমার
এফএটিএফ	- ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স
ফরেক্স	- ফরেন এক্সচেঞ্জ
এফআই	- ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন (নন-ব্যাংক)
এফআইডি	- ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন্স ডিভিশন
এফএসপি	- ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রোভাইডার
জিএফইটি	- গাইডলাইন্স ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন্স
জিটুপি	- গভর্নমেন্ট-টু-পার্সন
জিডিপি	- গ্রস ডমেস্টিক প্রডাক্ট
আইবিএফটি	- ইন্টারনেট ব্যাংকিং ফান্ড ট্রান্সফার
আইসিটি	- ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি
আইসিটিডি	- ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি ডিভিশন
আইএমএফ	- ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড
আইএসপি	- ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার
কেওয়াইসি	- নো ইওর কাস্টমার
এলডিসি	- লিস্ট ডেভেলপড কান্ট্রি
এলএমআইসি	- লোয়ার মিডল ইনকাম কান্ট্রি
এম এন্ড ই	- মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন
এমডিজি	- মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল
এমএফআই	- মাইক্রোফাইন্যান্স ইনস্টিটিউশন
এমএফএস	- মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস
এমএনও	- মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর
এমওএফ	- মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স

এমআরএ	- মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি
এনএইউ	- এনএফআইএস এডমিনিস্ট্রেটিভ ইউনিট
এনএফসি	- নিয়ার-ফিল্ড কমিউনিকেশন
এনএফআইএস	- ন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন স্ট্র্যাটেজি
এনজিওস	- নন-গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন
এনআইডি	- ন্যাশনাল আইডি
এনআইডিডব্লিউ	- ন্যাশনাল আইডি উইং
এনএনসি	- এনএফআইএস ন্যাশনাল কাউন্সিল
এনপিও	- নন-প্রফিট অর্গানাইজেশন
এনএসসি	- এনএফআইএস স্টিয়ারিং কমিটি
এনআরবি	- নন-রেসিডেন্ট বাংলাদেশি
ওপিজিএসপি	- অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে সার্ভিস প্রোভাইডার
পিএসি	- পলিসি এডভাইজরি কমিটি
পিটুজি	- পার্সন-টু-গভর্নমেন্ট
পিটুপি লেন্ডিং	- পিয়ার-টু-পিয়ার লেন্ডিং
পিকেএসএফ	- পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন
পিওএস	- পয়েন্ট অফ সেলস
পিএসপি	- পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার
পিটিডি	- পোস্ট এন্ড টেলিকমিউনিকেশন্স ডিপার্টমেণ্ট
কিউআরসি	- কুইক রেসপন্স কোড
এসডিজি	- সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল
এসপিভি	- স্পেশাল পারপাস ভেহিকল
টিসি	- টেকনিক্যাল কমিটি
টিওআর	- টার্মস অব রেফারেন্স
ইউএনএসজিএসএ	- ইউএন সেক্রেটারি-জেনারেলস স্পেশাল এডভোকেট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স ফর ডেভেলপমেন্ট

জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল

১। প্রেক্ষাপট

বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি গড়ে ৬.৫ শতাংশের চেয়ে বেশি রয়েছে এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তা ৮ শতাংশ অতিক্রম করেছে। দেশের অর্থনীতিতে জিডিপি প্রবৃদ্ধির এ ধারা অব্যাহত থাকবে মর্মে আশা করা যায়। কোভিড-১৯ অতিমারী প্রভাব সত্ত্বেও অর্থনীতির এ দৃঢ় ভিত্তির কারণেই ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫.২৪ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে। আর্থিক খাতে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন ও এতদসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়নে সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

চিত্র-১: ২১০০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের উন্নয়ন যাত্রা

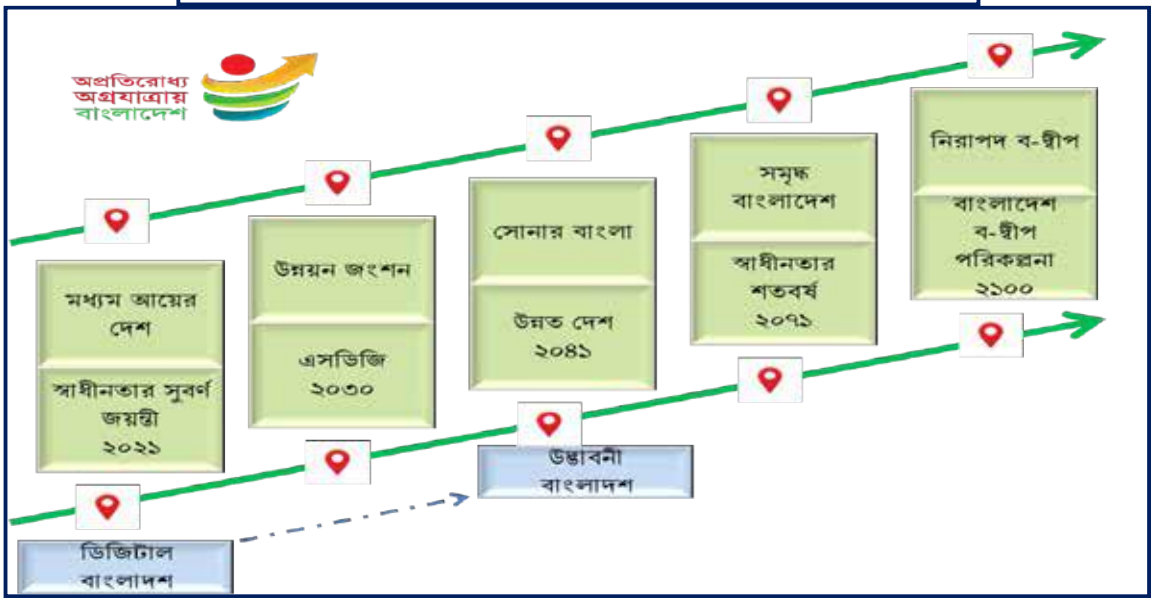

সাম্প্রতিক কালে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারের বিভিন্ন নীতিমালার আলোকে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছে। এর মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, বর্গাচাষী; কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (সিএমএসএমই) উদ্যোক্তা; এবং আর্থিক পরিষেবার আওতা বহির্ভূত অন্যান্য গোষ্ঠীসমূহের কাছে ঋণসহ অন্যান্য আর্থিক পরিষেবা পৌঁছে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে, একই সাথে সম্প্রসারিত আর্থিক পরিষেবা কর্মসংস্থান এবং আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করার দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যকে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে রূপকল্প ২০২১, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১), সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০-

জুন ২০২৫) এর অধীনে সুস্পষ্ট মধ্যমেয়াদী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। একই সাথে ২০৩০ সাল নাগাদ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের চেষ্টাও অব্যাহত রয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলাদেশের উন্নয়নযাত্রায় গতিশীলতা থাকলেও বৈশ্বিক কোভিড-১৯ অতিমারীর প্রভাবে তা বাধাগ্রস্ত হয়। সারাবিশ্ব জুড়ে 'লকডাউন' এর কারণে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বৈশ্বিক মন্দার প্রভাব বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও পড়েছে। মার্চ, ২০২০ এর শেষ ভাগ হতে দীর্ঘ 'সাধারণ ছুটি' ঘোষিত হওয়ায় কারখানা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, দোকানপাট, রেস্তোরাঁ, হোটেল, যানবাহন ইত্যাদি কার্যত বন্ধ ছিল। ফলে দেশের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব পড়ে এবং বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা ব্যাহত হয়।

এ সংকট হতে অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার এবং দরিদ্র ও অসহায় মানুষকে সহায়তার উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১.২৪ ট্রিলিয়ন টাকার সমপরিমাণ 'আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ' ঘোষণা করেন, যা দেশের জিডিপির ৪.৪৪% এর সমান। এ প্যাকেজে ২৩টি আর্থিক সহায়তা ও প্রণোদনা সংশ্লিষ্ট প্রোগ্রামের আওতায় শিল্প-কারখানার জন্য সুদ ভর্তুকি; বৃহৎ, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প ও সেবা খাতের জন্য চলতি মূলধন অর্থায়ন সুবিধা; দূর্গত মানুষের সামাজিক সুরক্ষা সহায়তা ও স্বাস্থ্য সেবা খাতের জন্য জরুরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ সকল সময়োপযোগী পদক্ষেপ দেশের অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিতকরণে সহায়তা করবে। এছাড়া, দূরদর্শী সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ অব্যাহত রাখার মাধ্যমে সরকার মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, স্বল্প সুদহার এবং স্থিতিশীল বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। মধ্য মেয়াদে যথাযথ নীতি ও সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ বেগবান করার পাশাপাশি বহিঃউৎস হতে সম্পদ সংস্থানকেও অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। কোভিড-১৯ এর প্রভাব মোকাবেলায় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলোও বাংলাদেশকে উল্লেখযোগ্য বাজেট সহায়তা প্রদান করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক উক্ত প্রণোদনা প্যাকেজগুলোর বাস্তবায়নে বৃহৎ, সিএসএমই, কৃষি এবং অনানুষ্ঠানিক (দরিদ্র ও দুর্গত জনগণ) খাতের জন্য ৯৪৭.৫০ বিলিয়ন টাকার ৯টি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে। এছাড়া, সিএসএমই খাতের জন্য ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম প্রবর্তন করা হয়েছে। মুদ্রাবাজারে তারল্য সরবরাহ বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন পলিসি রেট (রেপো রেট, রিভার্স রেপো রেট, ব্যাংক রেট) ও রেগুলেটরি অনুপাতসমূহ (সংরক্ষিত নগদ তহবিল, ঋণ-আমানত অনুপাত) উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস করেছে। বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ অতিমারী চলাকালীন দেশে রেমিট্যান্স ও বিদেশী বিনিয়োগের অন্তর্মুখী প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু উদারীকরণ নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যবসা ও শিল্পের পুনরুদ্ধারে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ব্যাংক ঋণ সহজীকরনের জন্যও নীতিমালা জারী করা হয়েছে। সামষ্টিক অর্থনীতির জন্য প্রবৃদ্ধি সহায়ক ও সামঞ্জস্যপুর্ণ করে কোভিড-১৯ অতিমারী পরবর্তী প্রথম মুদ্রানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। আর্থিক খাতের অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

কর্তৃক পুঁজিবাজারকে ডিজিটাইজ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি কর্তৃক ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের অর্থনৈতিক অবস্থা পুনরুদ্ধারের জন্য ঋণ নিয়মাচার শিথিল করা হয়েছে।

দেশের সমন্বিত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জন এবং দ্রুত, স্থিতিশীল ও কার্যকরভাবে দুর্যোগ মোকাবেলার নিমিত্ত সকল ব্যক্তি ও উদ্যোগের জন্য মানসম্পন্ন আর্থিক পণ্য এবং পরিষেবার সহজলভ্যতা বৃদ্ধি করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে আর্থিক খাতের অন্তর্ভুক্তিমূলক সক্ষমতা এবং সামগ্রিক উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের সামঞ্জস্য বিধান করা প্রয়োজন। কোভিড-১৯ অতিমারীকালীন 'লকডাউন' পরিস্থিতিতে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন ও অনানুষ্ঠানিক খাতকে আনুষ্ঠানিক খাতে রূপান্তরে ডিজিটাল আর্থিক পরিষেবার কার্যকর ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়েছে।

বাংলাদেশের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির মূল দর্শন হলো আর্থিক পরিষেবা বহির্ভূত বা সীমিত আর্থিক পরিষেবা প্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর জন্য বহুমাত্রিক আর্থিক পরিষেবা নিশ্চিতকরণ। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন ও অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে অংশীজনদের সহায়তা করা হয়, যা অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং অন্যান্য জাতীয় কৌশলপত্রের ন্যায় দেশে কল্যাণমুখী, অংশীদারিত্বমূলক ও টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

একদিকে 'নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ' (এলএমআইসি গ্রুপ) এর তালিকায় (২০১৫) প্রবেশ এবং অপরদিকে স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি গ্রুপ) এর তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে (২০২৬) উত্তরণ বিবেচনায় বাংলাদেশ 'দ্বি-স্তর রূপান্তর' পর্যায় অতিক্রম করছে। দরিদ্র এবং অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী যথাযথ ও সাশ্রয়ী মূল্যে আর্থিক পরিষেবা ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষভাবে সঞ্চয়, ক্ষুদ্র ঋণ ও বীমার সুবিধা গ্রহণ করতে পারে, যা সার্বিক কল্যাণে ভূমিকা রাখে। ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এ সঞ্চয়কে বিনিয়োগে রূপান্তর করে, যা দেশের উৎপাদনশীল খাতসমূহের প্রবৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। এরই সাথে দক্ষ, নিরাপদ ও উন্নততর আর্থিক অবকাঠামো আর্থিক লেনদেনের ব্যয় হ্রাস করতে সাহায্য করে, যা প্রবৃদ্ধিকে তরান্বিত করতে ভূমিকা রাখে। এটি জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল (এনএফআইএস) প্রণয়নের মূল ভিত্তি, যা:

- ✓ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির সংজ্ঞা প্রণয়ন করবে;
- ✓ আয়, সম্পদ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ঝুঁকিগ্রস্ত, বঞ্চিত ও দুস্থ জনগোষ্ঠীসমূহের অন্তর্ভুক্তির জন্য একটি সমন্বিত প্ল্যাটফর্ম তৈরি করবে;
- ✓ অংশীজনদের সংলাপের ভিত্তিতে একটি সমন্বিত কাঠামো প্রণয়ন করবে;
- ✓ সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে অগ্রাধিকার খাতসমূহ চিহ্নিত করবে এবং সমন্বয় নিশ্চিত করবে;
- ✓ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে প্রান্তিকীকরণ এবং ঝুঁকি হ্রাস করবে;
- ✓ অন্তর্ভুক্তিমূলক উদ্যোগসমূহের প্রসার ও স্থায়িত্বের জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করবে;
- ✓ অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সমাজের অগ্রসর ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে সেতুবন্ধন স্থাপন করবে;

- ✓ উদ্ভাবন, চাহিদা এবং আস্থার সমন্বয়ে প্রস্তুতকৃত টেকসই অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায়ের চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, অ্যালায়েন্স ফর ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন (এএফআই)-এর সক্রিয় সদস্য এবং 'মায়া ডিক্লারেশন'[৪] এ স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ২০১৪ সালে জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল (এনএফআইএস) প্রণয়নের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। ২০১৫ ও ২০১৯ সালে জাতিসংঘ মহাসচিবের স্পেশাল অ্যাডভোকেট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স ফর ডেভেলপমেন্ট (ইউএনএসজিএসএ) ও নেদারল্যান্ডসের মহামান্য রানী ম্যাক্সিমার বাংলাদেশ সফরকালে এ অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়। এ ধারাবাহিকতায়, যুক্তরাজ্য সরকারের সহায়তায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ২০১৬ সালে যৌথভাবে জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়।

২। *আর্থিক অন্তর্ভুক্তি- বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত*

'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গঠনে গৃহীত সাম্প্রতিক পদক্ষেপসমূহ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। এছাড়া, আর্থিক খাতের দ্রুত বিকাশ, ক্ষুদ্রঋণের সমৃদ্ধ ইতিহাস এবং সাম্প্রতিককালে ডিজিটাল ও মোবাইল ভিত্তিক পরিষেবার অভূতপূর্ব বিস্তার বাংলাদেশে এ ভূমিকার তাৎপর্য বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে। সরকার আর্থিক পরিষেবাকে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি এবং সম্মিলিত সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে গণ্য করে। বিদ্যমান তথ্য-উপাত্ত থেকে এটি স্পষ্ট যে, ব্যক্তি ও ব্যবসাসমূহের আর্থিক পরিষেবা প্রাপ্তি ও ব্যবহারের সুযোগ সামাজিক ও অর্থনৈতিক খাতে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। ফলে, বাংলাদেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে আর্থিক পরিষেবা প্রাপ্তির সুযোগ অধিকতর বিস্তৃত করা অতি আবশ্যক। আর্থিক পরিষেবা প্রাপ্তির সুযোগ যদি সর্বসাধারণের জন্য নিশ্চিত করা সম্ভব না হয় তাহলে জাতীয় উন্নয়ন ব্যাহত হবে। সরকারের লক্ষ্য ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বৈষম্য, নিরক্ষরতা এবং দুর্নীতিমুক্ত একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও আলোকিত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা। এক্ষেত্রে আর্থিক পরিষেবা প্রাপ্তি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। তাই দেশের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের নিমিত্তে আর্থিক পরিষেবা বহির্ভূত জনগোষ্ঠী ও সিএমএসএমই উদ্যোগসমূহের জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তির শক্তিকে কাজে লাগানো জরুরি। উল্লেখ্য, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-২০) এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০২১-২৫), আর্থিক খাত সংশ্লিষ্ট নীতিমালা, অবকাঠামো, নিয়ন্ত্রক ও তত্ত্বাবধায়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়মিত সংস্কারের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল, যা পরবর্তী দু'টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অব্যাহত থাকবে। এ সকল লক্ষ্য নির্ধারণের মূল উদ্দেশ্য আর্থিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পসহ অপ্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগসমূহের জন্য উপযুক্ত আর্থিক পণ্য ও পরিষেবা প্রচলন এবং তাদের কাছে এ সকল পণ্য ও পরিষেবা সহজলভ্য করা। এতে করে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক কাঠামোর মধ্যে

[৪] মেক্সিকোর রিভেরা মায়া শহরে অনুষ্ঠিত এএফআই এর ২০১১ সালের গ্লোবাল পলিসি ফোরামে সদস্য দেশগুলো প্রথমবারের মতো আর্থিক অন্তর্ভুক্তি অর্জনে বিভিন্ন স্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করে, যা "মায়া ডিক্লারেশন" নামে পরিচিত।

নিয়ে এসে তাদের জন্য আর্থিক পণ্য ও পরিষেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে, যা বাংলাদেশের টেকসই ও সুষম প্রবৃদ্ধির গুরত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে কাজ করবে।

৩। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি - বাংলাদেশের অবস্থান

বাংলাদেশের দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি আর্থিক অন্তর্ভুক্তির একটি অন্যতম চালিকাশক্তি। গত কয়েক দশক ধরেই স্থিতিশীলভাবে বাংলাদেশে ৬ শতাংশের চেয়ে বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হচ্ছে। এ প্রবৃদ্ধি অর্জন যেমন অর্থনৈতিক সফলতার ব্যাপ্তিকে আরও বিস্তৃত করেছে তেমনি অভিবাসন ও কৃষির আধুনিকায়ন প্রবৃদ্ধির হারকে অপেক্ষাকৃত সুষম করেছে, যদিও আয় বৈষম্য (গিনি কো-এফিসিয়েন্ট) ২০০০ সাল থেকে সীমিতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তৈরি পোশাক খাতের মত রপ্তানিমুখী শিল্পগুলো এবং বাংলাদেশি অভিবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স এ উন্নয়ন প্রক্রিয়া চলমান রাখায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এ প্রবৃদ্ধির ধারা দারিদ্র্য সীমার নিচে থাকা জনগোষ্ঠীর হার কমাতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ২০০০ সাল থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে এ হার ৪৯ শতাংশ থেকে ২১ শতাংশে নেমে এসেছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কর্মসংস্থানের ধরন পরিবর্তনের ফলে নতুন নতুন আর্থিক পরিষেবার চাহিদার সৃষ্টি হয়ে থাকে। শ্রমশক্তি জরিপ থেকে দেখা যায়, ২০০৬ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সময়ে কর্মসংস্থানের হার শিল্প খাতে ১৫ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশে ও সেবা খাতে ৩৭ শতাংশ থেকে ৩৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ফলে কৃষিতে (৪৮ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশে) কর্মসংস্থানের চাপ হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া, উৎপাদনমুখী খাতের স্থায়ী আয়ভিত্তিক কর্মসংস্থান প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক পরিষেবার চাহিদা সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে এ খাতে বেতনভুক্ত প্রাপ্তবয়স্ক কর্মীর মোট সংখ্যা ছিল ২৪ মিলিয়ন এবং তন্মধ্যে ৫৭ শতাংশ মাসিক বেতনের ভিত্তিতে ও ৩৪ শতাংশ দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কর্মরত ছিল। অন্যদিকে, কৃষিখাতে নিয়োজিত কর্মীদের মধ্যে ৬১ শতাংশই দৈনিক মজুরিভিত্তিক কাজে নিয়োজিত ছিল। তবে, এর বাইরেও শ্রম শক্তির একটি বড় অংশ এখনো স্বনিয়োজিত অথবা অবৈতনিক কাজে নিয়োজিত। দৈনিক মজুরিভিত্তিক কর্মে নিয়োজিত শ্রমশক্তির তুলনায় স্বনিয়োজিত অংশের অনুপাত ক্রমেই হ্রাস পেলেও তাদের, বিশেষত স্বনিয়োজিত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বিকাশমান চাহিদা আগামী বছরগুলোতে আর্থিক পরিষেবার সামগ্রিক ব্যাপ্তি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

দেশের তরুণ এবং ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত জনগোষ্ঠী নতুন ধরনের আর্থিক পরিষেবার গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। ৩৫ বছরের কম বয়সীদের সংখ্যা আমাদের জনসংখ্যার ৫০ শতাংশেরও বেশি, যাদের মধ্যে শিক্ষার হার ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। মোট শ্রমশক্তির মধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক বা স্নাতক পর্যায় সম্পন্ন করেছে এমন কর্মীর হারও বাড়ছে। তাই আর্থিক পরিষেবার সম্ভাব্য গ্রাহক সংখ্যা সম্পর্কে আশাবাদী হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। তবে তা অনেকাংশে নির্ভর করবে মৌলিক আর্থিক দক্ষতা তৈরিতে শিক্ষা ব্যবস্থার সক্ষমতার ওপর। বর্তমান যুগে মোবাইল ও ইন্টারনেট ব্যবহারের উর্ধ্বগতি আর্থিক লেনদেনের ধরনকে পাল্টে

দিয়ে ই-কমার্স-এর বিস্তারের সুযোগ তৈরি করেছে। স্মার্টফোন ভিত্তিক ইউজার-বান্ধব এপ্লিকেশন সফটওয়্যারের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার আর্থিক খাতের উন্নয়নকে তরান্বিত করার সুযোগ এনে দিয়েছে। ইন্টারনেটের ব্যবহার বৃদ্ধির সাথে সাথে অনেক আর্থিক পরিষেবা অনলাইনে গ্রহণ সম্ভব হওয়ায় তা প্রত্যক্ষ লেনদেনের ওপর নির্ভরতা কমাচ্ছে। শুধুমাত্র স্মার্টফোনই নয়, ব্যক্তিগত কম্পিউটার ক্রমবর্ধমান ব্যবহারও ইন্টারনেট ব্যাংকিং-এর চাহিদা বৃদ্ধি করছে। এতে করে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বৈশ্বিক মানের ডিজিটাল লেনদেন ও অনলাইন বাণিজ্যের অগ্রগামীতা দিনকে দিন গতিশীল হচ্ছে।

ডিজিটাল প্রযুক্তির অভিগম্যতা এবং ব্যবহারের সুযোগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে অসমতা বা ডিজিটাল বিভেদ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে, যার মধ্যে লিঙ্গ বৈষম্যের বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ডিজিটাল আর্থিক পরিষেবার বিস্তারের সাথে সাথে এ অসমতা আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হয়ে উঠবে।

সাপ্লাই চেইন-এর ব্যবহার দ্রুত বেড়ে ওঠার কারণে উদ্ভাবনী অর্থায়ন এবং বিকল্প পেমেন্ট ব্যবস্থার চাহিদা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অধিকতর রপ্তানিমুখী ও পরস্পর-সম্পর্কিত অর্থনীতি বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং আর্থিক খাতের জন্য সুযোগ তৈরি করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বড় রপ্তানিকারকদের কেন্দ্র করে আন্ত:সম্পর্কযুক্ত আনুষঙ্গিক সেবাদানকারী সহায়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের দীর্ঘমেয়াদি ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এর ফলে ক্লাস্টার এবং ভ্যালু চেইন ভিত্তিক অর্থায়নের পাশাপাশি সাপ্লাই চেইনের অন্তর্ভুক্ত গ্রুপসমূহকে অর্থায়ন করার সুযোগ তৈরি হয়। এছাড়াও, সাপ্লাই চেইন ভিত্তিক অর্থায়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের পণ্য ও কাঁচামাল মজুদ অথবা প্রাপ্য হিসাবকে ঋণের বিপরীতে জামানত হিসেবে গণ্য করে স্বল্পসময়ে চলতি মূলধন প্রদানের সুযোগ রয়েছে, যা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের নগদ অর্থের নতুন উৎস হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে। এ প্রক্রিয়াটির কার্যকারিতা চুক্তিশর্ত সুরক্ষার উপর নির্ভরশীল হওয়ায় এক্ষেত্রে ব্লকচেইনের মত প্রযুক্তির ব্যবহারে সুফল লাভের সম্ভাবনা রয়েছে।

এ কৌশলপত্রে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রসারের ক্ষেত্রে বর্তমানে বিরাজমান সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনাগুলোর সামগ্রিক পর্যালোচনার মাধ্যমে পরিমাপযোগ্য লক্ষ্য সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এতে বাংলাদেশ কিভাবে ও কখন এ লক্ষ্যসমূহ অর্জন করবে এবং কৌশলের অগ্রগতি ও অর্জন মূল্যায়ন কিভাবে করবে - তার রূপরেখা প্রণীত হয়েছে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও আর্থিক অবকাঠামোর বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত ও সীমাবদ্ধতাগুলো পর্যালোচনার মাধ্যমে অগ্রাধিকারমূলক নীতি ও কৌশল প্রস্তাব করা হয়েছে। এ সামগ্রিক ও বিশ্লেষণধর্মী পর্যালোচনায় আর্থিক পণ্য ও পরিষেবা গ্রহীতা ও সরবরাহকারী উভয় পক্ষের তথ্য-উপাত্তই ব্যবহৃত হয়েছে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য অংশ আর্থিক পরিষেবার আওতার বাইরে থাকার কারণ হিসেবে তিনটি বিষয়কে চিহ্নিত করা যায়:

(১) দুর্গম এলাকায় আর্থিক পরিষেবা পৌঁছে দেয়ার অপেক্ষাকৃত কম সুযোগ থাকা: প্রত্যন্ত পাহাড়ী অঞ্চল ও অপ্রতুল জনবসতি এলাকা; হাওর, চর ও অনুরূপ দুর্গম এলাকা এবং তুলনামূলক অনুন্নত এলাকাসমূহে যোগাযোগ অবকাঠামো অপেক্ষাকৃত দুর্বল হওয়ায় তা সে অঞ্চলের জনগণের আর্থিক পরিষেবা প্রাপ্তিকে বিঘ্নিত করে থাকে;

(২) চাহিদাজনিত প্রতিবন্ধকতা: যেখানে জনগোষ্ঠীর নিম্নআয়, আর্থিক সচেতনতা ও শিক্ষার অভাব, সামাজিক বঞ্চনা এবং অর্থনৈতিক সুযোগ গ্রহণের অন্যান্য বাধা বিরাজমান থাকে সে অঞ্চলের জনগণ আর্থিক পরিষেবা প্রাপ্তি ব্যাহত হয়; এবং

(৩) সরবরাহকেন্দ্রিক প্রতিবন্ধকতা: ব্যাংক শাখাসমূহের দূরবর্তী অবস্থান, অসুবিধাজনক ব্যাংকিং সময়সীমার সীমাবদ্ধতা, বিড়ম্বনামূলক নথি-পত্রের প্রয়োজনীয়তা ও প্রক্রিয়া, গ্রাহকের চাহিদা পূরণে অনুপযুক্ত আর্থিক পণ্য ও পরিষেবা এবং পরিষেবা প্রদান প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতা, পরিষেবা প্রদানকারী কর্মীদের গ্রাহকবান্ধব আচরণের অনুপস্থিতি এবং অন্যান্য কারণ যা নির্দিষ্ট কোন গোষ্ঠীকে পরিষেবা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করে।

এছাড়াও আর্থিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত থাকার আরও কিছু কারণ রয়েছে- যেমন জমির সীমিত মালিকানা বা কোন মালিকানা না থাকা, নারী গ্রাহকদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আর্থিক সক্ষমতা, জামানত এবং প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয়পত্রের অভাব ইত্যাদি।

ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ বহুদিন যাবত বিশ্বে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ, বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ, বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। উল্লেখ্য, ব্যাংক কর্তৃক চালুকৃত বিকল্প ব্যাংকিং চ্যানেলগুলোর মধ্যে রয়েছে এটিএম এবং একাধিক ব্যাংকের মধ্যে লেনদেনের সুবিধা সম্বলিত সুইচ যেমন: ক্যাশ লিংক, কিউ-ক্যাশ ও অমনিবাস। সাম্প্রতিক সময়ে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস) ও বিকল্প ব্যাংকিং চ্যানেল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে ও লেনদেন প্রক্রিয়াকে ব্যাপকভাবে সহজলভ্য করেছে। এছাড়া, এজেন্ট ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক-এর মাধ্যমে আর্থিক ব্যবস্থা দ্রুতগতিতে বিস্তৃতি লাভের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় এ কার্যক্রম প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে গ্রামীণ ভোক্তাদের জন্য আর্থিক পরিষেবা সহজলভ্য করতে একটি শক্তিশালী বিকল্প চ্যানেল হওয়ার পথে এগিয়ে চলেছে।

মূলধারার অর্থনীতির চলমান রূপান্তর এবং কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে গত কয়েক দশক যাবত বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থারও দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির চিত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে। অবকাঠামোর দ্রুত উন্নয়নের ফলে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিষেবা বিস্তারের খরচ কমছে, সেইসঙ্গে প্রচলিত ব্যাংক শাখা ও প্রত্যক্ষ পরিষেবা কেন্দ্র ভিত্তিক পরিষেবা দান ডিজিটাল

নেটওয়ার্ক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। আর্থিক খাতের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (যেমন-ব্যাংক) এবং উপ-আনুষ্ঠানিক খাত (যেমন-ক্ষুদ্রঋণ সংস্থা, সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহ) এর প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে দেশের আর্থিক ব্যবস্থারও দ্রুত বিস্তার ঘটছে, যা নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার ও অভিজ্ঞতা অর্জনে সুফল এনে দিচ্ছে। বিশ্ব ব্যাংক গ্রুপ ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) কর্তৃক প্রণীত যথাক্রমে গ্লোবাল ফিন্ডেক্স এবং ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাক্সেস সার্ভে (এফএএস) শীর্ষক প্রতিবেদনে বিশ্বে বিভিন্ন দেশের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির তথ্য প্রকাশিত হয়ে থাকে, যা আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য মর্মে বিবেচিত। উল্লেখ্য, গ্লোবাল ফিন্ডেক্স-এর সর্বশেষ প্রতিবেদন ২০১৭ সালে প্রকাশিত বিধায় এ বিষয়ে বর্তমান পরিস্থিতির তুলে ধরার নিমিত্ত আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) কর্তৃক ২০২০ সালে প্রকাশিত ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাক্সেস সার্ভে (এফএএস)-তে অন্তর্ভুক্ত আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বিশেষত এটিএম এর সংখ্যা, আমানতকারী, মোবাইল মানি এজেন্ট আউটলেট, নিবন্ধিত মোবাইল মানি হিসাব, মোবাইল মানি লেনদেনের মূল্য সংক্রান্ত সূচকসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে, যা নিম্নের সারণিতে প্রদর্শিত হয়েছে। ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাক্সেস সার্ভে (এফএএস)-এর সূচক অনুযায়ী বাংলাদেশ ২০১৭ সাল থেকে ২০১৯ সাল সময়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে।

সারণি ১: বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ এফএএস নির্দেশকগুলোর অগ্রগতি

গুরুত্বপূর্ণ এফএএস নির্দেশকসমূহ :	২০১৭	২০১৮	২০১৯
প্রতি ১০০০০০ জন প্রাপ্তবয়স্কের জন্য এটিএম এর সংখ্যা	৮.৩৬	৮.৮৯	৯.৩৯
প্রতি ১০০০০০ জন প্রাপ্তবয়স্কের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখার সংখ্যা	৮.৮২	৮.৯৪	৯.০০
প্রতি ১০০০ জন প্রাপ্তবয়স্কের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকে আমানতকারীর সংখ্যা	৭৩০.৮৪	৭৮৭.৭২	৮৪৮.৮৭
প্রতি ১০০০ জন প্রাপ্তবয়স্কের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকে ঋণগ্রহণকারীর সংখ্যা	৮৩.১০	৮৩.১৩	৮২.৯৫
বাণিজ্যিক ব্যাংকের আমানতের স্থিতি (জিডিপি %)	৫০.২২	৪৮.৩৯	৪৮.৩২
বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণের স্থিতি (জিডিপি %)	৪২.৬৯	৪২.৭৯	৪১.৮৬
বাণিজ্যিক ব্যাংকে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি উদ্যোক্তা (এসএমই) ঋণের স্থিতি (জিডিপি %)	১০.৬৯	৮.৮৯	৮.৯৬
প্রতি ১০০০ বর্গ কিলোমিটারে নিবন্ধিত মোবাইল মানি এজেন্ট আউটলেটের সংখ্যা	৬,০৪৭.৬২	৬,৭৯০.৮৫	৭,৪৬৮.৩৪
প্রতি ১০০০ জন প্রাপ্তবয়স্কের জন্য নিবন্ধিত মোবাইল মানি হিসাবের সংখ্যা	৫১৩.০৪	৫৮২.২৫	৬৭২.৬২
মোবাইল মানি লেনদেনের পরিমান (উল্লিখিত বছরে) (জিডিপি %)	১৫.৯৩	১৬.৮৫	১৭.১০
তথ্য সূত্র: ফাইন্যান্সিয়াল এক্সেস সার্ভে (এফএএস), নভেম্বর, ২০২০, আর্ন্তজাতিক মুদ্রা তহবিল			

বাংলাদেশে আর্থিক পরিষেবার বর্তমান প্রেক্ষাপট বিচারে ২০১৯ সালের তথ্যভিত্তিক ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাক্সেস সার্ভে (এফএএস)-এর সূচক অনুযায়ী অন্যান্য দক্ষিণ এশীয় দেশের সাথে বাংলাদেশের তুলনামূলক অবস্থান সারণি-২ এ পরিলক্ষিত হয়।

সারণি ২: দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর গুরুত্বপূর্ণ এফএএস নির্দেশকসমূহের তুলনামূলক চিত্র

গুরুত্বপূর্ণ এফএএস নির্দেশকসমূহ :	আফগানিস্তান	বাংলাদেশ	ভুটান	ভারত	নেপাল	পাকিস্তান
প্রতি ১০০০০০ জন প্রাপ্তবয়স্কের জন্য এটিএম এর সংখ্যা	১.৬৪	৯.৩৯	৪৮.০৯	২০.৯৫	১৬.৪৬	১০.৮৪
প্রতি ১০০০০০ জন প্রাপ্তবয়স্কের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখার সংখ্যা	১.৮৭	৯.০০	১৯.৩১	১৪.৫৮	১৭.৭৯	১০.৪১
প্রতি ১০০০ জন প্রাপ্তবয়স্কের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকে আমানতকারীর সংখ্যা	১৮৩.২৯	৮৪৮.৮৭	তথ্য নেই	তথ্য নেই	তথ্য নেই	৩৭৫.৮৯
প্রতি ১০০০ জন প্রাপ্তবয়স্কের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকে ঋণগ্রহণকারীর সংখ্যা	৩.০২	৮২.৯৫	তথ্য নেই	তথ্য নেই	তথ্য নেই	২৩.০৭
বাণিজ্যিক ব্যাংকের আমানতের স্থিতি (জিডিপি %)	১৭.৩৮	৪৮.৩২	৮২.৯১	৬৩.২৭	৮৩.২৭	৩৬.৩১
বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণের স্থিতি (জিডিপি %)	২.৭৭	৪১.৮৬	৯২.২২	৪৮.৫৫	৭২.১৮	২০.২৯
বাণিজ্যিক ব্যাংকে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি উদ্যোক্তা (এসএমই) ঋণের স্থিতি (জিডিপি %)	০.১৪	৮.৯৬	তথ্য নেই	৬.৪৪	তথ্য নেই	১.০৭
প্রতি ১০০০ বর্গ কিলোমিটারে নিবন্ধিত মোবাইল মানি এজেন্ট আউটলেটের সংখ্যা	৩.২৯	৭,৪৬৮.৩৪	তথ্য নেই	তথ্য নেই	৫৮৫.৯৯	৫৬৭.১২
প্রতি ১০০০ জন প্রাপ্তবয়স্কের জন্য নিবন্ধিত মোবাইল মানি হিসাবের সংখ্যা	২.৫৩	৬৭২.৬২	তথ্য নেই	১,২৬৪.৭৯	১৮৮.৬৭	৩২৭.৭৯
মোবাইল মানি লেনদেনের পরিমান (উল্লিখিত বছরে) (জিডিপি %)	০.১৭	১৭.১০	তথ্য নেই	০.৯০	১.৬৪	১১.৮৬

তথ্য সূত্র: ফাইন্যান্সিয়াল এক্সেস সার্ভে (এফএএস), নভেম্বর, ২০২০, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, উপরিবর্ণিত ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাক্সেস সার্ভে (এফএএস) আইএমএফ কর্তৃক ২০২০ সালে প্রকাশিত হলেও তা প্রকৃতপক্ষে ২০১৯ সালের তথ্য-উপাত্ত নির্ভর। বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশের আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানমূহ হতে ব্যাংক শাখার মোট সংখ্যা, এটিএম মেশিন, আমানতকারীর হিসাব (বিশেষ হিসাবসহ), এমএফএস হিসাব, এজেন্ট ব্যাংকিং হিসাব, স্কুল ব্যাংকিং হিসাব ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিত সংগ্রহ করে থাকে। এ প্রেক্ষিতে ২০২০ সালের হালনাগাদ তথ্যও সংগৃহীত হয়েছে, যা সারণি-৩ এ প্রদান করা হলো।

সারণি ৩: বাংলাদেশের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির পরিসংখ্যান

আর্থিক অন্তর্ভুক্তির গুরুত্বপূর্ণ সূচকসমূহ		ডিসেম্বর-২০১৭	ডিসেম্বর-২০১৮	ডিসেম্বর-২০১৯	ডিসেম্বর-২০২০*
ব্যাংকের শাখার সংখ্যা		৯,৯৯৫	১০,২৮১	১০,৫৬৮	১০,৬৭১
এটিএমের সংখ্যা		৯,৫৫২	১০,২৮০	১০,৯২৪	১১,৯২৩
আমানত হিসাবের সংখ্যা (বিশেষ আমানত হিসাবসহ)		৯৬,৪৯৭,৯০৫	৯৭,১১৮,৮১৯	১০৭,৮৯৫,৬৯৯	১১৫,৯৩২,১০৬
ঋণ হিসাব		তথ্য নেই	১০,০৭৬,৩৭২	১০,৩৩১,৮৬৬	১০,৬৬৭,০৩৭
এমএফএস হিসাবের সংখ্যা	পুরুষদের হিসাবের সংখ্যা	তথ্য নেই	৩৫,৯৫৪,৮৮৯	৪০,৩১৪,৭৩৫	৫১,৪৯১,৮৮৮
	নারীদের হিসাবের সংখ্যা	তথ্য নেই	৩১,৫৫৮,৯১০	৩৯,১৮১,৯৩২	৪৭,৬০৪,৪৩০

আর্থিক অন্তর্ভুক্তির গুরুত্বপূর্ণ সূচকসমূহ		ডিসেম্বর-২০১৭	ডিসেম্বর-২০১৮	ডিসেম্বর-২০১৯	ডিসেম্বর-২০২০*
	অন্যান্য হিসাবের সংখ্যা	তথ্য নেই	২,২০৮	১৫৭,০৮১	২৩৯,৮৭১
	মোট হিসাব	৫৮,৭৮৭,৬২৭	৬৭,৫১৬,০০৭	৭৯,৬৫৩,৭৪৮	৯৯,৩৩৬,১৯৮
এজেন্ট ব্যাংকিং হিসাবের সংখ্যা	পুরুষদের হিসাবের সংখ্যা	তথ্য নেই	১,৬১৯,৩৭৫	২,৯৭৭,৫৫৬	৫,২৮২,১৯৭
	নারীদের হিসাবের সংখ্যা	তথ্য নেই	৮০৯,৩৭৬	২,২০৩,৮৫৭	৪,০৭৫,৮৮৩
	অন্যান্য হিসাবের সংখ্যা	তথ্য নেই	২৬,৭২৪	৭৬,৩৫৬	২৮৭,৯৬৯
	মোট হিসাব	১,২১৪,৫৬১	২,৪৫৫,৪৭৫	৫,২৫৭,৭৬৯	৯,৬৪৫,৯৯৯
বিশেষ হিসাবের সংখ্যা	কৃষকদের ১০ টাকা হিসাবের সংখ্যা	তথ্য নেই	৭,৯৬৫,০৩৪	৮,৬২৮,৯৬৪	৯,০৪৭,৭২৪
	সামাজিক সুরক্ষা হিসাবের সংখ্যা	তথ্য নেই	৪,৯০৭,৭২১	৭,১৪১,৮৪২	৯,৩১০,৫৮৬
	হতদরিদ্র হিসাবের সংখ্যা	তথ্য নেই	১,৯৯৭,০০৩	২,২১৬,৫২৭	২,৪৬৭,৬৫৮
	স্কুল ব্যাংকিং হিসাবের সংখ্যা	১,৩১৩,১৫৮	১,৫৯৬,৬০৬	১,৯২৫,৩৬৮	২,৬২০,৩৩৪
	অন্যান্য বিশেষ হিসাবের সংখ্যা	তথ্য নেই	২,২৯০,০২৪	২,৮২৫,৪৬৪	৩,৪২৪,৭৭৩
	মোট হিসাব	১৫,২৩২,৪৯২	১৮,৭৫৬,৩৮৮	২২,৬৬৮,৪৯২	২৬,৮৭১,০৭৫

তথ্য নেইঃ সূচক অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি পাওয়া যায়নি।

*২০২০ সালের জন্য সাময়িক তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে।

মোট ব্যাংকিং ও অন্যান্য হিসাবের সংখ্যার ক্ষেত্রে এক ব্যক্তির একাধিক হিসাব থাকতে পারে।

তথ্য সূত্র : বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৩-এর প্রদর্শিত তথ্য পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ২০১৭ সালের তুলনায় ২০২০ সাল পর্যন্ত সময়ে আমানতকারীর হিসাব (বিশেষ হিসাবসহ), এমএফএস হিসাব, এজেন্ট ব্যাংকিং হিসাবের উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। উপরের তিনটি সারণিতে প্রদর্শিত তথ্য-উপাত্ত সার্বিক বিবেচনায় এ বিষয়টি পরিলক্ষিত হয় যে, ২০১৭ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত সময়ে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও আর্থিক পরিষেবা প্রাপ্তিও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

কোভিড-১৯ অতিমারী ও বাংলাদেশের অর্থনীতির সকল খাতে এর প্রভাবে আর্থিক পরিষেবা বহির্ভূত স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীসমূহকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে অর্জিত অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়েছে। বৈশ্বিক অচলাবস্থা এবং আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে বিঘ্ন ঘটার ফলে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় খাতেই অনেক উদ্যোগ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। এর মধ্যে শহর ও গ্রামীণ উভয় পর্যায়ের ব্যবসায়িক উদ্যোগসমূহ, বিশেষত কৃষি, ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্প (সিএমএসএমই) ও সেবা খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহ উল্লেখযোগ্য। এ অবস্থায় প্রণোদনা ও পুনরুদ্ধার প্যাকেজের মাধ্যমে এ সকল উদ্যোগকে সহায়তা/সহযোগিতা প্রদান অন্য যে কোন সময়ের তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে। সরকার এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় বৃহৎ শিল্প এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগসমূহের জন্য প্রণোদনা ও সহায়তা প্যাকেজ গ্রহণ করেছে,

যা ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া সরকার অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদানের জন্য বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতাও বিস্তৃত করেছে। এসব কর্মসূচি স্বচ্ছতা ও দক্ষতার সাথে বাস্তবায়নের জন্য ডিজিটাল আর্থিক পরিষেবার মাধ্যমগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সবার জন্য আর্থিক সাক্ষরতা নিশ্চিত করা। এসডিজি-এর চতুর্থ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সবার জন্য আর্থিক সাক্ষরতা নিশ্চিত করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। অপর্যাপ্ত আর্থিক সাক্ষরতা বাংলাদেশে অর্থায়ন অভিগম্যতার ক্ষেত্রে একটি প্রধান অন্তরায়। বিশেষত, পল্লী অঞ্চলের মানুষের আর্থিক সাক্ষরতার হার কম হওয়ায় তারা অনেক আর্থিক পরিষেবা বিষয়ে অবগত থাকেন না বিধায় এ সকল পরিষেবার যথাযথ ব্যবহার করার সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছেন। অধিকন্তু, গ্রাহকরা তাদের অধিকার ও সুবিধাসমূহ সম্পর্কে সচেতন নয়। আর্থিক সাক্ষরতা এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। বিভিন্ন বয়স ও শ্রেণির জনগোষ্ঠীকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী নীতিমালা ও উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা আবশ্যক। বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সশরীরে আর্থিক পরিষেবা গ্রহণকে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে, ফলে ডিজিটাল আর্থিক পরিষেবার মাধ্যমে অনলাইন লেনদেন জনপ্রিয় হচ্ছে। ডিজিটাল আর্থিক পরিষেবা বিষয়ক সাক্ষরতার মাধ্যমে জনসাধারণেকে অনলাইনে লেনদেনের বিষয়ে অবহিত করা সম্ভব হবে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে অর্থনীতির গতি পুনরুদ্ধারে একটি সমন্বিত কৌশল হিসেবে জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল (এনএফআইএস)-এর তাৎপর্য অপরিসীম। এ সংকট থেকে সামষ্টিক অর্থনীতির উত্তরণ ও সাম্প্রতিক দশকগুলোতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বিস্তারে অর্জিত সাফল্য ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ একই সূত্রে গাঁথা। এক্ষেত্রে জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল-এর সফল বাস্তবায়ন সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

৪। এক নজরে জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল (এনএফআইএস)

জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল (এনএফআইএস) জাতীয় পর্যায়ে প্রণীত দলিল যা পদ্ধতিগতভাবে একটি দেশের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রসার ত্বরান্বিত করে। দেশের আর্থিক খাতের উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি খাতের অংশীজনদের অংশগ্রহণভিত্তিক সংলাপের মাধ্যমে এটি প্রণীত হয়। এ ধরণের কৌশলপত্রে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির বর্তমান প্রেক্ষাপট ও প্রতিবন্ধকতাসমূহের বিশ্লেষণ, পরিমাপযোগ্য লক্ষ্যমাত্রা ও তা অর্জনের প্রস্তাবিত কৌশল, অগ্রগতি পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের উপায়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে। এ কৌশলপত্রকে মূলত আর্থিক অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যসমূহ অর্জনের উদ্দেশ্যে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের ঐকমত্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত কর্মপন্থার রোডম্যাপ হিসেবে অভিহিত করা যায়, যা সংশ্লিষ্ট অংশীজনরা অনুসরণ করতে পারে। এটি আর্থিক পরিষেবার প্রাপ্যতা এবং ব্যবহারের সুযোগ বিস্তৃত করার ক্ষেত্রে তথ্য-উপাত্ত ভিত্তিক, অগ্রাধিকারমূলক, অধিকতর সক্ষমতাসম্পন্ন সমন্বিত কর্মপন্থা প্রণয়নে সহায়তা করে। সার্বজনীন আর্থিক পরিষেবা প্রাপ্তির সহায়ক ভিত্তি ও চালিকাশক্তিসমূহ চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে এ কৌশলপত্র বিস্তৃত পরিসরে আর্থিক পরিষেবা গ্রহণ ও ব্যবহারের সুযোগ প্রসারিত করতে পারে।

৫। জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল (এনএফআইএস)-এর যৌক্তিকতা

নিয়ন্ত্রক সংস্থাসহ সরকারি বা বেসরকারি কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এককভাবে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির বিস্তার ঘটানো সহজসাধ্য নয়। অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের স্বার্থে টেকসই আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রসারের জন্য সকল অংশীজনদের সহযোগিতামূলক, সমন্বিত ও সুসঙ্গত প্রচেষ্টা এবং উদ্যোগ অপরিহার্য। বাংলাদেশের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অভিযাত্রা হতে উল্লেখযোগ্য শিক্ষনীয় বিষয় হলো- দেশের নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার ও নেতৃত্বের মাধ্যমে এ প্রচেষ্টাকে ফলপ্রসূ করা। এছাড়াও, উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তির ব্যবহার, প্রবিধি ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ভারসাম্যপূর্ণ সহাবস্থান অপরিহার্য। কার্য-সহায়ক বিধিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে উদ্ভাবনের ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান বজায় রাখতে সক্ষম না হলে এর সুফলের ধারাবাহিকতা ব্যহত হওয়ার ঝুঁকি বিদ্যমান। তাই, প্রযুক্তির ব্যবহারের সাথে সাথে সম্পূরক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যক।

ফিনটেক-এর উদ্ভবের সাথে সাথে নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহ, আর্থিক পরিষেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং ভোক্তাদের জন্য সাইবার নিরাপত্তার প্রসঙ্গটি মুখ্য উদ্বেগের বিষয়। পর্যাপ্ত নিরাপত্তা কাঠামোর অভাবে গ্রাহকদের আস্থা হ্রাসের আশংকা রয়েছে, যা যেকোন আর্থিক ব্যবস্থায় চূড়ান্ত বিপর্যয় ঘটাতে পারে। ভোক্তাদের আস্থা অর্জন এবং তা বৃদ্ধির জন্য শক্তিশালী ভোক্তা অধিকার কাঠামো প্রণয়ন ও আইনগত সুরক্ষা নিশ্চিত করা জরুরি। ভোক্তাদের সচেতন করার পাশাপাশি আর্থিক পরিষেবা ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্বশীল করতে আর্থিক শিক্ষা ও আর্থিক সাক্ষরতা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর্থিক সাক্ষরতা কেবলমাত্র সচেতনতা বৃদ্ধি করে না, বরং এটি ব্যক্তি, পরিবার এবং ব্যবসা উদ্যোগ পর্যায়ে আর্থিক পরিষেবার দায়িত্বশীল ব্যবহার বিষয়ক জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে তোলার একটি স্থায়ী ও কার্যকর মাধ্যম।

আর্থিক অবকাঠামোতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগসমূহকে টেকসই করার মাধ্যমে বাংলাদেশের নারী জনগোষ্ঠী ও যুব সম্প্রদায়ের জন্য আর্থিক পরিষেবার প্রাপ্যতা ও ব্যবহার বৃদ্ধি করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে যা বাংলাদেশকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে। এ চলমান যাত্রায় অভীষ্ট অর্জনের লক্ষ্যে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সঠিক কৌশল নির্ধারণ ও কর্মপন্থা প্রণয়ন দেশ ও জনগোষ্ঠী বিবেচনায় ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। ফলে "ওয়ান সাইজ ফিটস ফর অল" তথা সর্বস্তরের সকল জনগোষ্ঠীর জন্য একই কর্মপদ্ধতি অনুসরণীয় নয়। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বিস্তারে বাংলাদেশের নিজস্ব মডেল খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে পরবর্তী চ্যালেঞ্জ হচ্ছে জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল-এর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মুখ্য করণীয়ঃ

- আর্থিক অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে একটি সমন্বিত প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠা;
- গ্রাহক পরিচয় সনাক্তকরণ (কেওয়াইসি) প্রক্রিয়া সহজতর করতে প্রাতিষ্ঠানিক হিসাবের ক্ষেত্রে বায়োমেট্রিক পরিচয়পত্রের ব্যবহার শুরু করা;
- নারী সমাজ ও যুব সমাজের উপযোগী সুনির্দিষ্ট নীতি ও অর্থায়ন উদ্যোগ বাস্তবায়ন;

- পর্যায়ক্রমে সমস্ত ব্যাংক এবং এমএফএস অ্যাকাউন্ট এর মধ্যে আন্তঃহিসাব লেনদেনের সুযোগ চালু করা;
- বীমা এবং পেমেন্ট পরিষেবার প্রসার ও ব্যবহার বৃদ্ধিতে ব্যাংক, বীমা সংস্থা এবং ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক উদ্যোগ উৎসাহিত করা;
- সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের তথ্য বিশ্লেষণী সক্ষমতা এবং ফিনটেক সংক্রান্ত জ্ঞান বৃদ্ধি করা;
- আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে নিরাপদ ও সুরক্ষিত আর্থিক কাঠামোর অংশীদারিত্বমূলক ব্যবহার প্রচলনের মাধ্যমে গ্রাহকদের খরচ হ্রাস করা;
- ভোক্তা সুরক্ষা কাঠামো শক্তিশালীকরণ ও আর্থিক সাক্ষরতা বিস্তারের উদ্যোগসমূহ জোরদার করা;
- নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের তত্ত্বাবধানে বেসরকারি খাত ও আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন চর্চাকে সুসংহত করা;
- আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো ও চর্চা শক্তিশালীকরণ;
- নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের নিজ নিজ নিয়ন্ত্রণ ও সুশাসন সক্ষমতা বিষয়ে নিয়মিত পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন নিশ্চিত করা।

৬। জাতীয় পরিকল্পনাসমূহ এবং জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল (এনএফআইএস)

এ কৌশলপত্রটি নিম্নোক্ত জাতীয় পরিকল্পনা ও কৌশলসমূহের উদ্দেশ্য এবং অগ্রাধিকারসমূহ বিবেচনায় (তবে শুধুমাত্র এগুলোতেই সীমাবদ্ধ নয়) প্রণীত হয়েছে:

১। বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১
২। বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১
৩। বাংলাদেশ ব-দ্বীপ (ডেল্টা) পরিকল্পনা ২১০০
৪। জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশল ২০১০-২০২১
৫। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
৬। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১
৭। জাতীয় যুবনীতি ২০১৭
৮। জাতীয় শিশু নীতি ২০১১
৯। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল ২০১৫
১০। জাতীয় শিল্প নীতি ২০১৬
১১। জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮
১২। জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতি ২০১৮
১৩। জাতীয় ডিজিটাল বাণিজ্য নীতি ২০১৮
১৪। তথ্য নিরাপত্তা পলিসি গাইডলাইন ২০১৫
১৫। জাতীয় ব্লকচেইন কৌশল-বাংলাদেশ ২০২০

১৬। জাতীয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কৌশল-বাংলাদেশ ২০২০
১৭। জাতীয় ইন্টারনেট অফ থিংস কৌশল-বাংলাদেশ ২০২০

৭। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে এনএফআইএস-এর প্রভাব

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অভিযাত্রায় বাংলাদেশ ২০১৫ সালে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সুসম্পন্ন করেছে। ২০৩০ কর্মসূচির প্রত্যেকটি অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহকে সুনির্দিষ্টভাবে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে এসডিজি এর সংশ্লিষ্ট অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহের সাথে এ কৌশলপত্রকে নিম্নরূপে সমন্বিত করা হয়েছেঃ

সারণি-৪: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে এনএফআইএস এর প্রভাব

অভীষ্ট	লক্ষ্যমাত্রা	প্রভাব
1 NO POVERTY	১.১, ১.৩, ১.৪, ১.৫, ১খ	➢ দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সরকারের পরিকল্পনাকে সহায়তাকরণ ➢ আয়ের উৎসমূহের নির্ভরযোগ্য উন্নয়ন ও তরান্বিতকরণ
2 ZERO HUNGER	২.৩, ২.৪, ২খ, ২গ	➢ সঠিক অর্থায়নের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনশীলতার উন্নয়ন এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সমৃদ্ধকরণ
3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING	৩গ	➢ শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং ইউটিলিটি সেবাসমূহের পরিশোধ সক্ষমতার বৃদ্ধিকরণ
4 QUALITY EDUCATION	৪.১, ৪.৪, ৪.৬	➢ সবার জন্য আর্থিক স্বাক্ষরতা এবং নারী ও যুবাদের দক্ষতার উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ
5 GENDER EQUALITY	৫.১, ৫ক	➢ ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক অর্থায়নে অধিকতর নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন
6 CLEAN WATER AND SANITATION	৬.৩, ৬.৪	➢ নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন এবং পানি-ব্যবহার দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক অর্থায়ন
7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY	৭.২, ৭.৩, ৭ক	➢ নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক অর্থায়ন
8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH	৮.১, ৮.২, ৮.৩, ৮.৪, ৮.৫, ৮.৯, ৮.১০	➢ আর্থিক খাত এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের শক্তিশালীকরণ এবং লেনদেনের দক্ষতার উন্নয়ন ➢ তারল্য ব্যবস্থাপনা, ঋণ প্রাপ্তি ও বিনিয়োগের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আমানত জোগান ও অর্থনৈতিক অভিঘাত হ্রাসে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তাকরণ
9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE	৯.২, ৯.৩, ৯.৪	➢ আর্থিক ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য ব্যাংক খাতের অর্থায়ন প্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিতকরণ ➢ ঋণ এবং বীমা বাজারের ত্রুটিসমূহ চিহ্নিতকরণ ➢ নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য মূলধন জোগান
10 REDUCED INEQUALITIES	১০.১, ১০.২, ১০.৫, ১০গ	➢ অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নের প্রসার
11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES	১১.১, ১১.২, ১১.৩	➢ সাশ্রয়ী বাসস্থান, নিরাপদ পরিবহন এবং অভিঘাতসহনশীল নগর প্রতিষ্ঠায় অর্থায়ন

অভীষ্ট	লক্ষ্যমাত্রা	প্রভাব
13 CLIMATE ACTION	১৩.১, ১৩.২, ১৩ক	➢ পরিবেশগত ঝুঁকি মোকাবেলায় অভিঘাতসহনশীলতা বৃদ্ধি ➢ টেকসই পরিবেশ উন্নয়নে পরিবেশবান্ধব অর্থায়নের প্রসার
16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS	১৬.৪, ১৬.৫	➢ অবৈধ অর্থায়ন রোধ এবং অ্যান্টি-মানি লন্ডারিংয়ের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমে অর্থ প্রবাহের প্রতিরোধকরণ
17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS	১৭.১৪, ১৭,১৭, ১৭.১৮, ১৭.১৯	➢ কার্যকর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের জন্য নীতিমালাসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন ➢ আয়, লিঙ্গ, বয়স, ভৌগোলিক অবস্থান এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সম্বলিত মানসম্পন্ন, সময়োপযোগী এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহকরণ

৮। বাংলাদেশে আর্থিক পরিষেবা প্রদানের সার্বিক চিত্র

বাংলাদেশের আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ন্ত্রণের ধরন অনুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

১. রেগুলেটেডঃ সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বীমা কোম্পানি, পুঁজি বাজারের মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান যেমন: ব্রোকারেজ হাউজ, মার্চেন্ট ব্যাংক ইত্যাদি এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ এ শ্রেণির আওতাভুক্ত।

২. আংশিক রেগুলেটেডঃ আইন বা সরকারি সংস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কিংবা অন্য কোন আর্থিক নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার অধিভুক্ত নয় এমন প্রতিষ্ঠানসমূহকে আংশিক রেগুলেটেড প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা যায়। মূলত বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেমন: বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন, বাংলাদেশ মিউনিসিপাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড, পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন, সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন, 'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্প ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া, সমবায় সমিতি, এনজিও এবং সরকারের অন্যান্য প্রকল্পসমূহকেও আংশিক রেগুলেটেড আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী হিসেবে গণ্য করা হয়।

৩. নন-রেগুলেটেডঃ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী কিন্তু যথাযথ নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর নিয়ন্ত্রণের বা তদারকির অন্তর্ভুক্ত নয় এমন প্রতিষ্ঠানসমূহ এ শ্রেণিতে পরিগণিত হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক গঠন অনুযায়ী আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিম্নরূপে বিবেচনা করা যায়ঃ

১. নিয়ন্ত্রক সংস্থাঃ

১.১. বাংলাদেশ ব্যাংকঃ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রানীতি প্রণয়নের প্রধান সংস্থা। এটি বাংলাদেশে কার্যরত বাণিজ্যিক ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করে। এছাড়া, সরকারের পক্ষে রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা, অর্থ

বাজার ও বৈদেশিক মুদ্রা বাজার, মুদ্রা ব্যবস্থাপনা এবং পেমেন্ট সিস্টেম-এর তত্ত্বাবধানের মূখ্য দায়িত্ব পালন করে। সর্বোপরি, বাংলাদেশ ব্যাংক জাতীয় আর্থিক ব্যবস্থার প্রধান সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করে।

১.১.১. বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)ঃ বাংলাদেশে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসবাদ কার্যক্রমে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে।

১.২. বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষঃ বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে কাজ করে।

১.৩. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনঃ বিনিয়োগ কোম্পানি, সম্পদ ও তহবিল ব্যবস্থাপনা কোম্পানি, মার্চেন্ট ব্যাংক এবং পুঁজি বাজারের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানকারী মূল সংস্থা।

১.৪. মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটিঃ ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে কাজ করে।

২. সরকারের অন্যান্য সংস্থাঃ আর্থিক পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আর্থিক নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন সংস্থাও গুরুত্বপূর্ণ সম্পূরক ভূমিকা পালন করে। এরূপ কতিপয় সংস্থার মধ্যে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, সমবায় অধিদপ্তর, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন এবং বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) নিবন্ধন বিভাগ অন্যতম।

৩. আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহঃ

বাংলাদেশে নিবন্ধিত বাণিজ্যিক ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান বিস্তৃত পরিসরে নানাবিধ আর্থিক পরিষেবা প্রদান করছে। এছাড়া, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ এর ডাক ব্যাংক, ডাক জীবন বীমা, ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার সার্ভিস, পোস্টাল ক্যাশকার্ড, নগদ, ডাক টাকা ও সঞ্চয়পত্র ইত্যাদি পরিষেবাসমূহ জাতীয় আর্থিক কর্মসূচি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

৪. পেমেন্ট সার্ভিস/ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রোভাইডার্সঃ

ফিনটেক-এর এই যুগে ব্যাংকের পৃষ্ঠপোষকতায় ডিজিটাল আর্থিক পরিষেবা প্রদানের পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাংক ছাড়া দেশের অন্যান্য পেমেন্ট সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহও নতুন ধরনের আর্থিক পরিষেবা প্রদান করছে। পেমেন্ট ইকোসিস্টেমে ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস অপারেটর এবং নন-ব্যাংক পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার এর চাহিদা ও অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৫. সাপোর্ট সার্ভিস প্রোভাইডারঃ ফিনটেক এর নিত্য নতুন উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের ফলে তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক আর্থিক পরিষেবা প্রদানের পরিসীমা বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে ডিজিটাল আর্থিক পরিষেবার প্রসারে বিভিন্ন পেমেন্ট টেকনোলজি, ফিনটেক কোম্পানি, মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর এবং ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারদের তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রয়েছে।

৬. আর্থিক বাজারঃ মানি মার্কেট, পুঁজিবাজার এবং বৈদেশিক মুদ্রা বাজার এর সমন্বয়ে বাংলাদেশের আর্থিক বাজার গঠিত।

সারণি -৫: বাংলাদেশে আর্থিক পরিষেবা প্রদানের চিত্র

আর্থিক মধ্যস্থতাকারী/আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী	আর্থিক পরিষেবা					
	সঞ্চয়	ঋণ	পেমেন্ট	বীমা	পুঁজিবাজার এর ইনস্ট্রুমেন্টসমূহ	সরকারি ইনস্ট্রুমেন্টসমূহ
ব্যাংক	✡	✡	✡			✡
নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান (এনবিএফআই)	✡	✡				
ক্ষুদ্রঋণ সংস্থা (এমএফআই)	✡	✡				
মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) প্রদানকারী সংস্থা	✡		✡			
সমবায় সমিতি	✡	✡				
বীমা কোম্পানি				✡		
বাংলাদেশ ডাক বিভাগ	✡		✡	✡		✡
বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান		✡				
পুঁজিবাজারের মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান এবং ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক					✡	
সরকারি ইনস্ট্রুমেন্ট						✡

আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে ব্যাংকিং খাতের ভূমিকাঃ

বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অভিযাত্রা দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক তথা বাংলাদেশ ব্যাংক-এর নেতৃত্বে এগিয়ে চলেছে, যা গত দশকে অধিকতর জোরদার হয়েছে। এ অভিযাত্রায় বাংলাদেশ ব্যাংক 'ত্রিমাত্রিক' কর্মপন্থা অনুসরণ করছে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রসারে বাংলাদেশ ব্যাংক-এর পরস্পর আন্তঃসম্পর্কিত উদ্যোগসমূহের নিম্নলিখিত আঙ্গিকসমূহ বিবেচ্যঃ

❖ অন্তর্ভুক্তিমূলক মুদ্রানীতিঃ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি প্রসারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক অন্তর্ভুক্তিমূলক মুদ্রানীতি প্রণয়ন করছে। বাংলাদেশ ব্যাংক বছরে একবার মুদ্রানীতি প্রণয়ন করে যা ষান্মাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা হয়। মুদ্রানীতির মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অবস্থানকে প্রতিফলিত করে। অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় পর্যায়ের অংশীজনদের সুচিন্তিত মতামত, পর্যালোচনা ও দৃষ্টিভঙ্গির আত্মীকরণের মাধ্যমে এটি প্রণয়ন করা হয়। অর্ন্তভুক্তিমূলক অর্থায়নের বিস্তারের লক্ষ্যে

মুদ্রানীতিতে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়, বিশেষত কৃষি, মাইক্রো ও কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং সবুজ অর্থায়ন এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

❖ অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নঃ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য হ্রাস এবং পরিবেশ সংরক্ষণে কৃষি, ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটিরশিল্প এবং পরিবেশবান্ধব অর্থায়নকে অগ্রাধিকারমূলক খাত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এসব খাতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত চিত্র নিম্নরূপ:

- কৃষি খাতে অর্থায়ন
  - ১১০ টিরও অধিক ফসল উৎপাদনের জন্য ঋণ সুবিধা প্রদানের নিমিত্তে বাৎসরিক সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়;
  - বর্গাচাষি, দুগ্ধ উৎপাদন, কৃত্রিম প্রজনন এবং পাট উৎপাদনের জন্য ১০০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে;
  - ভুট্টা, ডাল, তেলবীজ এবং মশলা উৎপাদনের জন্য নিম্নসুদে (৪%) ঋণ দান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে;
  - কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ও কৃষি খাতের উদ্যোক্তাদের সহায়তায় পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে;
  - নারী, আদিবাসী ও উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষকদের জন্য নিম্নসুদে ঋণদানের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে; এবং
  - অঞ্চল ভিত্তিক কৌশল, চুক্তিভিত্তিক চাষ এবং শস্যাবর্তন ভিত্তিক ঋণসীমা প্রচলন।
- কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অর্থায়ন
  - ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটিরশিল্প খাতে বিতরণকৃত ঋণের সর্বনিম্ন লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে বিতরণকৃত মোট ঋণের ২৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে;
  - ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটিরশিল্প খাতে ঋণের অন্তত ১৫ শতাংশ নারী উদ্যোক্তাদের প্রদান করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
  - কোভডি-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটিরশিল্প (সিএমএসএমই) উদ্যোক্তাদের জন্য গঠিত পুনঃঅর্থায়ন তহবিল বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;
  - ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে ব্যাংকিং এবং ব্যবসা সংক্রান্ত পরামর্শমূলক সেবা প্রদান করা হয়েছে;
  - সকল ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নারী উদ্যোক্তাদের সহযোগিতার জন্য 'হেল্প ডেস্ক' স্থাপন করা হয়েছে;

- অঞ্চল ভিত্তিক ও ক্লাস্টার ভিত্তিক অর্থায়ন চালু করা হয়েছে;
- বিশেষায়িত দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে; এবং
- ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটিরশিল্পের জন্য ১০০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিম চালু করা হয়েছে।

○ টেকসই অর্থায়ন

- পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন এবং সাসটেইনেবল লিংকড ফাইন্যান্সকে (টেকসই সিএমএসএমই, টেকসই কৃষি, সামাজিক দায়বদ্ধ অর্থায়ন) অন্তর্ভুক্ত করে টেকসই অর্থায়ন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে;
- পরিবেশবান্ধব অর্থায়নের জন্য ১১টি খাতের আওতায় ৬৪ টি পরিবেশবান্ধব পণ্যের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রদান করা হয়েছে;
- টেকসই অর্থায়ন নীতিমালায় নতুন পণ্য উদ্ভাবনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে; এবং
- ৪টি স্কিমের মাধ্যমে দেশি ও বিদেশি মুদ্রায় এ খাতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা চালু করা হয়েছে।

❖ উদ্ভাবনী পণ্য /পরিষেবাঃ ব্যাংকিং সেবার আওতার বাইরে থাকা জনগোষ্ঠীকে ঋণ সুবিধা প্রদানে আর্থিক পণ্য ও পরিষেবা উদ্ভাবনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে নিম্নলিখিত নীতি সহায়তা ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের পদক্ষেপসমূহ গৃহীত হয়েছে-

○ ব্যাংকিং সুবিধা বহির্ভূত কৃষকসহ আরও ১২ শ্রেণির জনগোষ্ঠীর জন্য নো-ফ্রিল (১০ টাকা) হিসাব খোলার কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে;

○ প্রতিবন্ধীদের ব্যাংকিং পরিষেবার আওতায় আনা হয়েছে;

○ স্কুল ব্যাংকিং চালু করা হয়েছে;

○ দরিদ্র ও পথশিশুদের ব্যাংকিং সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে;

○ নো-ফ্রিল হিসাবধারীদের জন্যে পুনঃঅর্থায়ন সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে;

○ বাংলাদেশের ১১১টি ছিটমহলের বাসিন্দাদের জন্যে ব্যাংকিং পরিষেবা চালু করা হয়েছে;

○ তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের ব্যাংকিং সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে; এবং

○ ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতায় আর্থিক অন্তর্ভুক্তির বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

- পরিষেবা প্রদান পদ্ধতির বহুমাত্রিকীকরণঃ প্রত্যন্ত গ্রামীণ অঞ্চলে বসবাসরত সীমিত আর্থিক পরিষেবাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর নিকট ঋণ সুবিধা পৌছে দিতে নিম্নলিখিত উদ্যোগসমূহের মাধ্যমে বহুমুখী পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছেঃ
  - ব্যাংকের ৫০ শতাংশ শাখা গ্রামাঞ্চলে প্রতিষ্ঠার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে;
  - ২০১৩ সাল থেকে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করা হয়েছে;
  - অনলাইন ব্যাংকিং, ইন্টারনেট ব্যাংকিং এবং অ্যাপভিত্তিক ব্যাংকিং এর প্রবর্তন করা হয়েছে; এবং
  - সহজলভ্য ও দ্রুততম সময়ে ঋণ ও রেমিট্যান্স বিতরণের জন্য ব্যাংকের পাশাপাশি এনজিও-ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থাসমূহকে যুক্তকরণের উদ্যোগ চলমান রয়েছে।
- ডিজিটাল আর্থিক পরিষেবা (ডিএফএস) ও ফিনটেকঃ ২০১০ সাল থেকে দেশের ক্লিয়ারিং সিস্টেম সম্পূর্ণ অটোমেটেড করা হয়েছে; ব্যাংকসমূহে কোর ব্যাংকিং সলিউশন চালু হওয়ায় নগদ লেনদেন হ্রাস পাচ্ছে এবং কার্ডভিত্তিক ও অন্যান্য অটোমেটেড লেনদেন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের ডিজিটাল পেমেন্ট পদ্ধতি কার্যকর ও সুলভ করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছেঃ
  - বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ চালুকরণ;
  - ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (ইএফটি) প্রবর্তন এর মাধ্যমে বেতন-ভাতা পরিশোধ, রেমিটেন্স কোম্পানির লভ্যাংশ প্রদান, অবসর ভাতা, খরচাদি পরিশোধ, বিল পরিশোধ, কর্পোরেট লেনদেন, কর প্রদান, সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা পারসন টু পারসন পেমেন্ট ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক লেনদেন সম্পাদন ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে;
  - ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ চালুর মাধ্যমে এটিএম, পয়েন্ট অব সেল ও ইন্টারনেট ব্যাংকিং এর মধ্যে আন্তঃলেনদেন সহজতর করা হয়েছে;
  - ২০২১ সালের মধ্যে ব্যাংকের সকল শাখাসমূহকে রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট (আরটিজিএস) এর আওতায় নিয়ে আসার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
  - ই-ওয়ালেট ভিত্তিক পেমেন্ট সার্ভিস চালু করা হয়েছে;
  - ফিনটেক প্রযুক্তি, যেমন-কিউআর-কোড এবং এনএফসি এর মাধ্যমে লেনদেন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে;
  - ২০২১ সালের মধ্যে জিটুপি এবং পিটুজি পেমেন্ট প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
  - মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস) এর মাধ্যমে আন্তঃলেনদেন সুবিধা প্রর্বতনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
  - ২০১৯ সালে রেগুলেটরি ফিনটেক ফ্যাসিলিটেশন অফিস (আরএফএফও) স্থাপন করা হয়েছে; এবং

- ২০২০ সালে একটি ব্যাংক একটি এমএফএস অপারেটরের সহায়তায় ডিজিটাল ক্রেডিটের পাইলটিং শুরু করেছে।

ডিজিটাল আর্থিক পরিষেবার বৈপ্লবিক পদক্ষেপ

মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসঃ প্রত্যন্ত, দরিদ্র ও ব্যাংকিং সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে মোবাইল ভিত্তিক আর্থিক পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদশে ব্যাংক কর্তৃক ২০১১ সালে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। এক্ষেত্রে ব্যাংক লেড এমএফএস মডেল অনুসরণ করা হয়েছে। ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে রেমিট্যান্স বিতরণ, ক্যাশ ইন/ক্যাশ আউট সুবিধা প্রদান, পি-টু-পি, বি-টু-পি, জি-টু-পি এবং পি-টু-জি ইত্যাদি পেমেন্ট সুবিধা প্রদান করা যায়। এমএফএস এজেন্টগণ প্রান্তিক পর্যায়ে ডেলিভারি চ্যানেল হিসবে কাজ করে এবং গ্রাহকদের নিবন্ধন, ক্যাশ ইন ও ক্যাশ আউট পরিষেবা প্রদান করে।	*এজেন্ট ব্যাংকিং ঃ আর্থিক খাতের অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে আধুনিক ব্যাংকিং পরিষেবার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এজেন্ট ব্যাংকিং সংক্রান্ত একটি গাইডলাইন্স প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত গাইডলাইন্স প্রণয়নের মাধ্যমে ব্যাংকসমূহ মার্চেন্ট, বিভিন্ন টেলিকম কোম্পানি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে এজেন্ট পয়েন্ট ব্যবহার করে অপেক্ষাকৃত কম পরিচালন ব্যয়ে ও দ্রুততম সময়ে গ্রাহকদের আর্থিক পরিষেবা প্রদান করতে পারে।*

❖ *ভোক্তা সুরক্ষা এবং আর্থিক সাক্ষরতাঃ* টেকসই ও জবাবদিহিতামূলক আর্থিক অর্ন্তভুক্তি বাস্তবায়নের জন্য ভোক্তা সুরক্ষা এবং আর্থিক সাক্ষরতা নিশ্চিত করা জরুরি। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করেছেঃ

- গ্রাহক পর্যায়ে আর্থিক পরিষেবা সংক্রান্ত যেকোন সমস্যা সমাধানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে ‘গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্র’ স্থাপন করা হয়েছে। গ্রাহকগণ উক্ত অফিসের হটলাইন নাম্বার, ইমেইল, ফ্যাক্স কিংবা যেকোন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন মাধ্যমে আর্থিক পরিষেবা সংক্রান্ত যেকোন অভিযোগ উপস্থাপন এবং অভিযোগের ধরন অনুযায়ী তাৎক্ষণিক সমাধান গ্রহণ করতে পারবেন;
- ভোক্তাদের অভিযোগ ব্যবস্থাপনার জন্যে ব্যাংকসমূহের জন্য সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে;
- ব্যাংকসমূহে তিন স্তর বিশিষ্ট অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে;
- আর্থিক সাক্ষরতা প্রসারে দেশব্যাপী স্কুল ব্যাংকিং ক্যাম্পেইন চালু করা হয়েছে;
- এমএফএস এবং এজেন্ট ব্যাংকিং এর এজেন্টদের আর্থিক সাক্ষরতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে; এবং
- নারী উদ্যোক্তাদের আর্থিক সাক্ষরতা বৃদ্ধিকল্পে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

- *মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণঃ* দেশের আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে তাদের নিজস্ব নীতিমালার আলোকে নীতি ও কর্মসূচি কার্যক্রম নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে-
  - ২০১২ সালে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) নামে একটি স্বাধীন কার্যক্রম গোয়েন্দা ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হয়, যা এগমন্ট গ্রুপের একটি সদস্য;
  - ব্যাংক, অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বীমা কোম্পানি, ক্ষুদ্রঋণ সংস্থা, পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, এনজিও/এনপিও, মানি চেঞ্জার, কুরিয়ার সার্ভিস, পোস্টাল রেমিটেন্স ইত্যাদি সকল প্রতিষ্ঠানকে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমে অর্থায়ন প্রতিরোধ কাযক্রম এর বিদ্যমান আইন ও বিধিমালার আওতায় আনা হয়েছে;
  - এমএফএস'র মাধ্যমে অবৈধ অর্থ প্রবাহ প্রতিরোধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;
  - এফএটিএফ মানদন্ডের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমে অর্থায়ন প্রতিরোধ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে; এবং
  - ই-কেওয়াইসি সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।
- *ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণঃ* 'ঋণ বুদবুদ' (credit bubble) এর উদ্ভব রোধ করতে, আর্থিক স্থিতিশীলতাকে সুরক্ষিত করতে এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগসমূহ টেকসই করে তুলতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছেঃ
  - যথাসময়ে ব্যাসেল-২ এবং ব্যাসেল-৩ বাস্তবায়ন;
  - ব্যাসেল মানের চেয়ে অধিক হারে ব্যাংকের ন্যূনতম মূলধন পর্যাপ্ততার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে;
  - ব্যাংকের তারল্য ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে; এবং
  - প্রতিটি ব্যাংকের জন্য পৃথক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ও ঝুঁকি-ভিত্তিক তত্ত্বাবধান কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে।

করোনা ভাইরাস অতিমারীকালীন বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা এবং পেমেন্ট সিস্টেমসঃ

করোনাভাইরাস অতিমারী সারাবিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশেই আর্থ-সামাজিকভাবে বিরূপ প্রভাব ফেলে। এই সময়ে দীর্ঘমেয়াদি লকডাউনের কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক স্থবিরতা ও অনেক ক্ষেত্রে প্রচলিত দৈনিক ভিত্তিক ব্যবসায়িক কর্মকান্ড বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণ জীবিকা নির্বাহে বিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। উপরন্তু এ সময়ে সাধারণ জনগণের পক্ষে নিরাপদে ঘরের অভ্যন্তরে থেকে বিভিন্ন পেমেন্ট এবং আর্থিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করা কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। এ পরিস্থিতিতে, ব্যবসায়ী ও সাধারণ জনগণ যাতে সহজ এবং স্বল্পব্যয়ে আর্থিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে তা নিশ্চিত করা দেশের অর্থনীতি ও সাধারণ জনগণের জন্য জরুরি বিষয়ে পরিণত হয়। ডিজিটাল পেমেন্ট এবং অটোমেটেড ঋণ সুবিধার অবকাঠামো দেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে সচল রাখার ক্ষেত্রে এ-সময়ে বিশ্বব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকও এ সময়ে নিরাপদ ও স্বচ্ছ ডিজিটাল পেমেন্ট পদ্ধতির বহুল ব্যবহার নিশ্চিত করত দেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে গতিশীল রাখার ব্যাপারে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে।

খাদ্য, জরুরি ওষুধ ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য পেমেন্ট ইকোসিস্টেমে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনয়ন করে ক্ষুদ্র বিক্রেতাগণকে স্বল্প ব্যয়ে তাদের ব্যক্তিগত ব্যাংক/এমএফএস হিসাবে পেমেন্ট গ্রহণ ও ব্যবসায়িক লেনদেন করার সুযোগ প্রদান করা হয়। একইসাথে মোবাইল লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যয় হ্রাস ও বর্ধিত লিমিট সুবিধা প্রদান করা হয়। এছাড়া স্পর্শবিহীন (contactless) পেমেন্টের সর্বোচ্চ সীমা বৃদ্ধি করা হয়। রপ্তানিমুখী শিল্পে কর্মরত কর্মচারীদের জীবিকা অব্যাহত রাখতে শিল্পমালিকদের সহজশর্তে ঋণ প্রদান করা হয় যা এমএফএস পরিষেবা ব্যবহার করে সরকারি হিসাব হতে কোনরূপ মধ্যপক্ষের অংশগ্রহণ ব্যতীত সুবিধাভোগী কর্মচারীদের এমএফএস হিসাবে প্রেরণ করা হয়। এতদুদ্দেশ্যে এমএফএস পরিষেবাকে জরুরি সেবা হিসেবে ঘোষণাপূর্বক কর্মচারীদের হিসাব খোলার সুবিধা প্রদান করা হয়। এ সময় ২২ লক্ষ নতুন হিসাব খোলা হয় যার মাধ্যমে এ শিল্পে কর্মরত ৪৫ লক্ষ (যাদের অধিকাংশ নারী) কর্মচারীর মধ্যে ৩৮ লক্ষ কর্মচারীকে ডিজিটাল পেমেন্ট ইকোসিস্টেমে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এ সকল বেতনভাতা ক্যাশ আউটের ক্ষেত্রে চার্জ ১.৮৫% হতে কমিয়ে ০.৮% নির্ধারণ করা হয়। করোনা অতিমারীর সময় লকডাউনের কারণে প্রান্তিক পেশা সাময়িকভাবে স্থগিত থাকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এরূপ ৫০ লক্ষ পরিবারকে অর্থ সহায়তা প্রদান করেন। দ্রুততম সময়ে এমএফএস প্রোভাইডার/ব্যাংকের মাধ্যমে প্রয়োজনে নতুন হিসাব খুলে সরকারি অর্থ সহায়তার এ অর্থ সরাসরি সুবিধাভোগীর মোবাইল হিসাবে সফলভাবে বিতরণ করা হয়। একই সময়ে, জরুরি সেবা, চিকিৎসা সেবা, সামাজিক সুরক্ষা ভাতা পরিশোধ এবং সরকারি পরিশোধসমূহ সাধারণ ছুটিকালীন সময়েও নিরবচ্ছিন্ন রাখার জন্য আন্তঃব্যাংক চেক ক্লিয়ারিং ও ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ (বিএসিএইচ) চালু রাখা হয়। একইসাথে সকল ক্যাশ পয়েন্টে তারল্য সরবরাহ এবং জরুরি সেবা

নিরবিচ্ছিন্ন রাখতে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনায় সকল ব্যাংক কর্তৃক তাদের 'স্পর্শকাতর সেবা ব্যবস্থাপনা' (Critical Service Management) এবং 'বিজনেস কনটিনিউটি প্ল্যান' প্রস্তুত ও কার্যকর করা হয়।

অতিমারীকালীন সাধারণ ছুটি চলাকালে দ্রুত বিভিন্ন সহায়তার অর্থ সরাসরি সুবিধাভোগীর নিজস্ব হিসাবে পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্লাটফর্ম, নীতিগত সহায়তা ও দিকনির্দেশনা এবং সুপারভিশন কার্যক্রম দেশের অর্থনীতিকে চলমান রাখার পাশাপাশি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবিকা বজায় রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে সরকারি উদ্যোগে অর্থ প্রেরণের উদাহরণ ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেমসমূহের উপর জনগণের আস্থা আনয়ন করেছে। এর ফলস্বরূপ উক্ত সাধারণ ছুটিকালীন সময়ে ই-কমার্স, ইন্টারনেট ব্যাংকিং এবং মোবাইল ওয়ালেট-এর বিভিন্ন পরিষেবায় জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, সাধারণ ছুটি সমাপ্ত হওয়ার পর কয়েকমাস অতিবাহিত হলেও বিভিন্ন ডিজিটাল পেমেন্ট প্লাটফর্ম, ই-কমার্স, এম-কমার্স এবং এফ-কমার্স খাতে জনসাধারণের অংশগ্রহণ অতিমারী শুরুর পূর্বের তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। ফলশ্রুতিতে দেশের ক্যাশলেস লেনদেনে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়, নতুন ব্যাংক/এমএফএস হিসাব খোলা হয় ও নতুন ধরনের আর্থিক পরিষেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে জনগণের আগ্রহ বৃদ্ধি পায় যা স্বয়ংক্রিয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে নতুন মাত্রা যোগ করে। একইসাথে বিভিন্ন ফিনটেক পরিষেবা প্রচলনের জন্য ব্যক্তিখাত হতে বাজার কেন্দ্রীক বিভিন্ন উদ্যোগ ও প্রস্তাবনা উপস্থাপিত হচ্ছে যা প্রমাণ করে যে বাজারে এ ধরণের ফিনটেক পরিষেবা গ্রহণের জন্য যথেষ্ট চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে। বর্ণিত পরিস্থিতিতে, কোভিড-১৯ অতিমারীর ফলশ্রুতিতে অন্যান্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেলেও ডিজিটাল লেনদেনে ক্ষেত্রে একটি লক্ষণীয় ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং আস্থার মাধ্যমে ডিজিটাল পেমেন্ট ও আর্থিক কর্মকান্ড দেশের অর্থনীতিকে আরও গতিশীল ও ঘাতসহণশীল করে তুলবে বলে আশা করা যায়।

বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন ব্যবস্থার আওতায় আইটি খাতের ফ্রিল্যান্সারদের জন্য প্রযোজ্য বিধিবিধান

সেবাখাত বিশেষতঃ আইটিখাতের ক্ষুদ্র অংকের আয় সহজে প্রত্যাবাসনের সুবিধার্থে ২০১১ সালে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। উক্ত নীতিমালার আওতায় এদেশের ব্যাংক বিদেশি অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে সার্ভিস প্রোভাইডার (ওপিজিএসপি) এর মাধ্যমে ফ্রিল্যান্সারসহ অন্যান্য সেবা প্রদানকারীর আয় প্রত্যাবাসন করতে পারে। ২০১৯ সালে ওপিজিএসপি এর মাধ্যমে প্রতি লেনদেন সীমা মাঃডঃ ১০,০০০ এ নির্ধারণ করা হয়।

ফ্রিল্যান্সারদের আয় আন্তর্জাতিক কার্ডের মাধ্যমে প্রত্যাবাসনের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ইতোমধ্যে আইসিটি ডিভিশন কর্তৃক ফ্রিল্যান্সারদের জন্য প্রত্যয়নপত্র ইস্যুর মাধ্যমে স্বীকৃতি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক কর্তৃক দ্বৈত মুদ্রায় ইস্যুকৃত কার্ডের মাধ্যমে এ সুবিধা গ্রহণ করার সুযোগ

রয়েছে[৫]। প্রত্যাবাসিত আয় হতে রপ্তানিকারকের রিটেনশন কোটা হিসাবে সংরক্ষণযোগ্য অর্থ আন্তর্জাতিক কার্ডের বৈদেশিক মুদ্রা ইউনিটে জমা করা যায় এবং উক্ত বৈদেশিক মুদ্রা স্থিতি হতে ব্যবসায়িক ভ্রমণসহ অনুমোদিত বৈদেশিক ব্যয় নির্বাহ করা যায়। আন্তর্জাতিক কার্ডের মাধ্যমে মাঃডঃ ৩০০ পর্যন্ত ফ্রিল্যান্সারদের অনুকূলে অনুমোদিত বৈদেশিক ব্যয় বিদেশে প্রেরণের সুবিধা প্রদান করা হয়[৬]। উক্ত সীমা ২০১৯ সালে মাঃডঃ ৫০০ এ উন্নীত করাসহ ওপিজিএসপি এর মাধ্যমে বহিঃরেমিটেন্স সুবিধা প্রদান করা হয়।

আইটি সেবার বিপরীতে অর্জিত আয়ের ৭০% বৈদেশিক মুদ্রায় ইআরকিউ হিসাবে সংরক্ষণ করা যায়[৭]। উক্ত সুবিধা ফ্রিল্যান্সারদের অর্জিত আয়ের বিপরীতেও প্রযোজ্য। ইআরকিউ হিসাবের স্থিতি হতে অনুমোদিত চলতি প্রকৃতির ব্যয় বিদেশে প্রেরণসহ উক্ত হিসাবের বিপরীতে আন্তর্জাতিক কার্ড ইস্যুর সুবিধা রয়েছে। এছাড়া ২০১৯ সাল হতে ইআরকিউ হিসাবের স্থিতির বিপরীতে ফ্রিল্যান্সারদের অনুমোদিত ব্যবসায়িক ব্যয় ওপিজিএসপি এর মাধ্যমেও প্রদান করা যায়। অর্থবছর ২০১৯-২০২০ এ ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে ফ্রিল্যান্সিংসহ আইটি সেবার বিপরীতে মাঃডঃ ২৬৫.২২ মিলিয়ন বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাঃ

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি ও ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ

দেশে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের (এমএফআই) শাখা এবং সক্রিয় সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ক্ষুদ্রঋণ খাতের দ্রুত প্রসার ঘটছে। এ খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ন এবং কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ২০০৬ সালে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) প্রতিষ্ঠা করা হয়। ব্যাংকসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতার কারণে প্রত্যন্ত এলাকায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে আর্থিক পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে।

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে অর্থায়নের উল্লেখযোগ্য উৎসসমূহের মধ্যে রয়েছে – গ্রাহকদের সঞ্চয়, প্রতিষ্ঠানের ক্রমবর্ধমান উদ্বৃত্ত (মুনাফা), পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর মত প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে প্রাপ্ত স্বল্প সুদের ঋণ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অনুদান, বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণ ইত্যাদি।

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের পরিধি সম্প্রসারণের সাথে সাথে এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ও গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ খাত থেকে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র পরিবারসমূহ তুলনামূলকভাবে বেশি ক্ষুদ্রঋণ সুবিধা পাচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে নারী উদ্যোক্তা এবং কৃষি খাতের একটা বড় অংশ মূলত ক্ষুদ্রঋণের উপরই নির্ভরশীল।

---

[৫] গাইডলাইন্স ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন্স (জিএফইটি)-২০১৮ এর অধ্যায় ৮ এর ২৩(বি)(৩) অনুচ্ছেদ

[৬] জিএফইটি-২০১৮ এর অধ্যায় ১০ এর ৪০নং অনুচ্ছেদ

[৭] সূত্রঃ জিএফইটি-২০১৮ এর অধ্যায় ১৩ এর ২৭(সি)নং অনুচ্ছেদ

ক্ষুদ্রঋণ খাতে ২০২০ সালে মোট ১৩০২.৩২ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রমকে গতিশীল করতে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য- জাতীয় ক্ষুদ্রঋণ ডেটাবেইজ, ক্ষুদ্রঋণ প্রাপ্তির পয়েন্টসমূহের ডিজিটাল ম্যাপিং, আমানতকারীদের জন্য সুরক্ষা ফান্ড গঠন, অনলাইন ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা চালুকরণ এবং মাইক্রোফাইন্যান্স ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (এমএফ-সিআইবি) প্রতিষ্ঠা।

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

দেশে প্রচলিত বীমা পণ্য ছাড়াও সুবিধা বহির্ভূত ও নিম্ন-আয়ের জনগোষ্ঠীকে বীমা পরিষেবার আওতায় আনয়নের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধিতে ক্ষুদ্র-বীমা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ লক্ষ্যে বিশেষ করে নিম্ন-আয়ের গ্রাহকদের উপযোগী বিভিন্ন ধরনের টেকসই বীমা সুবিধা প্রচলন ও ব্যবহার নিশ্চিত করা আবশ্যক। বর্তমানে জীবন বীমা কোম্পানিগুলো এ সংক্রান্ত পরিষেবা প্রদান করছে; যেমন-জীবন বীমা, ক্ষুদ্র তাকাফুল বীমা এবং মেয়াদি জীবন বীমা। এছাড়া, নন-লাইফ বীমা কোম্পানিসমূহ স্বাস্থ্য, বন্যা, ফসল এবং গবাদিপশুসহ কতিপয় খাতে এ ধরনের পরিষেবা প্রদান করছে। তবে এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য বীমা এজেন্টদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি, নতুন পরিষেবা উদ্ভাবন ও বিপণনে উদ্ভাবনী কৌশল প্রয়োগ ও জনগণের আস্থা অর্জনসহ নানাবিধ চ্যালেঞ্জ উত্তরণের মাধ্যমে যুগোপযোগী ও টেকসই ক্ষুদ্র-বীমা নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

অভিবাসী কর্মীদের মৃত্যু কিংবা আংশিক অঙ্গহানিজনিত ক্ষতি প্রশমনের লক্ষ্যে তাদেরকে বিশেষ বীমা সুবিধার আওতায় আনয়নে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় একটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে জীবন বীমা কর্পোরেশন এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এর মধ্যে এ সম্পর্কিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ স্কিমের অধীনে ১৮ থেকে ৫৮ বছরের বয়সসীমার মধ্যে থাকা কর্মীদের কর্ম ঝুঁকি হ্রাসকল্পে দুটি স্বতন্ত্র বীমা সুবিধা (প্লান-এ ও প্লান-বি) চালু করা হয়েছে। প্লান-এ এর অধীনে ৯৯০ টাকা প্রিমিয়ামের মাধ্যমে ২০০,০০০ টাকার বীমা সুবিধা প্রদান করা হয় এবং প্লান বি-এ এর অধীন ২৪৭৫ টাকা প্রিমিয়ামের বিনিময়ে ৫০০,০০০ টাকার বীমা সুবিধা প্রদান করা হয়। উভয়ক্ষেত্রে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক ৫০০ টাকা হারে ভর্তুকি প্রদান করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৯ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে এই বীমা প্রকল্পটি উদ্বোধন করেন। এছাড়া এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন 'ওয়েদার ইনডেক্স বেইজড ক্রপ ইন্স্যুরেন্স (ডব্লিউআইবিসিআই)' প্রকল্পটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে, যার ভিত্তিতে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ পরীক্ষামূলকভাবে হাওর অঞ্চলের দুইটি উপজেলায় শস্য বীমা চালুর উদ্যোগ নিয়েছে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)

পুঁজিবাজারের সুবিধা বহির্ভূত জনগোষ্ঠীকে এ সংশ্লিষ্ট পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি ও সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে বিএসইসি কাজ করছে। সক্রিয় বন্ড মার্কেট এবং ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটিরশিল্পের জন্য উপযুক্ত ক্রেডিট স্কোরিং পদ্ধতি প্রচলন এখন সময়ের দাবী। তবে ২০১৫ সালে 'বিকল্প বিনিয়োগ নীতিমালা' প্রণয়নের মাধ্যমে ভেঞ্চার ইক্যুইটি ও ইম্প্যাক্ট ফান্ড প্রচলনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যা ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটিরশিল্প এবং নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। এছাড়া, পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ ও ঝুঁকি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিএসইসি'র উদ্যোগে 'জাতীয় আর্থিক সাক্ষরতা কর্মসূচি' গ্রহণ করা হয়েছে।

সমবায় সমিতিঃ

সমবায় সমিতি একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেখানে সদস্যগণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সম্মিলিত অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে সিদ্ধান্ত নেয়। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত পল্লী ও সমবায় বিভাগের অধীনে সমবায় অধিদপ্তর সমবায় সমিতিসমূহের তত্ত্বাবধান করে। বাংলাদেশে সমবায় সমিতিগুলোর মধ্যে ২২টি জাতীয় পর্যায়ে, ১,১৯৯টি কেন্দ্রীয় পর্যায়ে এবং ১,৯০,৭৯৯টি প্রাথমিক পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমানে সমবায় সমিতিসমূহের মোট সদস্য সংখ্যা এক কোটির বেশি (তথ্যসূত্র: সমবায় অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট, জুন ২০২০)। সমবায় সমিতিসমূহ তাদের সদস্যদের মূল সাংগঠনিক কার্যক্রমের পাশাপাশি আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক বিভিন্ন কার্যক্রমে যুক্ত করার মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রসারে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। সমবায় সমিতিগুলোর সদস্যদের মধ্যে লেনদেন প্রচলিত আর্থিক খাতে আনয়ন আর্থিক অন্তর্ভুক্তির জন্য সহায়ক হবে।

বাংলাদেশ ডাক বিভাগঃ

বাংলাদেশের গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত এলাকায় আর্থিক পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ (বিপিও) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রায় ৯,৮৮৬টি পোস্ট অফিস এবং ৮,৫০০টি গ্রামীণ আউটলেটের বিস্তৃত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ রেমিট্যান্স পরিষেবা, সঞ্চয় অ্যাকাউন্ট পরিচালনা এবং জীবন বীমা সুবিধা প্রদান করছে। ২০১০ সালে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ নতুন মোবাইল মানি অর্ডার পরিষেবা, পোস্টাল ক্যাশ কার্ড ইত্যাদি উদ্ভাবনী ডিজিটাল আর্থিক পরিষেবার প্রবর্তন করে, ২০১২ সালের শেষ নাগাদ ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস চালু করে। ব্যাংকিং পরিষেবা থেকে বঞ্চিত গ্রামীণ এবং দূরবর্তী এলাকার জনগোষ্ঠীর জন্য প্রবর্তিত এ পরিষেবাগুলো ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছে। বর্তমান বাংলাদেশ ডাক বিভাগের কার্যক্রমকে তিন ভাগ করা যায়; (১) ডাক সেবা; (২) এজেন্সি সেবা; এবং (৩) আর্থিক পরিষেবা।

ডাক বিভাগ বর্তমানে যেসব আর্থিক পরিষেবা প্রদান করছে তার মধ্যে রয়েছে সঞ্চয়পত্র, সঞ্চয় ব্যাংক, ডাক জীবন বীমা, পেমেন্ট পরিষেবা, ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার সুবিধা (ইএমটিএস)/ইলেকট্রনিক মানি অর্ডার (ইএমও), পোস্টাল ক্যাশ কার্ড (পিসিসি), নগদ, ডাক টাকা ইত্যাদি।

আমার বাড়ি আমার খামার ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

'ক্ষুদ্রঋণ নয় ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে দারিদ্র্য মুক্তি' মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চিন্তাপ্রসুত এই ধারণা থেকে "আমার বাড়ি আমার খামার" প্রকল্পের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে গ্রাহকগণের অর্থপ্রাপ্তি সহজলভ্য হলেও উচ্চ সুদ, বিনিয়োগ খাতের যথার্থতা নিরূপণে ব্যর্থতা, ক্ষুদ্রঋণের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা ও সর্বোপরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্র ঋণের গ্রাহকদের সম্পৃক্ত না থাকার কারণে ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয়নি। এক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ঋণের গ্রাহকদের মাঝে এক প্রতিষ্ঠানের ঋণ পরিশোধের জন্য অন্য একটি প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ বা প্রকল্পের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের পূর্বেই চলতি মূলধন ভেঙ্গে ঋণের কিস্তি পরিশোধের প্রবণতার সৃষ্টি হয়, যার ফলে দারিদ্র্যের দুষ্টু চক্র হতে ঋণ গ্রাহকেরা বের হতে পারছিলো না। এ প্রেক্ষাপটে ক্ষুদ্রঋণের পরিবর্তে একটি কার্যকর টেকসই ও জনমুখী দারিদ্র্য বিমোচনের মডেল প্রবর্তন এবং পল্লী এলাকার দরিদ্র মানুষকে আর্থিক অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করে দারিদ্র্যসীমার উপরে উঠিয়ে আনার জন্য ২০০৯ সালে 'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পে দারিদ্র্য বিমোচনে ঋণ প্রদান ও আদায় এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত সমিতির সদস্যগণ সম্মিলিতভাবে গ্রহণ করে।

আমার বাড়ী আমার খামার প্রকল্প ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক এর রূপনগর গ্রাম সমিতির উঠান বৈঠক

দরিদ্র সদস্যদের অংশগ্রহণে সরকারী সহায়তায় একটি স্থায়ী তহবিল সৃষ্টি ও স্থায়ীভাবে তা সদস্যদের মধ্যে আয়বর্ধক কাজে ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও, ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও সমপরিমাণ সরকারি অনুদান প্রদানের মাধ্যমে পুঁজির সরবরাহ ঘটিয়ে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরিতে প্রকল্পের উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়। ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেলে তহবিল সৃষ্টি ও তার ব্যবহার নীচের ফ্লো-চার্ট-এর মাধ্যমে দেখানো হলোঃ

ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেল ও দারিদ্য বিমোচনে তার ব্যবহার

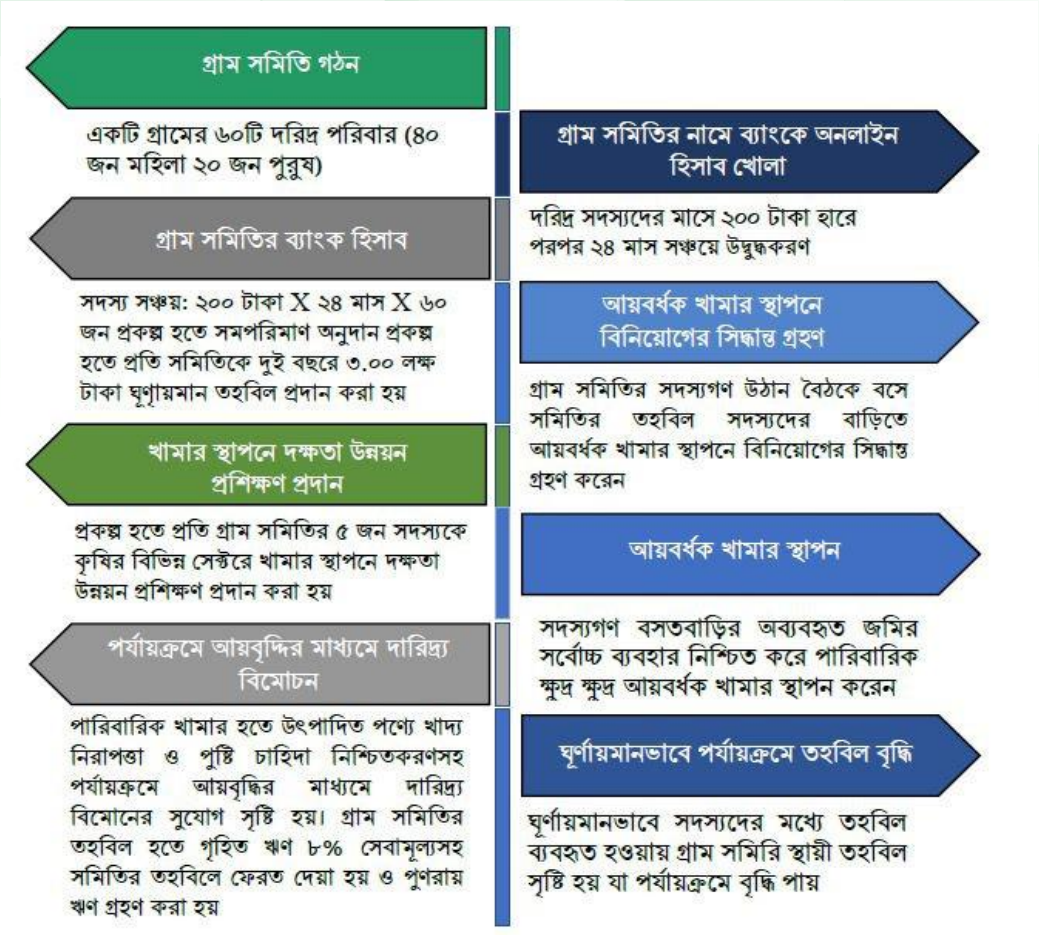

ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেলে স্থায়ী তহবিল গড়ার এ অংশগ্রহণমূলক ধারণা পল্লী এলাকায় দরিদ্র মানুষের মধ্যে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে এবং তাদের মধ্যে সঞ্চয় প্রবণতা তৈরী করেছে। এ সঞ্চয় প্রবণতার মাধ্যমে তৈরী স্থায়ী তহবিল দরিদ্র মানুষের জীবিকা ও অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখার সুযোগ করে দিয়েছে। দরিদ্র মানুষের সঞ্চয় প্রবণতা একটি লক্ষণীয় মাত্রা পেয়েছে।

নিম্নে প্রকল্প মেয়াদে দরিদ্র সদস্যদের সঞ্চয়ের একটি সময়ভিত্তিক চিত্র দেখানো হলোঃ

বছর	সঞ্চয়ের পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা)
২০০৯-১০	৩০.০০
২০১০-১১	২১০.০০
২০১১-১২	১৫৫০.০০
২০১২-১৩	২০০০.০০
২০১৩-১৪	২০৪৪.০০
২০১৪-১৫	২০০০.০০

বছর	সঞ্চয়ের পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা)
২০১৫-১৬	২৯০৭.০০
২০১৬-১৭	৮৮১.৪০
২০১৭-১৮	২০৪৫.০০
২০১৮-১৯	২৯০১.০০
২০১৯-২০	২৪৫০.০০
২০২০-২১ (মে ২০২১ পর্যন্ত)	১৬৪০.০০

'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্প তথা ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেলের অন্যান্য প্রধান কার্যক্রম হলো দরিদ্র মানুষদের গ্রাম সমিতির আওতায় সংগঠিত করা, সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করা, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান, সদস্যদের স্বল্প কিস্তি সুবিধা ফি-তে নিয়মিত ও মৌসুমী ঋণ প্রদান, সদস্যদের পর্যায়ক্রমে উদ্যোক্তা হিসেবে উন্নয়ন, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান ও পরিবেশ সংরক্ষণ এবং ডিজিটাল আর্থিক পরিষেবাসহ অন্যান্য সেবা প্রদান অন্যতম।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষুদ্র সঞ্চয় দর্শন অনুসরণে বাস্তবায়নাধীন 'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অর্জন/সাফল্য এক নজরে নিম্নরূপঃ.

- *মোট গ্রাম সমিতি গঠন* : *১,২০,৪৬৫টি*
- *পল্লী এলাকার দরিদ্র খানা অন্তর্ভূক্তি* : *৫৬,৭৮,০০০টি*
- *দরিদ্র সদস্যদের ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের পরিমাণ* : *২০৪৭.০০ কোটি টাকা*
- *গ্রাম সমিতি সমূহের জন্য মোট তহবিল গঠন* : *৭১১৫.০০ কোটি টাকা*
- *সদস্যদের বাড়িতে পারিবারিক খামার স্থাপন* : *৩২.৪৩ লক্ষ*
- *গ্রামীণ অর্থনীতিতে এ প্রকল্পের মাধ্যমে ক্রমপুঞ্জিভূত বিনিয়োগ* : *১০,৮২৬.০০ কোটি টাকা*
- *দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে* : *২.৪০ লক্ষ জনকে*
- *গ্রাম পর্যায়ে ডিজিটাল আর্থিক পরিষেবা প্রদান* : *২৭,৭৩,৭৫০টি লেনদেন*

প্রকল্পের একটি অন্যতম ও উল্লেখযোগ্য সাফল্য বা অর্জন হলো এর ই-আর্থিক অন্তর্ভুক্তি। প্রকল্পের আওতায় সদস্যদের সঞ্চয়, আদায় ও জমা, ঋণ বিতরণ ও কিস্তি আদায়, সরকার তথা প্রকল্প হতে বিতরণকৃত প্রণোদনা ও ঘূর্ণায়মান তহবিলসহ যাবতীয় আর্থিক লেনদেন প্রকল্পের একটি অনলাইন সিস্টেমের মাধ্যমে সম্পাদিত হচ্ছে। প্রকল্পের অনলাইন এমআইএস সফটওয়্যার বিভিন্ন ব্যাংকের কোর ব্যাংকিং সল্যুশনের সাথে ইন্টারফেসিং করে প্রকল্পের প্রায় ৫৭ লক্ষ দরিদ্র ও প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক পরিষেবা বর্হিভূত সদস্যগণ আর্থিক লেনদেন সম্পাদন করতে পারছে।

বিগত বছরগুলোতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষুদ্র সঞ্চয় দর্শন অনুসরণে বাস্তবায়নাধীন আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প দরিদ্র মানুষকে আকৃষ্ট করতে একটি বিশেষ গতি পেয়েছে এবং এর মাধ্যমে অর্জিত কর্মকান্ডকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার প্রত্যাশা তৈরি হয়। এ প্রেক্ষাপটে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন, ২০১৪ জারির মাধ্যমে

সরকার পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষুদ্র সঞ্চয় দর্শন বাস্তবায়নে চলমান আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের কার্যক্রমকে ধারাবাহিকতা প্রদান ও টেকসই উন্নয়নে সহায়তা করবে।

সমগ্র বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ফলে একদিকে যেমন আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সুদৃঢ় করা হয়েছে, অন্যদিকে মূলধন পুঞ্জিভূতকরণের মাধ্যমে দরিদ্র ও প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক পরিষেবা বর্হিভূত সদস্যদের বিভিন্ন আর্থিক পরিষেবা প্রদান করা সম্ভব হয়েছে।

দরিদ্র মানুষের জন্য প্রতিষ্ঠিত এ বিশেষায়িত ব্যাংকের ৫১% শেয়ারের মালিক সরকার আর বাকী ৪৯% শেয়ারের মালিক আমার বাড়ি আমার খামার সমিতিসমূহ। পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক ইতোমধ্যে ৪৮৫টি উপজেলায় শাখা স্থাপন করে কাজ শুরু করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিগত ২২ জুন, ২০১৬ তারিখে ব্যাংকের ১০০টি শাখা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। প্রকল্পের আওতায় গঠিত সমিতিসমূহের সদস্য তহবিল, দায়-দেনাসহ পর্যায়ক্রমে প্রকল্প হতে ব্যাংকে স্থানান্তর করা হচ্ছে। জুন ২০২১-এ প্রকল্প মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে সকল সমিতি এবং তহবিল ব্যাংকে স্থানান্তরিত হবে।

পল্লী এলাকায় কৃষিভিত্তিক খামার স্থাপনে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক অত্যন্ত সহজ কিস্তি সুবিধা ফি-তে (মাত্র ৮%) সদস্যদের আর্থিক পরিষেবা প্রদানের পাশাপাশি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। প্রকল্পের শুরু হতে সদস্যদের সমন্বিত কৃষি খামার তথা হাঁস-মুরগী পালন, গবাদিপশু পালন, গরু মোটাতাজাকরণ ও কৃষির বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। দরিদ্র সদস্যদের পর্যায়ক্রমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশেষ প্রশিক্ষণের পাশাপাশি মাত্র ৫% পরিষেবামূল্যে সহজ শর্তে অধিক পরিমাণ অর্থ ঋণ প্রদান করা হচ্ছে।

এ আর্থিক পরিষেবা আরো সহজীকরণ ও সদস্যদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক নিজস্ব মোবাইল ভিত্তিক ডিজিটাল আর্থিক পরিষেবা **"পল্লী লেনদেন"** প্রবর্তন করেছে। এছাড়া, সদস্যদের উৎপাদিত শস্য কম মূল্যে বিক্রি নিরুৎসাহিত করতে **"শস্যগোলা ঋণ"** নামে বিশেষ আর্থিক পরিষেবা শুরু করা হয়েছে, যা সদস্যদের মধ্যে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সহজ শর্তের ঋণ গ্রহণ করে পারিবারিক কৃষিজ খামার স্থাপনের আগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষিজ উৎপাদন ইকোসিস্টেম নির্ভর হওয়ায় পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক এর Payment for Ecosystem Service (PES) সেবার আওতায় বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি নির্ভর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ সমিতি গঠন এবং পরিষেবা চালু করা হয়েছে। আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প তথা পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়ে দরিদ্র সদস্যদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

এটি এখন স্বীকৃত যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চিন্তাপ্রসুত আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে একদিকে বিগত ১০ বছরে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য যেমন বিপুল পরিমান স্থায়ী তহবিল সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে তেমনি অপরদিকে দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে তা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতেও সক্ষম হয়েছে। এর ফলে যারা পূর্বে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আর্থিক পরিষেবা বহির্ভূত ছিল সে সকল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

আইসিটি ডিভিশন

আর্থিক অন্তর্ভুক্তির বিস্তার ও দৃঢ়করণে এটুআই ডিএফএস ল্যাব+ পরিষেবা চালু করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নাগরিক কেন্দ্রিক পণ্য এবং পরিষেবা উদ্ভাবনের জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বিশেষজ্ঞদের সাথে আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারীদের যোগসূত্র স্থাপন করা হয়। একইসাথে তাদেরকে দরিদ্র-বান্ধব ডিজিটাল আর্থিক পণ্য এবং পরিষেবা প্রর্বতনের জন্য প্রয়োজনীয় কলাকৌশল ও তত্ত্বের সাথে পরিচিত হতে সহায়তা প্রদান করা হয়। ডিজিটাল পদ্ধতিতে সরকারি লেনদেন বৃদ্ধিতে এটুআই সহায়ক ভূমিকা পালন করে, যা আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে গতিশীল করছে। এছাড়াও ব্যাংকিং সুবিধা বহির্ভূত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইলেকট্রনিক/অনলাইন আর্থিক পণ্য বা পরিষেবার ব্যাপক প্রচলনের মাধ্যমে গ্রামীণ ই-কমার্সের প্রসারে এটুআই ভূমিকা রাখছে। বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যার সমাধান এবং সুবিধা বহির্ভূত জনগোষ্ঠীর চাহিদা অনুযায়ী গ্রাহক কেন্দ্রিক সল্যুশন এর উদ্ভাবন এবং সম্ভাব্যতা যাচাই; ডিজিটাল আর্থিক সাক্ষরতা বৃদ্ধি ও আচরণগত পরিবর্তন ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এটুআই অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে।

স্টার্ট-আপ বাংলাদেশ লিমিটেডঃ এটি দেশের প্রথম সরকারি মালকিানাধীন ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি। ভেঞ্চার অর্থায়ন, মেন্টরিং ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, এঞ্জেল ইনভেস্টরস, এক্সিলারেটর এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় একটি বিনিয়োগ নেটওয়ার্ক সৃষ্টি করা এবং এর মাধ্যমে একটি শক্তিশালী স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেম তৈরি করা প্রতিষ্ঠানটির মুখ্য উদ্দেশ্য। বর্তমানে এটি বেশ কিছু ফিনটেক, এডুটেক, হেলথটেক এবং ডিজিটাল কর্মাস প্রকল্পের সাথে কাজ করছে। এরূপ খাতে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে উক্ত কোম্পানির অনুকূলে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়ছে।

ই-কমার্স এর প্রসারে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে ইন্টারনেট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, মোবাইল অ্যাপস্ ইত্যাদি ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় সারা বিশ্বে ই-কমার্সের অবাধ সুযোগ উন্মোচিত হয়েছে। ই-কমার্স হলো ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল মাধ্যম ভিত্তিক বাণিজ্য, যেখানে ইন্টারনেট ও অন্যান্য ডিজিটাল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে পণ্য ও সেবা ক্রয়-বিক্রয় করা হয়ে থাকে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে বর্তমান সরকার দেশের শিল্পবিকাশ, রপ্তানি-উন্নয়ন এবং আইসিটিসহ সংশ্লিষ্ট খাতসমূহে অধিকতর

কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ই-কমার্সকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে ই-কমার্স ব্যবসায় উৎসাহী করে তোলা, ই-কমার্স উদ্যোক্তা তৈরী, অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং ই-কমার্স ভিত্তিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে উন্নীত করার উদ্দেশ্যে বর্তমান সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে ই-কমার্স ব্যবসার প্রসার ঘটাতে এবং ই-কমার্স খাতে নতুন উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে "জাতীয় ডিজিটাল কমার্স নীতিমালা-২০১৮" প্রণয়ন করা হয়েছে। পরবর্তীতে বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ করার লক্ষ্যে জাতীয় ডিজিটাল কমার্স নীতিমালা ২০১৮ সংশোধন করা হয় যা "জাতীয় ডিজিটাল কমার্স (সংশোধিত) নীতিমালা ২০২০" গেজেট বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশিত হয়েছে। ই-কমার্সে দক্ষ উদ্যোক্তা তৈরিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে "ই-বাণিজ্য করব, নিজের ব্যবসা গড়ব" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে ৫০০০ জন উদ্যোক্তাকে ই-কমার্স বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ইতোমধ্যে প্রায় ২৪৫০ জন উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে মার্কেট প্লেস তৈরি করে ই-কমার্স করছে প্রায় ২০০০ উদ্যোক্তা। এছাড়া, ফেসবুকে ই-কমার্স (F-Commerce নামে প্রচলিত) পদ্ধতি ব্যবহারকারী উদ্যোক্তার সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ। উল্লেখ্য, কোভিড-১৯ অতিমারীকালে নতুন পুরাতন প্রতিষ্ঠান মিলে প্রায় ৫০০০০ কর্মসংস্থান ই-কমার্সে যুক্ত হয়েছে, ৩৫০০ কোটি টাকার ই-কমার্স ভিত্তিক ক্রয়-বিক্রয় হয়েছে এবং মোট ডিজিটাল লেনদেন এর পরিমাণ প্রায় ১৬০০০ কোটি টাকা।

৯। কৌশলপত্র বাস্তবায়নের সময়সীমা

দেশের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) এর ন্যায় জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল এর বাস্তবায়নকালও পাঁচ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। জাতির স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে ১ জুলাই ২০২১ থেকে এ কৌশলপত্র বাস্তবায়ন শুরু হবে। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের সময়সীমার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল-এর বাস্তবায়ন সময়সীমা ৩০ জুন ২০২৬।

১০। জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল-এর মৌলিক ভিত্তিসমূহ

এ কৌশলপত্র বাস্তবায়নে 'ডিজিটাইজেশন ও উদ্ভাবন'-কে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ পন্থা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। আর্থিক পরিষেবার সম্প্রসারণ, দক্ষতা এবং অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি আর্থিক পরিষেবাকে সামাজিক সেবায় রূপান্তরে ডিজিটাইজেশন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। জনগণের সাধ্যের মধ্যে সহজতর উপায়ে এবং কাঙ্খিত গুণগত সেবা নিশ্চিতকরণে উদ্ভাবনের গুরুত্ব অপরিহার্য। বাংলাদেশের সমৃদ্ধির অভিযাত্রায় 'পপুলেশন ডিভিডেন্ড' ও 'ডেনসিটি ডিভিডেন্ড'-এর যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহারে উদ্ভাবন সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

'ডিজিটাল বাংলাদেশ' ও 'উদ্ভাবনী বাংলাদেশ'-এর দর্শনকে অনুসরণ করেই কৌশলপত্র বাস্তবায়নে 'ডিজিটাইজেশন' ও 'উদ্ভাবন'-কে মূলনীতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

১১। আর্থিক অন্তর্ভুক্তির জাতীয় সংজ্ঞা

বিশ্বব্যাপী আর্থিক অন্তর্ভুক্তির সুনির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা নেই। বাংলাদেশে ব্যবহৃত আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ধারণা কেবল ঋণ গ্রহণ ও অন্যান্য আর্থিক পরিষেবার পরিমাণগত বৃদ্ধির ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সুনিয়ন্ত্রিত পরিষেবা প্রদানকারীদের মাধ্যমে সর্বসাধারণের জন্য মানসম্পন্ন আর্থিক পরিষেবা প্রাপ্তি ও ব্যবহারের সুযোগও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির সংজ্ঞা নিম্নরূপঃ

"আর্থিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত ও সীমিত পরিষেবাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীসহ সকল ব্যক্তি ও ব্যবসায়িক উদ্যোগসমূহের জন্য একটি সুনিয়ন্ত্রিত, স্বচ্ছ, দক্ষ এবং প্রতিযোগিতামূলক আর্থিক বাজারের মাধ্যমে সাধ্যের মধ্যে সাশ্রয়ীমূল্যে মানসম্মত, সহজপ্রাপ্য ও ঝুঁকি নিরসনের সুযোগ সম্বলিত প্রযুক্তিভিত্তিক আর্থিক পরিষেবা প্রাপ্তির অভিগম্যতা ও ব্যবহারের সক্ষমতা।"

১২। জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল-এর কৌশলগত রূপকল্প

প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন এবং সকলের জন্য আর্থিক পরিষেবার অভিগম্যতা - এ দু'টি পরস্পর সম্পূরক বিবেচনার উপর ভিত্তি করে জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল প্রণীত হয়েছে। মুদ্রানীতির অধিকতর কার্যকারিতা ও আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা অর্জনের মাধ্যমে দেশের সামাজিক রূপান্তর আনয়ন এবং সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনের উদ্দেশ্যে এ কৌশলপত্র প্রণীত হয়েছে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে কৌশলপত্রের রূপকল্প নিম্নরূপ-

'একটি সমন্বিত আর্থিক ব্যবস্থা যা দেশের জনগণের জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার মাধ্যমে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও ব্যবসায়িক প্রয়োজনে সহজলভ্য আর্থিক পরিষেবার প্রসারসহ সম্ভাবনাময় খাতগুলোর দ্রুত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে সহায়ক হবে এবং অর্থনৈতিক বিরূপ প্রভাব প্রশমিতকরণ ও ঝুঁকি হ্রাসে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।'

জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল-এর কৌশলগত রূপকল্প নিম্নোক্ত 'থিওরি অব চেইঞ্জ'-এর মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছেঃ

কার্যকর মুদ্রানীতি সম্বলিত একটি সুসংহত ও স্থিতিশীল আর্থিক খাত অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমন্বিত আর্থিক ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল- যেখানে গভীর ও দৃঢ় আর্থিক পরিষেবা, শক্তিশালী ও সুনিয়ন্ত্রিত আর্থিক ব্যবস্থা এবং গ্রাহক সচেতনতা ও আর্থিক সাক্ষরতা নিশ্চিত হবে। এরূপ ব্যবস্থায় আর্থিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত ও সীমিত পরিষেবা প্রাপ্ত জনগোষ্ঠীসহ সকল ব্যক্তি ও ব্যবসায়িক উদ্যোগসমূহের জন্য একটি সুনিয়ন্ত্রিত, স্বচ্ছ, দক্ষ এবং প্রতিযোগিতামূলক আর্থিক বাজারের মাধ্যমে পূর্ণ পরিসরে ব্যবসা ব্যবস্থাপনা, জীবিকা নির্বাহ এবং ঝুঁকি প্রশমনে সহায়ক আর্থিক পণ্য ও আর্থিক পরিষেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা যায়, যা আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও সম্মিলিত উন্নয়নে সহায়তা করে।

১৩। জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল এর মূল বিষয় ও বিবেচ্যসমূহ

জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল এর রূপকল্প বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত তিনটি বিষয় সহায়ক ভূমিকা পালন করবেঃ

ক) প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির আর্থিক পরিষেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রযুক্তির সহায়তায় ব্যক্তিগত হিসাব নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকবে;

খ) প্রত্যেক হিসাবধারীর জন্য সুবিধাজনক দূরত্বে, নিরাপদ পরিবেশে এবং সাশ্রয়ী ব্যয়ে প্রযুক্তিনির্ভর আর্থিক পরিষেবা কেন্দ্রে নগদ জমা, অর্থ উত্তোলন এবং অর্থ স্থানান্তর করার সুবিধা থাকবে; এবং

গ) সকল পরিবার ও ব্যবসার জন্য (প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবার এবং অনিবাসী বাংলাদেশি নাগরিকসহ) সুবিধাজনক ও সুলভ মূল্যে আর্থিক পরিষেবার অভিগম্যতা এবং নিম্নোক্ত সুনিয়ন্ত্রিত পরিষেবাসমূহ নিশ্চিত করবে: (১) পূর্ণ পরিসরে বিভিন্ন ধরনের অনুমোদিত ঋণ গ্রহণ ও অন্যান্য আর্থিক পণ্য/পরিষেবা ব্যবহারের সুবিধা; (২) সময়োপযোগী আমানত ও বিনিয়োগ সুবিধা; (৩) বিভিন্ন বীমা পরিষেবা (ক্ষুদ্রবীমাসহ) ও ঝুঁকি প্রশমন ব্যবস্থাপনা; এবং (৪) আর্থিক পণ্য/পরিষেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হতে পরিষেবা প্রাপ্তির বিষয়ে আইনগত সুরক্ষা ও তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার।

জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল-এর মূল বিবেচ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

১৪। জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল-এর উদ্দেশ্যসমূহ

(১) 'ক্যাশ-লাইট সোসাইটি' (Cash-lite Society) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সকল প্রাপ্ত বয়স্ক জনগণের (যাদের অন্তত একটি বিধিবদ্ধ আর্থিক পরিষেবা হিসাব থাকবে) আর্থিক অন্তর্ভুক্তির হার ২০২৫ সালের মধ্যে শতকরা ১০০ ভাগে উন্নীতকরণ, যা জাতীয় পর্যায়ে অনুমোদিত পরিবীক্ষণ কাঠামোর মাধ্যমে পরিমাপ করা হবে;

(২) আর্থিক বাজারে বিভিন্ন শ্রেণির জনগোষ্ঠী ও ব্যবসায়সমূহের বিভিন্ন পরিসরের বহুমুখী চাহিদা পূরণে সক্ষম আর্থিক পণ্য/পরিষেবার প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ;

(৩) গ্রাহকদের সুনির্দিষ্ট চাহিদা এবং প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম আর্থিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাকরণের লক্ষ্যে আর্থিক পণ্য/পরিষেবার গুণগত মান, উপযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য পরিষেবার ধরন ও মূল্য নিশ্চিতকরণ;

(৪) ডিএফএস, ফিনটেক, রেগুলেটরি টেকনোলজিসহ ব্যাংক, অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বীমাসংস্থা, ডাকঘর, ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাসমূহ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পণ্য ও পরিষেবা প্রদানের প্রযুক্তিভিত্তিক কার্যকর ও সরবরাহ চ্যানেল এর জন্য সহায়ক ডিজিটাল আর্থিক পরিষেবার অবকাঠামো নির্মাণ;

(৫) আর্থিক সাক্ষরতা ও শিক্ষার বিস্তারের মাধ্যমে গ্রাহক ক্ষমতায়নের শক্তিশালী কাঠামো প্রণয়নের লক্ষ্যে জনসাধারণ ও উদ্যোক্তাদের সঠিক আর্থিক সিদ্ধান্ত নেয়ার সক্ষমতা সমৃদ্ধকরণ;

(৬) এ কৌশলপত্রের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধনের জন্য নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহ কর্তৃক লিঙ্গ, বয়স ও ভৌগলিক অবস্থান ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ ও মানসম্মত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিতরণের পরিসংখ্যানগত সক্ষমতা অর্জন; এবং

(৭) আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রসারের মাধ্যমে অর্থনীতির অনানুষ্ঠানিক খাতসমূহের আনুষ্ঠানিক কাঠামোয় রূপান্তর।

১৫। জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল-এর কৌশলগত অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা

এ কৌশলপত্রের রূপকল্প ও উদ্দেশ্যসমূহকে বাস্তব কর্মপরিকল্পনায় রূপায়নের লক্ষ্যে ৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা সম্বলিত ১২টি অভীষ্ট চিহ্নিত করা হয়েছে, যা ভবিষ্যতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রসারে অবদান রাখবে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি প্রসারে চলমান সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগসমূহের পাশাপাশি এ অভীষ্ট এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। এ সকল অভীষ্ট এবং লক্ষ্যমাত্রার প্রতিটিই নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত, যা নিম্নরূপে শ্রেণিকরণ করা হয়েছেঃ

সারণি-৬: জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল এর কৌশলগত অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা

অভীষ্ট	লক্ষ্যমাত্রা
১.আর্থিক খাতের ভিত্তি দৃঢ়করণ	(১) সকল ধরনের ব্যাংক হিসাব, এমএফএস হিসাব এবং অন্যান্য রেগুলেটেড আর্থিক পরিষেবা হিসাবসমূহের জন্য ই-কেওয়াইসি প্রবর্তন করা। (২) কুটির ও অতি ক্ষুদ্র উদ্যোগ, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী/খুচরা ব্যবসা এবং স্বল্প-আয়ের পরিবারের জন্যে কেওয়াইসির শর্তসমূহ পুনর্বিবেচনা করা। (৩) নির্বাচন কমিশনের 'জাতীয় পরিচয়পত্র ডেটা বেইস' এবং 'বায়োমেট্রিক ডেটাবেইস' এ সকল রেগুলেটেড আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের অভিগম্যতা নিশ্চিত করা। (৪) 'সোশ্যালি রেস্পন্সিবল ফাইন্যান্সিং' এর জন্য নীতি কাঠামো প্রবর্তন করা। (৫) 'ক্লাস্টারভিত্তিক' এবং 'ভ্যালু চেইন' অর্থায়ন এর সুযোগ এবং চর্চার প্রসার ঘটানো। (৬) হিসাব খোলার প্রক্রিয়াটি সকলের জন্য সহজতর এবং সুবিধাজনক করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। (৭) কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগসমূহ এবং নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোর জন্য অর্থায়নের ইন্সট্রুমেন্ট এবং অর্থায়নের সুযোগ বৈচিত্র্যময় করতে সহায়ক কাঠামো তৈরি করা। (৮) ডিএফএস (DFS) এর ভোক্তাসহ সকল গ্রাহকদের জন্য আর্থিক পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বাজেট ব্যয় হ্রাসে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। (৯) আর্থিক পরিষেবার জন্য 'মাইক্রো ফাইন্যান্স ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (এমএফ-সিআইবি)', 'কোল্যাটেরাল রেজিস্ট্রি ব্যুরো' (স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার) প্রতিষ্ঠা করা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে থাকা সিআইবিকে পূর্ণাঙ্গ 'ক্রেডিট রেজিস্ট্রি' তে উন্নীতকরণ। (১০) 'বিগ ডেটা' বিশ্লেষণের মাধ্যমে ক্রেডিট স্কোরিং ও পরিবীক্ষণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং মেশিন লার্নিং এর ব্যবহার প্রবর্তন করা। (১১) সিএমএসএমই (CMSME) অর্থায়ন, কৃষি অর্থায়ন এবং পরিবেশবান্ধব অর্থায়নের জন্য 'ক্রেডিট গ্যারান্টি ফান্ড' প্রবর্তন করা। (১২) 'স্টার্ট-আপ' (Start-Up) এ অর্থায়নের লক্ষ্যে পুনঃঅর্থায়ন ব্যবস্থার উন্নীতকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। (১৩) বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং, ফ্রিল্যান্সিং ইত্যাদি খাতে জড়িত বাংলাদেশে অবস্থানরত পেশাজীবী, অভিবাসী/প্রবাসী বাংলাদেশি জনগোষ্ঠী এবং প্রবাসী কর্মীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স সহজে দেশে প্রেরণের জন্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। (১৪) ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের প্রসারের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক, এমআরএ এবং জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর কর্তৃক নীতিমালা প্রণয়ন করা।

অভীষ্ট	লক্ষ্যমাত্রা
	(১৫) 'পিটুপি লেনদেন' এবং 'ক্রাউড ফান্ডিং' প্রবর্তনের সম্ভাব্যতা যাচাই করা। (১৬) গ্রাহক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আদান-প্রদানের জন্য শক্তিশালী কাঠামো তৈরি করা।
২. পেমেন্ট সিস্টেম এবং আর্থিক পরিষেবা বিতরণ প্রণালী শক্তিশালীকরণ	(১) সকল এমএফএস হিসাবের মধ্যে আন্তঃলেনদেনের সুযোগ নিশ্চিত করা। (২) সকল এমএফএস হিসাব, ব্যাংক হিসাব এবং ইলেকট্রনিক ওয়ালেট এর মধ্যে আন্তঃলেনদেনের সুযোগ নিশ্চিত করা। (৩) ব্যাংকের সকল শাখাকে অনলাইন ব্যাংকিং এর সুবিধাসম্পন্ন শাখায় রুপান্তর নিশ্চিত করা। (৪) আন্তঃব্যাংক অটোমেটেড টেলার মেশিন (এটিএম), পয়েন্ট অফ সেলস (পিওএস) এবং ইন্টারনেট ব্যাংকিং ফান্ড ট্রান্সফার (আইবিএফটি) এ সকল ব্যাংকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। (৫) সংশ্লিষ্ট সকল নিয়ন্ত্রক সংস্থার অংশগ্রহণে 'পেমেন্ট সিস্টেম সমন্বয় কমিটি' গঠন করা। (৬) সামাজিক নিরাপত্তা ভাতাসমূহসহ সকল সরকারি পেমেন্ট (পিটুজি এবং জিটুপি) এবং সকল বিটুপি ও পিটুবি পেমেন্টকে ইলেকট্রনিক আর্থিক পরিষেবা হিসাব (ব্যাংক এবং এমএফএস হিসাব উভয়ই) এর আওতায় নিয়ে আসা। (৭) 'ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পেমেন্ট' এবং 'খুচরা পরিবহন পেমেন্ট' এর ডিজিটাইজেশনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। (৮) ব্যাংকিং এবং এমএফএস পরিষেবা প্রদানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাসমূহের সাথে সংযোগের ক্ষেত্র বৃদ্ধি করা। (৯) পিএসপি এর মাধ্যমে আর্থিক পরিষেবা প্রদানের সুযোগ বৃদ্ধি করা। (১০) 'ন্যাশনাল পেমেন্ট অ্যাক্ট' প্রণয়ণ প্রক্রিয়া শুরু করা। (১১) পেমেন্ট ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা যাচাই করা। (১২) যে কোন ইলেকট্রনিক লেনদেনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে 'ডিজিটাল স্বাক্ষর' এর ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা। (১৩) পেমেন্ট সিস্টেমের দুর্বলতা চিহ্নিতকরণ ও প্রবেশগম্যতার নিরাপত্তা নিয়মিত যাচাইয়ের লক্ষ্যে কাঠামো তৈরি করা।
৩. শক্তিশালী তথ্য বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো প্রতিষ্ঠা	(১) আর্থিক পরিষেবার যথাযথ চাহিদা নিরূপণে দেশব্যাপী সমন্বিত গ্রাহক কেন্দ্রিক জরিপ পরিচালনা করা। (২) ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ফিনডেক্স, আইএমএফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাক্সেস সার্ভে এবং জি২০ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সূচক ইত্যাদি বৈশ্বিক সূচকসমূহের আলোকে তুলনীয়

অভীষ্ট	লক্ষ্যমাত্রা
	জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সূচকসমূহ নির্ধারণ করা। (৩) লিঙ্গ, বয়স, ভৌগোলিক অবস্থান এবং অন্যান্য প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে বিশদ এবং মানসম্পন্ন আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ নিশ্চিত করা। (৪)এসডিজি ট্র্যাকারের ন্যায় জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল এর জন্য একটি পরিপূর্ণ এবং স্বয়ংক্রিয় তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও ওয়েব-পোর্টাল তৈরি করা। (৫) আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর তথ্য সংরক্ষণে 'ক্লাউড সল্যুশন' ব্যবহারের সম্ভাব্য উপায়সমূহ খতিয়ে দেখা। (৬) জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সংশ্লিষ্ট তথ্য ব্যবস্থাপনায় পরিসংখ্যান সংস্থার/সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
৪। আর্থিক সাক্ষরতার প্রসার এবং ভোক্তা ক্ষমতায়ন	(১) আর্থিক খাতের প্রত্যেক নিয়ন্ত্রক সংস্থা কর্তৃক পৃথক আর্থিক স্বাক্ষরতার নীতি ও কৌশল প্রণয়ন করা। (২) আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের স্ব স্ব ভোক্তা সুরক্ষা কাঠামো এবং অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা প্রণয়ন করা। (৩) সকল আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক স্বাক্ষরতা সংক্রান্ত বার্ষিক কর্মসূচি থাকবে যা তাদের স্ব স্ব নিয়ন্ত্রক সংস্থা দ্বারা মনিটর করা হবে। (৪) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও পরবর্তী স্তরের শিক্ষা কার্যক্রমে 'আর্থিক সাক্ষরতা' অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা। (৫) ব্যাংকের জন্য প্রবর্তিত 'ডিপোজিট ইনস্যুরেন্স স্কিম' এর ন্যায় ভোক্তা সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের সম্ভাব্যতা যাচাই করা।
৫। নারী, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে আক্রান্ত জনগোষ্ঠী এবং অন্যান্য বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সম্প্রসারণ এবং ভিত্তি দৃঢ়করণ	(১)নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা বিবেচনায় আর্থিক খাতের সকল নিয়ন্ত্রক সংস্থা কর্তৃক নারীদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রসারে পৃথক নীতিমালা ও কৌশল প্রণয়ন এবং বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ :- ক) গ্রাম এবং শহর উভয় অঞ্চলের নারী গ্রাহক ও নারী উদ্যোক্তাদের আর্থিক পরিষেবার (সঞ্চয়, ঋণ, পেমেন্ট, বিনিয়োগ ও বীমা) চাহিদা পূরণের জন্যে বিশেষ দৃষ্টি রাখা; খ) নারীদের জন্যে সুবিধাজনক পরিষেবা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া গ্রহণ করা; গ) নারীদের জন্যে বিশেষ সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে ডিএফএস এ তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। (২) আইডিআরএ, বিএসইসি ও এমআরএ সহ সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাসমূহের পক্ষ থেকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক নীতিমালা প্রণয়ন ও কর্মসূচি গ্রহণের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক গৃহীত উদ্যোগসমূহকে জোরদার করা। (৩) আর্থিক অন্তর্ভুক্তির নিম্নোক্ত প্রেক্ষিতসমূহ বিবেচনায় রেখে সকল সংশ্লিষ্ট সরকারি

অভীষ্ট	লক্ষ্যমাত্রা
	সংস্থাসমূহ ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক নীতিমালা প্রণয়ন এবং কর্মসূচি গ্রহণঃ ➢ তরুণদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ➢ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ➢ তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ➢ শিশুদের (বিশেষ প্রতিবন্ধকতাসম্পন্ন শিশুদের সহ) আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ➢ বয়স্ক ও অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ➢ প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মী/ অভিবাসী ও অনাবাসী(এনআরবি) বাংলাদেশিদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ➢ বন, উপকূল, হাওর ও পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীসহ চা শ্রমিক, ভাসমান সম্প্রদায়, শহরে বস্তিবাসীদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ➢ প্রাক্তন ছিটমহল এলাকা, স্বল্পবসতিপূর্ণ এলাকা এবং দুর্বল অবকাঠামো সম্বলিত এলাকার জনসাধারণের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি।
৬। ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস এবং ফিনটেক (Fintech) এর মানোন্নয়ন	(১) আর্থিক পরিষেবার মূলধারায় ডিজিটাল রূপান্তর ও উদ্ভাবন আত্মীকরণে একটি ডিএফএস কৌশলপত্র প্রণয়ন করা। (২) সকল ধরনের ইউটিলিটি সেবার (পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং অন্যান্য) মুল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে ডিএফএস এর ব্যবহারের সুযোগ নিশ্চিত করা। (৩) 'জাতীয় ব্লক চেইন কৌশল-বাংলাদেশ ২০২০', 'জাতীয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কৌশল-বাংলাদেশ ২০২০' এবং 'জাতীয় ইন্টারনেট অব থিংস কৌশল - বাংলাদেশ ২০২০' এ উল্লিখিত আর্থিক খাত সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী বাস্তবায়ন করা। (৪) এমএফএস অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের জন্য ঋণ সুবিধা এবং পূর্ণাঙ্গ আমানত পরিষেবার সুবিধা প্রবর্তনের সম্ভাব্য পদ্ধতিগুলি যাচাই করা। (৫) এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের অধীনস্থ আউটলেটগুলোতে সকল ধরনের ব্যাংকিং পরিষেবা সরবরাহ করার সম্ভাব্য উপায়সমূহ যাচাই করা। (৬) আর্থিক পরিষেবায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ফিনটেক (Fintech), রেগটেক (Regtech), সুপটেক (SupTech), ইন্সিউরটেক (Insurtech) ও অন্যান্য উদ্ভাবনী প্রযুক্তির প্রয়োগের সম্ভাব্যতা মূল্যায়ন করা।
৭। নীতিমালা এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা	(১) জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয়সমূহ, নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি সংস্থার মাঝে সমন্বয় সাধন করা। (২) তথ্য-উপাত্ত ভিত্তিক নীতি প্রণয়নের চর্চা প্রতিষ্ঠা। (৩) অবৈধ আর্থিক পরিষেবার বিস্তার রোধ এবং শ্যাডো ব্যাংকিং এর নেতিবাচক

অভীষ্ট	লক্ষ্যমাত্রা
	প্রভাব দূর করতে সমন্বিত ও সুসংহত প্রচেষ্টা জোরদার করা। (৪) 'রেগুলেটরি স্যান্ডবক্স' প্রবর্তনের জন্যে সম্ভাব্য উপায়গুলো যাচাই করা। (৫) স্বল্প-আয়ের গ্রাহকদের পরিষেবা প্রদানে আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারীদের উৎসাহিত করার জন্য রেগুলেটরি সংস্থাসমূহ কর্তৃক উপযুক্ত প্রণোদনা কাঠামো প্রণয়ন। (৬) তথ্যনির্ভর নীতি বিশ্লেষণ এবং ফিনটেক (Fintech), রেগটেক (Regtech), সুপটেক (SupTech), ইন্সিউরটেক (Insurtech), কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডিএলটি (DLT), মেশিন লার্নিং, অগমেন্টেড রিয়ালিটি, সাইবার সিকিউরিটি প্রভৃতি বিকাশমান প্রযুক্তিসমূহ বিষয়ে নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
৮। আর্থিক অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগসমূহের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সুরক্ষিত করা	(১) আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলির নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে কার্যকর ব্যাংকিং তদারকির মূখ্য নীতিসমূহের (যা ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্ট-BIS কর্তৃক প্রবর্তিত) সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করা। (২) আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে ও 'ডি-রিস্কিং' এর চর্চা হ্রাসে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি প্রসারের উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ ও অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (এএমএল) এবং কমব্যাটিং টেরোরিস্ট ফাইন্যান্সিং (সিএফটি) নীতিমালার মধ্যে ভারসাম্য আনয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। (৩) আর্থিক পরিষেবা বিষয়ক পণ্য উন্নয়নের সময় ঝুঁকি মূল্যায়ন কাঠামো তৈরি করা। (৪) তথ্যের গোপনীয়তা এবং নিরাপত্তা রক্ষায় শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণ এবং তত্ত্বাবধান কাঠামো প্রণয়ন করা; নিয়ন্ত্রক সংস্থা, টাস্ক ফোর্স ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের সমন্বয়ে সাইবার হুমকি মোকাবিলায় সুরক্ষা প্রদান ও ফরেনসিক কার্যক্রম পরিচালনায় একটি সমন্বিত প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠা করা।
৯।বীমা পরিষেবা শক্তিশালী করা	(১) জিডিপিতে ক্ষুদ্র বীমার অংশ ৫ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যে গ্রাহকদের কাছে সহজে সেবা পৌঁছাতে ক্ষুদ্র ঋণ পরিষেবার সাথে সঙ্গতি রেখে ক্ষুদ্র-বীমার নীতিমালা তৈরি করা। (২) ভোক্তাদের পরিষেবা লাভের বৈচিত্র্য আনয়নে 'ব্যাংকঅ্যাসিউরেন্স (Bancassurance)' সুবিধার প্রবর্তন করা। (৩) প্রান্তিক জনগণ, ক্ষুদ্র ব্যবসা, কৃষিখাতের জন্য আবহাওয়া ভিত্তিক শস্য বীমা, গবাদিপশুর বীমা, জিপিএস ট্র্যাকিং এর সুবিধা সম্বলিত মৎস্য বীমা, স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য স্বাস্থ্য বীমা, অটিস্টিক ব্যক্তিদের জন্য বীমা সুবিধা, বয়স্ক ও অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের জন্য পেনশন স্কিম এর ন্যায় সকল জনগণের জন্য উদ্ভাবনী বীমা সুবিধা প্রবর্তন করা। (৪) প্রবাসী কর্মীদের জন্য বীমা সুবিধা সংক্রান্ত নীতি কাঠামো প্রণয়ন করা।

অভীষ্ট	লক্ষ্যমাত্রা
	(৫) বীমা খাতের অটোমেশনের জন্য নীতি কাঠামো প্রণয়ন করা।
১০। পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট সেবাসমূহ শক্তিশালীকরণ	(১) ব্যক্তি ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ ও বিনিয়োগের বৃদ্ধির লক্ষ্যে বৈচিত্রময় আর্থিক ইন্সট্রুমেন্ট প্রবর্তনের জন্য পুঁজিবাজারের ভিত্তি দৃঢ়করণ। (২) পুঁজিবাজারের ইন্সট্রুমেন্টসমূহের মাধ্যমে ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের অর্থায়নসহ কৃষি অর্থায়ন এবং পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন এর জন্য ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ও ইমপ্যাক্ট ফান্ডসহ অন্যান্য বিকল্প বিনিয়োগ তহবিল এবং এসপিভি এর সুযোগ বৃদ্ধি করা। (৩) ঝুঁকিবিমুখ ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমৃদ্ধ বন্ড বাজার প্রতিষ্ঠা করা।
১১। ক্ষুদ্র ঋণ পরিষেবা শক্তিশালীকরণ	(১) ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাসমূহের তহবিলের উৎসের প্রসারে বিভিন্ন ধরনের তহবিল থেকে অর্থায়নের অভিগম্যতা বৃদ্ধি করা। (২) ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাসমূহের কার্যক্রমের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ খাতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পরিসরে 'ডিজিটাইজেশন' এর প্রবর্তন করা।
১২। নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের নির্দেশনা মোতাবেক আর্থিক পরিষেবাসমূহের বিস্তারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন, বাংলাদেশ মিউনিসিপ্যাল ডেভলপমেন্ট ফান্ড, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন, সমবায় ব্যাংক, এসএমই ফাউন্ডেশন, সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন, আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প এবং পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, আইসিবি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আধা-নিয়ন্ত্রিত আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণ।	

১৬। জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল বাস্তবায়নে আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা

এ কৌশলপত্র বাস্তবায়নে আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। এক্ষেত্রে সকল ধরনের আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বীমা ও পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ, ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাসমূহ, এমএফএস অপারেটর, পিএসপি ইত্যাদি) প্রত্যাশিতভাবে নিম্নোক্ত দয়িত্বসমূহ পালন করবে (যা শুধুমাত্র এর মধ্যেই সীমিত নয়):

(১) গ্রাহককেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের মাধ্যমে সীমিত পরিষেবা প্রাপ্ত গ্রাহকশ্রেণির জন্য উপযুক্ত পণ্য ও পরিষেবা প্রচলন করা;

(২) অফলাইন কার্ড প্রযুক্তির প্রবর্তনের মাধ্যমে বিশেষত গ্রামাঞ্চলে অনলাইন সংযোগের প্রতিবন্ধকতাসমূহ মোকাবিলা করা;

(৩) বিদ্যমান সরবরাহ চ্যানেলগুলোকে বিস্তৃত পরিসরের আর্থিক পরিষেবার সাথে সংযুক্ত করা (উদাহরণস্বরূপ, অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ক্ষুদ্রঋণ সংস্থা অথবা এমএফএস পরিষেবা প্রদানকারীদের মাধ্যমে ব্যাংক আমানত গ্রহণ বা বীমা সুবিধাগুলো সরাসরি গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে ব্যাংক

বা বীমা সংস্থা আয় বৃদ্ধিসহ ক্ষুদ্রঋণ সংস্থা অথবা এমএফএস পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এ পরিষেবা বিতরণের জন্য ফি পেতে পারে);

(৪) 'নো-ফ্রিল পরিষেবা'র সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে এর পরিধি সম্প্রসারণ ও গ্রাহকদের সীমিত পরিষেবার হিসাব থেকে নিয়মিত হিসাব ব্যবহারকারী হিসেবে দ্রুত উন্নীতকরণ;

(৫) আর্থিক পণ্য ও পরিষেবা প্রবর্তন, পরিষেবা সরবরাহকরণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণের জন্য নতুন অবকাঠামো এবং প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার;

(৬) দায়িত্বশীল এবং নৈতিক সেবা প্রদানের চর্চা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করা;

(৭) কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ও স্বল্প আয়ের পরিবারসমূহের জন্য উপযুক্ত ঋণ সুবিধা প্রবর্তন করা;

(৮) নারী, যুবসমাজ, শিশু এবং সীমিত পরিষেবাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর জন্য, বিশেষ করে শহরে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণের জন্য আর্থিক স্বাক্ষরতা বিস্তারে নিয়মিত কর্মসূচি পরিচালনা করা;

(৯) যৌথ শিল্প কাঠামো এবং ওপেন অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস তৈরিতে নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ ও সরকারি সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করা;

(১০) এমএনও, আইএসপি ইত্যাদি সেবা প্রদানকারীদের সাথে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রসারে যথাযথ সমন্বয় নিশ্চিত করা; এবং

(১১) বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ (এনজিও) এবং সামাজিক সেবা সংগঠনসমূহকে (সিএসও) আর্থিক স্বাক্ষরতা প্রসার কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করা।

১৭। জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

সরকারি ও বেসরকারি খাতের উদ্যোগসমূহের মাঝে কার্যকর সমন্বয় সাধনে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের নিকট প্রত্যাশিত ভূমিকা নিম্নরূপঃ

(১) পেমেন্ট সিস্টেম, পরিষেবা সরবরাহ চ্যানেল, বিবিধ আর্থিক পণ্য, ডিএফএস ও সাইবার নিরাপত্তা, নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি, গবেষণা ও উদ্ভাবন ইত্যাদি ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারক ও নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সহায়তা প্রদান;

(২) গ্রাহককেন্দ্রিক ও তথ্য-উপাত্ত ভিত্তিক আর্থিক পণ্য ও পরিষেবা প্রচলন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় সম্পদ জোগান, আর্থিক অবকাঠামোর বিস্তার ও রক্ষণাবেক্ষণে প্রযুক্তিগত সহযোগিতা, নারীদের জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রসার এবং আর্থিক পরিষেবা সরবরাহকারীদের সক্ষমতা উন্নয়নে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে কাজ করা; এবং

(৩) বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ (এনজিও) এবং সামাজিক সেবা সংগঠনসমূহের (সিএসও) আর্থিক সাক্ষরতা প্রসার কার্যক্রমের সাথে জড়িত হওয়া।

১৮। জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল-এর সমন্বয় কাঠামো

জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল এর ব্যাপকতা বিবেচনায় এর লক্ষ্যসমূহ যথাসময়ে অর্জনের জন্য সুনির্দিষ্ট সমন্বয় কাঠামোর ভিত্তিতে সরকারি ও বেসরকারি খাতসহ বিভিন্ন অংশীজনদের এ কৌশলপত্র বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করতে ও নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহ দক্ষ ও কার্যকরভাবে অর্জনে একটি জাতীয় সমন্বয় কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। এ সমন্বয় কাঠামো ও এর গঠন কাঠামো জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশলপত্রের অন্যতম মৌলিক উপাদান।

চিত্র-২: জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল এর সমন্বয় কাঠামো

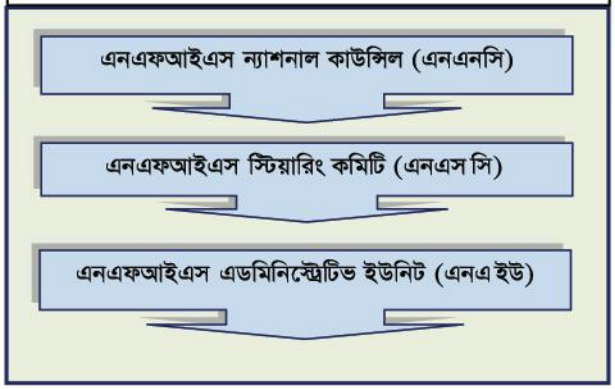

এক্ষেত্রে এ সমন্বয় কাঠামোটি নিম্নোক্তভাবে ত্রিস্তর বিশিষ্ট হতে পারেঃ

(ক) এনএফআইএস ন্যাশনাল কাউন্সিল (এনএনসি): এ কাউন্সিল জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল বাস্তবায়ন এবং বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির জাতীয় কর্মসূচি এগিয়ে নেয়ার জন্য সর্বোচ্চ কৌশলগত কর্তৃপক্ষ। এনএনসি আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ, কৌশলগত দিকনির্দেশনাসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান এবং তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা পালন করবে।

মাননীয় অর্থমন্ত্রী এনএনসির সভাপতিত্ব করবেন। এনএনসির গঠন কাঠামো নিম্নরূপঃ

১	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২	মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩	মন্ত্রী, আইন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪	মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫	মন্ত্রী, নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬	মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭	মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য

৮	মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯	মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০	মন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১	মন্ত্রী, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২	মন্ত্রী, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩	মন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৪	মন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৫	মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৬	মন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৭	মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৮	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	সদস্য
১৯	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব	সদস্য
২০	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক	সদস্য
২১	গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য
২২	সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
২৩	সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিবিসিআই)	সদস্য
২৪	সভাপতি, বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি	সদস্য
২৫	চেয়ারম্যান, এসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ	সদস্য
২৬	চেয়ারম্যান, ফিনানসিয়াল ইন্সটিটিউশন্স প্রোমোটার্স এসোসিয়েশন	সদস্য
২৭	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস	সদস্য
২৮	প্রতিনিধি, লোকাল কনসালটেটিভ গ্রুপ ইন বাংলাদেশ	সদস্য
২৯	ডেপুটি গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য সচিব

এনএনসি এর কার্যপরিধি নিম্নরূপ:

(১) এ কৌশলপত্রের দর্শন, মূল মাত্রা, উদ্দেশ্য, কৌশলগত লক্ষ্যসমূহের উপর নির্দিষ্ট সময়সীমা ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা অনুমোদন করা এবং বার্ষিক পরিকল্পনাসমূহ পর্যালোচনা করা;

(২) জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়ন কৌশল অনুমোদন করা এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনীয় সম্পদ বরাদ্দের নির্দেশনা প্রদান করা;

(৩) জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল এর পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন (এম অ্যান্ড ই) পদ্ধতি অনুমোদন করা;

(৪) পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন (এম অ্যান্ড ই) কাঠামোর অংশ হিসাবে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে তুলনীয় জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সূচকসমূহ অনুমোদন করা;

(৫) দ্বিবার্ষিক ভিত্তিতে এ কৌশল পর্যালোচনা করা এবং প্রয়োজন সাপেক্ষে তা সংশোধন করা;

(৬) বার্ষিক ভিত্তিতে এ কৌশল বাস্তবায়নের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা;

(৭) সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে সংলাপের পরিবেশ তৈরিতে সহায়তা করা;

(৮) আর্থিক অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যসমূহ অর্জনে প্রয়োজনীয় নীতি সংক্রান্ত, প্রাতিষ্ঠানিক, আইনি এবং অন্যান্য সংস্কার প্রক্রিয়ার দিকনির্দেশনা এবং নেতৃত্ব প্রদান করা;

(৯) সকল স্তরে যথাযথ সমন্বয় প্রক্রিয়া অনুমোদন এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার সঙ্গে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি প্রক্রিয়া সমন্বয়ের জন্য দিকনির্দেশনা প্রদান করা;

(১০) জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল সংক্রান্ত স্টিয়ারিং কমিটি (এনএসসি) এর গঠন কাঠামোতে যে কোন পরিবর্তন অনুমোদন করা;

(১১) বছরে অন্তত দুইবার এনএনসি বৈঠক পরিচালনা করা;

(১২) প্রয়োজন অনুসারে যেকোন সময় নতুন সদস্য সংযুক্ত করা; এবং

(১৩) আর্থিক অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বনসহ প্রয়োজনের নিরিখে অন্য যে কোনো কাজ সম্পাদন করা।

(খ) এনএফআইএস স্টিয়ারিং কমিটি (এনএসসি): এ কমিটি এনএনসি'র নির্দেশনা অনুসরণ করে জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব পালন করবে। এনএসসি আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কর্মসূচির অধীনে গৃহীত সকল কার্যক্রমের সমন্বয়, কার্যকারিতা এবং উৎকর্ষতা নিশ্চিত করার জন্যও দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর এনএসসি এর সভাপতি হিসেবে থাকবেন। এনএসসির কার্যপরিধি ও কাঠামোর যে কোন পরিবর্তন এনএনসি দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে।

এনএসসি এর গঠন কাঠামো নিম্নরূপ:

১	গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	সভাপতি
২	সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩	সচিব, অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪	সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫	সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬	সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮	সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১	সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩	সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	
১৪	সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৫	সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৬	সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৭	সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৮	সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৯	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
২০	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
২১	সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য

২২	সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	সদস্য
২৩	সচিব, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন	সদস্য
২৪	চেয়ারম্যান, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ	সদস্য
২৫	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন	সদস্য
২৬	এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি	সদস্য
২৭	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন	সদস্য
২৮	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
২৯	হিসাব মহানিয়ন্ত্রক, হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয়	সদস্য
৩০	মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয়পত্র উইং (এনআইডিডব্লিউ), বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন	সদস্য
৩১	মহাপরিচালক, সমবায় বিভাগ	সদস্য
৩২	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ	সদস্য
৩৩	চেয়ারম্যান, এসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ	সদস্য
৩৪	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ লিজিং এন্ড ফাইন্যান্স কোম্পানিজ এসোসিয়েশন	সদস্য
৩৫	সভাপতি, এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস অব বাংলাদেশ	সদস্য
৩৬	সভাপতি, বাংলাদেশ এমপ্লয়ারস ফেডারেশন	সদস্য
৩৭	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান	সদস্য
৩৮	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট	সদস্য
৩৯	নির্বাহী সভাপতি, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট	সদস্য
৪০	পরিচালক, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমি	সদস্য
৪১	নির্বাহী পরিচালক, ইন্সটিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট	সদস্য
৪২	নির্বাহী পরিচালক, এনএফআইএস এডমিনিস্ট্রেটিভ ইউনিট, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য সচিব

এনএসসি এর কার্যপরিধি নিম্নরূপ:

(১) জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল এডমিনিস্ট্রেটিভ ইউনিট কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের সমন্বয় ও যথাসময়ে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা, বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা এবং প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণ ও নতুন সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার সংক্রান্ত সুপারিশ করা;

(২) আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কিত কার্যক্রম বিষয়ে এনএফআইএস এডমিনিস্ট্রেটিভ ইউনিট (এনএইউ)-কে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(৩) সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে অন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক ও আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতার ধরন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান;

(৪) আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বিস্তারিত কার্যপ্রণালী, প্রয়োজনীয় সম্পদ ও অগ্রাধিকার নির্ধারণে দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(৫) দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পরিপালনে সক্ষম একটি কার্যকর এনএফআইএস এডমিনিস্ট্রেটিভ ইউনিট প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করা;

(৬) বছরে তিনবার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা এবং এনএনসির বিবেচনার জন্য সুপারিশসমূহ চূড়ান্তকরণ;

(৭) প্রয়োজন অনুসারে যেকোন সময় নতুন সদস্য সংযুক্ত করা; এবং

(৮) এনএনসি দ্বারা নির্দেশিত অন্য যেকোন কাজ পরিচালনা করা।

(গ) **এনএফআইএস এডমিনিস্ট্রেটিভ ইউনিট (এনএইউ):** এ ইউনিট বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এ কৌশলপত্র বাস্তবায়নের জন্য সকল প্রায়োগিক, প্রশাসনিক, কারিগরি, গবেষণা এবং সাচিবিক কার্যক্রম সম্পাদন করার জন্য দায়বদ্ধ থাকবে। এনএনসি এবং এনএসসিকে প্রয়োজনীয় কারিগরি, প্রশাসনিক ও গবেষণা সংক্রান্ত সহায়তা এনএইউ প্রদান করবে। এটি বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত পরিসংখ্যান ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা হিসাবে কাজ করবে। এনএইউ তথ্য সংগ্রহ করবে, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস রক্ষণাবেক্ষণ করবে এবং এনএনসি ও এনএসসির পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাসমূহের জন্য পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরি করবে। এনএনসি এবং এনএসসি এর অনুমোদনের ভিত্তিতে এনএইউ পূর্ণাঙ্গ গ্রাহক চাহিদা ভিত্তিক জরিপ পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে। এছাড়া এনএইউ নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ ও সংস্থাসমূহ এবং অন্যান্য অংশীজনদের সাথে একটি স্থায়ী সমন্বয় প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করবে।

এনএইউ হবে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি পৃথক বিভাগ যার দায়িত্বে থাকবেন একজন নির্বাহী পরিচালক ও অন্তত একজন মহাব্যবস্থাপক পর্যায়ের কর্মকর্তা। বাংলাদেশ ব্যাংক এনএইউ এর জন্য প্রয়োজনীয় মানব সম্পদ নিয়োজিত করাসহ পরিচালনা ও প্রশাসনিক ব্যয়ের জন্য বাজেট বরাদ্দ করবে। প্রয়োজনের ভিত্তিতে এনএইউ তার দায়িত্ব সম্পাদনে প্রযুক্তিগত ও পেশাগত সহায়তা প্রদানের জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কর্মসূচির সাথে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহের জন্য টেকনিক্যাল কমিটি (টিসি) গঠন করবে। এ টেকনিক্যাল কমিটিসমূহ গভীর বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে গুরত্বপূর্ণ বিবেচনার ভিত্তিতে বিশদ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রস্তাব করবে।

১৯। জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল-এর বাস্তবায়ন কাঠামো

জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল-এর মূল বাস্তবায়নকারী সংস্থা হবে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ হবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

(ক) এ কৌশলপত্র বাস্তবায়নে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা নিম্নরূপঃ

১। এ বিভাগ জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল বাস্তবায়নে এনএইউ এর সহযোগিতায় আন্তঃমন্ত্রণালয় কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করবে;

২। এনএইউ এর নিকট থেকে জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত নির্দিষ্ট সময়ান্তে প্রতিবেদন সংগ্রহ করবে;

৩। জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত নির্দিষ্ট সময়ান্তে প্রতিবেদনসমূহ এনএনসি এর নিকট উপস্থাপন করবে; এবং

৪। এনএইউ এর সহায়তায় জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত উন্নয়ন সহযোগীদের গৃহীত কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় সাধন করবে।

(খ) এ কৌশলপত্র বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা নিম্নরূপঃ

(১) বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর এনএইউ এর কাঠামো ও কার্যপরিধি নির্ধারণ করবেন;

(২) এনএইউ এর সকল প্রশাসনিক ও প্রক্রিয়াগত বিষয়াবলী বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর কর্তৃক অনুমোদিত হবে;

(৩) এনএইউ এর পরিচালনা সংক্রান্ত, প্রশাসনিক ও সাচিবিক সম্পদ (মানব সম্পদ, প্রয়োজনীয় সরবরাহ ও বাজেট) বাংলাদেশ ব্যাংক প্রদান করবে;

(৪) জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল বাস্তবায়নে সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব বাংলাদেশ ব্যাংক পালন করবে; এবং

(৫) জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক একটি খসড়া পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো এবং অর্থায়ন কৌশল প্রস্তুত করবে যা প্রথম এনএনসি সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে।

২০। জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল-এর বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো

বাংলাদেশ ব্যাংক এ কৌশলপত্রের দর্শন, মূল পরিধি, উদ্দেশ্য, কৌশলগত লক্ষ্যসমূহের ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট সময়াবদ্ধ খসড়া কর্মপরিকল্পনা, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো এবং অর্থায়ন কৌশল প্রস্তুতপূর্বক অনুমোদনের জন্য এনএনসি এর প্রথম বৈঠকে উপস্থাপন করবে।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামোর আওতায় নিম্নোক্ত কার্যক্রমসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবেঃ

(১) এনএইউ এ কৌশলপত্রের অগ্রগতি পর্যালোচনা প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক প্রান্তিকে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের মাধ্যমে অর্থমন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাছে প্রেরণ করবে। প্রতি প্রান্তিকের পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে অর্থমন্ত্রীর নিকট এ প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হবে;

(২) এনএইউ প্রতি মাসে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের নিকট এ কৌশলপত্রের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা প্রতিবেদন পেশ করবে। এক্ষেত্রে পরবর্তী মাসের ১০ দিনের মধ্যে গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক এর নিকট এ প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হবে;

(৩) এনএইউ ষান্মাসিক ভিত্তিতে এ কৌশলপত্র বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা প্রতিবেদন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের মাধ্যমে এনএনসি'র নিকট উপস্থাপন করবে। প্রত্যেক ষান্মাসিক প্রান্তিক সমাপ্ত হওয়ার ৪৫ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন এনএনসিতে উপস্থাপন করতে হবে;

(৪) এনএইউ প্রতি মাস শেষে পরবর্তী মাসের ১৫ দিনের মধ্যে জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল এর নিজস্ব ওয়েবসাইটে মাসিক অগ্রগতির তথ্য প্রকাশ করবে; এবং

(৫) জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল এর নিজস্ব ওয়েবসাইট এবং ওয়েব ভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ট্র্যাকার থাকবে।

২১। উপসংহার

গত কয়েক দশক ধরে আর্থিক সম্পদ, আমানত ও ঋণের দ্রুত প্রবৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থা তুলনামূলক শক্তিশালী ও স্থিতিশীল অবস্থানে রয়েছে। বাংলাদেশের আর্থিক খাতের অবকাঠামোর বিকাশ স্বাধীনতার পর মূলত রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অধীনে সূচিত হলেও বর্তমানে নতুন প্রজন্মের বেসরকারি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ আর্থিক খাতে প্রাধান্য বিস্তার করছে। রূপান্তরের এ পর্যায়গুলো থেকে বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতাও অর্জিত হয়েছে। একটি স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই আর্থিক ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সকল শ্রেণির জনগণের আর্থিক পরিষেবার চাহিদা পূরণ করে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও সামাজিক স্থিতিশীলতা আনয়নের উৎকৃষ্ট পন্থা হিসেবে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। সরকার ও সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহ আর্থিক খাতে গ্রাহকের আস্থা ধরে রাখা ও বৃদ্ধিতে সর্বদা অঙ্গীকারাবদ্ধ। আর্থিক খাত শুধু অর্থ ও অর্থায়ন প্রক্রিয়াতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা বৃহৎ পরিসরে জনগণের আস্থার সাথেও সম্পর্কিত। তাই বাংলাদেশের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি অভিযাত্রায় মূল লক্ষ্য হল জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন, তা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

পরিশিষ্ট-১: জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল-এর প্রণয়ন প্রক্রিয়া

১. *জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল প্রণয়ন প্রক্রিয়ার মাইলফলকসমূহ*

দরিদ্রতম জনসংখ্যার জন্য মানসম্মত ক্রমবর্ধমান আর্থিক পরিষেবা নিশ্চিতকারী নীতিনির্ধারক ও নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে বৈশ্বিক নীতিনির্ধারক নেতৃত্বের একটি জোট হিসেবে অ্যালায়েন্স ফর ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন (এএফআই) গঠিত হয়। এ জোটের সক্রিয় সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ ২০১২ সালে 'মায়া ডিক্লারেশনে' স্বাক্ষর করে এবং ২০১৪ সালে নিজস্ব 'জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল (এনএফআইএস)' প্রস্তুত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। মায়া ডিক্লারেশনে স্বাক্ষরকারী হিসাবে, ২০১৪ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল (এনএফআইএস) প্রণয়নের প্রাথমিক উদ্যোগ গ্রহণ করে। পরবর্তীতে এ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক ধারাবাহিকভাবে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করে:

সময়কাল	কর্মোদ্যোগ
জানুয়ারি ২০১৫	বাংলাদেশ সরকার ও যুক্তরাজ্যের সরকার 'বিজনেস ফাইন্যান্স ফর দ্য পুওর ইন বাংলাদেশ (বিএফপি-বি)' প্রকল্পের জন্য একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে এবং সেই প্রকল্পের অধীনে জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল প্রণয়নের উদ্যোগ অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়।
এপ্রিল ২০১৫	জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল (এনএফআইএস) প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণে বাংলাদেশ সরকার সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাসমূহ ও বেসরকারি খাতের জোটগুলোর সমন্বয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের আন্তঃমন্ত্রণালয় 'পলিসি এডভাইজরি কমিটি (পিএসি)' গঠন করে। জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল এর ভিত্তি হিসেবে একটি তথ্য-উপাত্ত ভিত্তিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করার বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিবের সভাপতিত্বে গঠিত এ কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।
ফেব্রুয়ারি ২০১৬	সরকারি সংস্থা, মন্ত্রণালয়, নিয়ন্ত্রক সংস্থা, আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি খাতের ২০০ জনেরও অধিক উচ্চ পর্যায়ের অংশীজনদের উপস্থিতিতে উদ্বোধনী সভায় জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল' প্রণয়নের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া শুরু হয়।
মে ২০১৬	'পলিসি এডভাইজরি কমিটি (পিএসি) এবং উচ্চপর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল' প্রণয়ন ও কর্মপদ্ধতির প্রক্রিয়া সংক্রান্ত প্রাথমিক সংলাপ মে ২০১৬-এর মধ্যে সম্পন্ন হয়।
অক্টোবর ২০১৬ – আগস্ট ২০১৭	৫ টি সাব-সেক্টর ভিত্তিক গবেষণা সম্পন্ন হয়।
সেপ্টেম্বর ২০১৭	সকল সাব-সেক্টর ভিত্তিক গবেষণা সমন্বিত করে 'জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল' প্রতিবেদন এর প্রথম খসড়াটি প্রস্তুত করা হয়।
অক্টোবর ২০১৭	জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল' এর প্রাথমিক খসড়া নিয়ে সংশ্লিষ্ট উচ্চ পর্যায়ের সরকারি নীতিনির্ধারকদের মাঝে ধারাবাহিক সংলাপ প্রক্রিয়ার সূচনা করা হয়।
নভেম্বর ২০১৭	ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে জড়িত সংস্থাসমূহের সঙ্গে সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। বীমা খাতের সঙ্গে সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়।

সময়কাল	কর্মোদ্যোগ
এপ্রিল ২০১৮	ডিজিটাল আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারীর সাথে সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়।
	রংপুর, যশোর, চট্টগ্রাম ও সিলেটে ৪ টি আঞ্চলিক সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়।
মে ২০১৮	ব্যাংকিং খাতের সাথে সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়।
জুন ২০১৮	উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়।
	মধ্যম স্তরের সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়।
আগস্ট ২০১৮	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সরকারি প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী, ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বীমা ও ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান, গুরত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক জোট, গবেষণা ও একাডেমিক প্রতিষ্ঠান, এমএফএস পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর উপস্থিতিতে 'জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল' বিষয়ে একটি জাতীয় পর্যায়ের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।
ডিসেম্বর ২০১৮	'জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল' প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য পিএসিকে চূড়ান্ত খসড়া জমা দেওয়া হয় এবং প্রতিবেদনটি অনুমোদিত হয়।
জানুয়ারি ২০১৯	চূড়ান্ত পর্যালোচনার জন্য পিএসি 'জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল' প্রতিবেদন বাংলাদেশ ব্যাংককে প্রেরণ করে।
মার্চ-এপ্রিল ২০১৯	আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কিত বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহ প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করে।
মে ২০১৯	বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যালোচনাপূর্বক প্রতিবেদনটি অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে প্রেরণ করে।
জুন ও নভেম্বর ২০১৯	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সরকারি সংস্থাসমূহের সাথে দু'টো সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়।
এপ্রিল ২০২০	কৌশলপত্রের একশন প্ল্যান চুড়ান্ত করা হয়।
আগস্ট ২০২০	খসড়া কৌশলপত্র ও একশন প্ল্যানের বাংলা সংস্করণ চুড়ান্ত করা হয়।
সেপ্টেম্বর ২০২০	অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ খসড়া কৌশলপত্র ও এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করে।
নভেম্বর ২০২০	মন্ত্রিপরিষদ সভায় জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল উপস্থাপন করা হয়। কৌশলপত্রটি সংশোধনপূর্বক পুনরায় উপস্থাপনের জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
মে ২০২১	মন্ত্রিপরিষদ সভায় জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল অনুমোদিত হয়।

২. জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল এর প্রণয়ন প্রক্রিয়া

বিস্তৃত ও ধারাবাহিক সংলাপের মাধ্যমে একটি পূর্নাঙ্গ দলিল হিসাবে জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল প্রস্তুত করা হয়েছে। এ প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় দেশের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রসারের উপায়সমূহ নির্ধারণে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

উপরন্তু, আর্থিক স্থিতিশীলতা, স্বচ্ছতা, মার্কেট কন্ডাক্ট এবং ভোক্তাদের সামর্থ্য বিবেচনায় আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে কাঠামোবদ্ধ করা হয়েছে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অগ্রাধিকারমূলক ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করার লক্ষ্যে এ প্রক্রিয়ায় একটি কৌশলপত্র প্রণয়নের বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৩. জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল প্রণয়ন প্রক্রিয়ার মূল প্রেক্ষিতসমূহ

নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করে জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল প্রণয়ন প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয়েছেঃ

(১) পাঁচটি পৃথক সাব-সেক্টর সংক্রান্ত গবেষণাকে অন্তর্ভুক্ত করে এ সংক্রান্ত ডায়াগনস্টিক স্টাডি পরিচালিত হয়েছে:

(২) সামাজিক সংহতি বিবেচনায় এ কৌশলপত্রকে সমৃদ্ধ করতে পাঁচটি পরস্পর সম্পর্কিত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে:

(৩) জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল প্রণয়নকালে অংশীজনদের চাহিদা ও প্রত্যাশা নিরূপণে ১৫টি সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে:

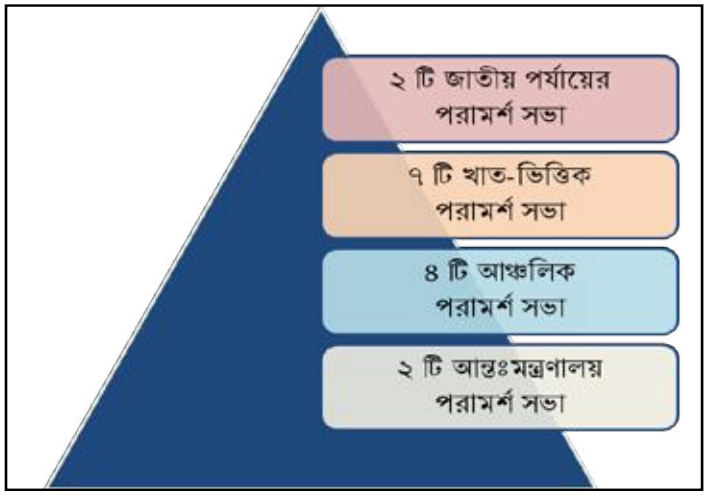

পরিশিষ্ট-২: আর্থিক অন্তর্ভুক্তি-বৈশ্বিক অনুশীলন এবং দেশীয় প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ

১. জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল-বৈশ্বিক অনুশীলন

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অনেক দেশেই প্রচলিত নীতিকৌশল হিসেবে জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। আর্থিক পরিষেবা থেকে বিচ্যুতি বিষয়ক অধিকতর তথ্য-উপাত্তের প্রাপ্যতা এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যসমূহ অর্জনে কৌশলগত পন্থাসমূহের শক্তি সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধিও এর গুরুত্বকে বৃদ্ধি করেছে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত জাতীয় কৌশলপত্রের উপর নীতিনির্ধারকদের ব্যাপক আস্থা থাকার ফলে ইতোমধ্যেই অনেক দেশে এ কৌশলপত্র প্রণীত হয়েছে অথবা প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন আছে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রসারের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন অধিকতর সহজ হয়েছে। কৌশল প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের ক্রমবর্ধমান জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশলসমূহ পারস্পরিক জ্ঞান বিনিময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

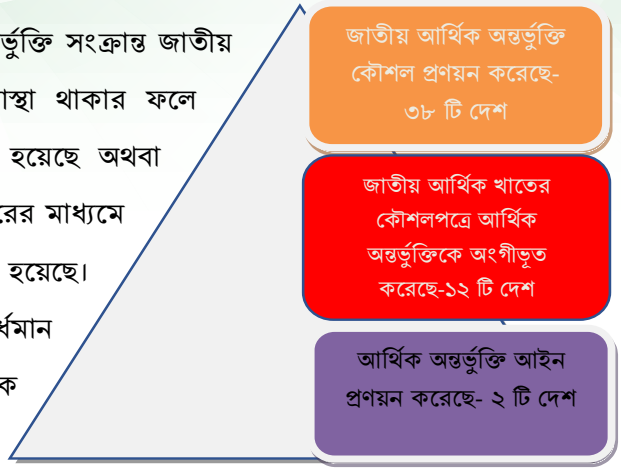

সময়ের সাথে সাথে এ কৌশল প্রণয়নের ক্ষেত্রে পারস্পরিক জ্ঞান বিনিময়ের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগ ও অনুশীলন প্রক্রিয়া পরিবর্তিত হয়। জাতীয় নীতিতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে সংযোজনে বিশ্বব্যাপী তিনটি বিকল্প পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়:

(১) জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল প্রণয়ন;

(২) জাতীয় আর্থিক খাতের কৌশলপত্রে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে সংযোজন করা; এবং

(৩) আর্থিক অন্তর্ভুক্তি আইন প্রণয়ন।

২. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ

বাংলাদেশের মত সীমিত সম্পদের উন্নয়নশীল দেশে অর্থায়ন হচ্ছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্য বিমোচনে দরিদ্রদের জন্য আর্থিক পরিষেবার প্রাপ্যতা অপরিহার্য। আর্থিক পরিষেবার আওতায় রয়েছে ঋণ, সঞ্চয়, পেমেন্ট এবং বীমার মত বিভিন্ন লেনদেন সুবিধা। আর্থিক পরিষেবার মাধ্যমেই অর্থনীতিতে অর্থায়ন সঞ্চারিত ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

একটি উন্নত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক ব্যবস্থা সম্পদের সঞ্চালন ও ব্যবহারকে যেমন গতিশীল করে তেমনিভাবে সকল জনগোষ্ঠীর জন্য সাশ্রয়ী আর্থিক পরিষেবার বিষয়টিকেও নিশ্চিত করে। এছাড়াও এটি কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ঝুঁকি হ্রাসের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও আর্থিক স্থিতিশীলতা অর্জন এবং দারিদ্র্য হ্রাসে ভূমিকা রাখে। একটি কার্যকর আর্থিক ব্যবস্থায় অভিগম্যতা দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে মূলধারার অর্থনীতির সাথে যুক্ত করে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অবদান

রাখার সুযোগ প্রদান করে এবং এর মাধ্যমে জনসাধারণকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাবে শক্তিশালী করে তোলে। একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক ব্যবস্থায় দেশের সকল জনগোষ্ঠী আর্থিক পরিষেবা প্রাপ্তির সুযোগের আওতাভুক্ত থাকে।

চিত্র-৩: ১৯৭১ সালে নিম্ন আয়ের কৃষি ভিত্তিক দেশ হিসেবে স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশ এখন ১৭ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ যা সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে

নগরায়ন- ৩৭%

শিল্পায়ন- জিডিপির ৩৫.৪০%

তরুণ জনসংখ্যা (১৫-৩৪ বছর)- ৪৫%

মোবাইল ফোন ব্যবহারকারী- ১৭ কোটি
ইন্টারনেট ব্যবহারকারী- ১১ কোটি ।

বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহে সকল জনগোষ্ঠীর বিশেষতঃ দরিদ্র ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার উন্নয়নে মৌলিক আর্থিক পণ্য ও পরিষেবা প্রাপ্তির সুযোগের অবদান বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। নীতিকৌশল হিসেবে সকলের বিশেষতঃ আর্থিক পরিষেবার সুবিধা প্রাপ্তি হতে আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিতদের যেমন দরিদ্র ও প্রান্তিক গোষ্ঠীসমূহ, কুটির-ক্ষুদ্র-অতি ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্পসমূহ, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক পরিবারগুলো, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত জনগোষ্ঠী, দরিদ্র পরিবারের তরুণ ও নারী সদস্যরা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা এবং অন্যান্য অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর কল্যাণ বৃদ্ধিতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির গুরুত্ব স্বীকৃত। এছাড়াও, আর্থিক প্রবৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা অর্জনে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এবং ফলশ্রুতিতে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি তরান্বিত হয়। উপরন্তু, প্রবৃদ্ধির জন্য সহায়ক ও দরিদ্রবান্ধব হওয়ায় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাংলাদেশের দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাস এবং সুষম উন্নয়ন ও সামাজিক সংহতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষেরা পর্যাপ্ত আর্থিক পরিষেবা না পাওয়ার কারণে অনানুষ্ঠানিক পরিষেবা গ্রহণে বাধ্য হয়। এর ফলে তারা আর্থিক চাপ, মাত্রাতিরিক্ত ঋণ ও দারিদ্র্যের ঝুঁকির মুখে পড়ে, যা তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে।

বিগত এক দশকের অধিক সময় ধরে, বাংলাদেশে আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ডিজিটাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক ব্যবস্থা বিস্তৃত করার লক্ষ্যে বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় ঋণ এবং অন্যান্য আর্থিক পরিষেবা সম্প্রসারণের পাশাপাশি সকল জনগোষ্ঠীর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক পরিষেবা প্রদানকারীদের মাধ্যমে বিস্তৃত পরিসরে মানসম্পন্ন আর্থিক পণ্য এবং পরিষেবা প্রাপ্তি ও ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়াও আর্থিক উন্নয়নের চালিকাশক্তির সাথে যুক্ত আর্থিক ব্যাপ্তি এবং দক্ষতাকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতাভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় ন্যূনতম নিম্নোক্ত পাঁচটি ক্ষেত্রে সমন্বিত আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে বিবেচনা করা প্রয়োজনঃ

- ঋণ, সঞ্চয়, বীমা, এবং আর্থিক লেনদেনসহ সর্বজনীন ও মানসম্মত আর্থিক পরিষেবা লাভের সুযোগ থাকবে;
- আর্থিক পরিষেবাসমূহ সাশ্রয়ী ও গ্রাহকের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে, গ্রাহকের জন্য সুবিধাজনকভাবে মানসম্পন্ন পরিষেবা প্রাপ্তির সুযোগ থাকতে হবে যেখানে গ্রাহকদের মর্যাদা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে;
- গ্রাহকদেরকে আর্থিক পরিষেবা গ্রহণ ও অর্থ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতন সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হতে হবে;
- সকলের জন্য আর্থিক পরিষেবা প্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে, কেউ পরিষেবা প্রাপ্তির বাইরে থাকবে না এবং
- বৈচিত্র্যময় ও প্রতিযোগিতামূলক আর্থিক বাজারে গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত সংখ্যক আর্থিক পরিষেবা সরবরাহকারীদের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী আর্থিক অবকাঠামোতে সুস্পষ্ট নিয়ন্ত্রণ বিধিমালার অধীনে আর্থিক পরিষেবা বিতরণ করতে হবে।

সারণি-৭: ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের রেগুলেটরি ল্যান্ডস্কেপ

	বাংলাদেশ ব্যাংক	আইডিআরএ	বিএসইসি	এমআরএ
রাষ্ট্র মালিকানাধীন তফসিলি ব্যাংক	৬			
রাষ্ট্র মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক	৩			
দেশীয় বেসরকারি মালিকানাধীন তফসিলি ব্যাংক	৪৪			
বৈদেশিক তফসিলি ব্যাংক	৯			
অ-তফসিলি ব্যাংক	৫			
সরকারি এনবিএফআই	৩			

	বাংলাদেশ ব্যাংক	আইডিআরএ	বিএসইসি	এমআরএ
বেসরকারি এনবিএফআই	৩২			
সরকারি বীমা কর্পোরেশন		২		
বেসরকারি বীমা প্রতিষ্ঠান		৭৭		
স্টক এক্সচেঞ্জ			২	
মার্চেন্ট ব্যাংক			৬৩	
স্টক ব্রোকার/ডিলার			৩৫৬	
ক্রেডিট রেটিং প্রতিষ্ঠান			৮	
সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান			৪৮	
ফান্ড ম্যানেজার			২০	
এমএফআই				৭৪৬
তথ্যসূত্রঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, বিএসইসি, আইডিআরএ এবং এমআরএ এর ওয়েবসাইট				

নিচের সারণীতে ব্যাংক, ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাসমূহ এবং সমবায় সমিতি কর্তৃক পরিচালিত আর্থিক পরিষেবা পয়েন্টগুলোর সংখ্যা প্রদান করা হয়েছেঃ

সারণি-৮:বাংলাদেশে আর্থিক পরিষেবা প্রদান পয়েন্ট এর চিত্র

ব্যাংক শাখার সংখ্যা (প্রধান কার্যালয়, ইসলামী ব্যাংকিং পরিষেবা এবং এসএমই পরিষেবা পয়েন্ট সহ)	১০,৭৬৭
এটিএম এর সংখ্যা	১২,২২৫
এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট এর সংখ্যা	১৬,৪২০
এমএফএস এজেন্ট এর সংখ্যা	১০,৬৯,২৫৭
পিওএস এর সংখ্যা	৭৯,২৫৪
বীমা কোম্পানির শাখা সংখ্যা (জীবন বীমা ও নন-লাইফ সহ)	৬,৮৪২
বীমা এজেন্ট সংখ্যা (জীবন বীমা ও নন-লাইফ সহ)	৩,৫৭,৮৩৪
এমএফআই শাখার সংখ্যা	২০,৮৯৮
তথ্যসুত্রঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, এমআরএ ও সমবায় সমিতি বিভাগ সমূহের ওয়েবসাইট	

সারণি ৯: ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (EFT) সংক্রান্ত মাসভিত্তিক তথ্য

ক্রম	মাস	সংখ্যা	টাকা (মিলিয়ন)
১	জানুয়ারি'২০	৪৫৫৪৬৫৫	২০৫৫৮৪.৫৫
২	ফেব্রুয়ারি'২০	৩৯১৯৫৩২	১৯৩৭৫৯.৩৬
৩	মার্চ'২০	৪২১৪৮১১	১৮৯২৬৪.১৩
৪	এপ্রিল'২০	৪৪৩২০৪২	৩২৮১৫২.০৭
৫	মে'২০	৬৪১২৭৪৪	৪৪৮৪২৮.২২
৬	জুন'২০	৯৪১৭৮৬২	২৮৯২৭৪.৪৩
৭	জুলাই'২০	১০০৪১০৫৩	৩৪০৮৫২.৩৮

ক্রম	মাস	সংখ্যা	টাকা (মিলিয়ন)
৮	আগস্ট'২০	৪৬২৫৪২০	২৫০৬৬৭.৭৫
৯	সেপ্টেম্বর'২০	৫১০১৩৯৩	২৯৭৪৯৩.৭৯
১০	অক্টোবর'২০	৫৩২২২০৪	২৯৬৯৬১.৬৫
১১	নভেম্বর'২০	৬৩৬০৫৭৯	৩২৯৯১৭.৪৪
১২	ডিসেম্বর'২০	৫৬৫৭৪৩৩	৩৬০৯৯০.৭৩
১৩	জানুয়ারি'২১	৭২৩৬২৯১	৩৬৭৯২৪.৭৪
১৪	ফেব্রুয়ারি'২১	৯৬৫০৬৩৮	৩৩৫৬৯৫.৮৭
১৫	মার্চ'২১	১২১৫৫১৪৮	৪০২০৯১.৭৫
১৬	এপ্রিল'২১	১৪৫৮৩৯২৪	৩৯১৪৯৫.৬১
মোট =		**১১,৩৬,৮৫,৭২৯**	**৫০২৮৫৫৪.৪৭**
উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক			

শব্দকোষ

সংজ্ঞা

(১) প্রাপ্তবয়স্ক: এ কৌশলপত্রে 'প্রাপ্তবয়স্ক' 'মেজরিটি অ্যাক্ট ১৮৭৫'এর সংজ্ঞা অনুযায়ী সংজ্ঞায়িত করা হবে।

(২) শিশু: এ কৌশলপত্রে 'শিশু' 'জাতীয় শিশু নীতি ২০১১' এর প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী সংজ্ঞায়িত করা হবে।

(৩) ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটিরশিল্প (সিএমএসএমই): এ কৌশলপত্রে 'জাতীয় শিল্প নীতি ২০১৬' কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে 'ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটিরশিল্প (সিএমএসএমই)' সংজ্ঞায়িত করা হবে।

(৪) নারী উদ্যোক্তা: এ কৌশলপত্রে 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১' এর সংজ্ঞা অনুযায়ী' নারী উদ্যোক্তা' সংজ্ঞায়িত করা হবে।

(৫) যুব: এ কৌশলপত্রে 'জাতীয় যুব নীতি ২০১৭' এর প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী 'যুব' সংজ্ঞায়িত করা হবে।

তথ্যসূত্র

1. Toolkit- Developing and Operationalizing a National Financial Inclusion Strategy, June 2018, World Bank Group (http://documents.worldbank.org/curated/en/201761530163552405/pdf/127712-REVISED-WP-PUBLIC.pdf)
2. The Global Findex Database 2017, April 2018, World Bank Group (https://globalfindex.worldbank.org/sites/globalfindex/files/2018-04/2017%20Findex%20full%20report_0.pdf)
3. Guidance on the application of the Core Principles for Effective Banking Supervision to the regulation and supervision of institutions relevant to financial inclusion, September 2016, Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlement (https://www.bis.org/bcbs/publ/d383.pdf)
4. National Financial Inclusion Strategies: Current State Of Practice, October 2015, Alliance for Financial Inclusion (https://www.afi-global.org/sites/default/files/publications/fisplg-state_of_practice.pdf)
5. National Financial Inclusion Strategies: A Toolkit, August 2016, Alliance for Financial Inclusion (https://www.afi-global.org/sites/default/files/publications/2016-08/Guideline%20Note-20%20FIS-Toolkit.pdf)
6. Bangladesh: Bringing the Light into the Blind Spot, August 2018, Alliance for Financial Inclusion, (https://www.afi-global.org/sites/default/files/publications/2018-08/AFI_MS_Bangladesh_AW_digital.pdf)
7. National Financial Inclusion Strategy: Strategic Considerations, A Presentation by Dr. Faisal Ahmed, Former Chief Economist of Bangladesh Bank, February 2016
8. The comprehensive diagnostic study report on NFIS-B prepared under the Policy component of BFP-B project.

জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল (এনএফআইএস) একটি সমন্বিত দলিল যা আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে তরান্বিতকরণ, বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহের উপর সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অংশীজনদের মাঝে আস্থা ও সহযোগিতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে। এ কৌশলপত্র আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রসারে পূর্নাঙ্গ ও সমন্বিত কৌশল গ্রহণ, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি উদ্যোগসমূহের বিস্তৃতি ও স্থায়িত্ব নিশ্চিতকরণে প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার, বহুমুখী আর্থিক পণ্য ও পরিষেবা উদ্ভাবন এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সাধনে রোডম্যাপ প্রণয়নে অবদান রাখবে।

জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল জনগণের প্রান্তিকীকরণ ও ঝুঁকি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে কৌশলগত উদ্দেশ্য, অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহের ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে। এ কৌশলপত্র আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে অগ্রসর ও প্রান্তিক শ্রেণির মাঝে সেতুবন্ধন তৈরি করবে এবং টেকসই ও অর্থবহ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি অর্জনে উদ্ভাবন, চাহিদা এবং আস্থার সমন্বয়ে ইতিবাচক অধ্যায় রচনা করবে।